শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের
শ্রেষ্ঠ কবিতা

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৯

সন্তোষকুমার ঘোষ
অগ্রজপ্রতিমেষু

প্রকাশকের নিবেদন

বেশ কিছুদিন অমুদ্রিত থাকার পর 'শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা'র বর্তমান সংস্করণ প্রকাশিত হ'লো।

'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র এই নতুন সংস্করণে অনেকগুলো কবিতা নতুনভাবে যুক্ত করা হ'লো, যা আগের সংস্করণে ছিলো না। নতুন কবিতাগুলো পাওয়া যাবে এ-বইয়ের 'সংযোজন' অংশে। কবিতাগুলো নির্বাচন করেছেন স্বয়ং কবিই।

নতুন এই সংস্করণ পাঠকদের ভালো লাগবে মনে হয়। সকলের সহযোগিতা ও মতামত প্রার্থনা করি।

প্রকাশক

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

আমার কোনো কবিতার বই-এ 'শ্রেষ্ঠ' পদবন্ধটি নির্বিকারভাবে জুড়ে আছে—কল্পনা করাও শক্ত। তবু, পাকেচক্রে হয়ে গেছে বলে, পাঠকের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। কবিতা ভালো-মন্দেই মিশে থাকে, হয়তো। লিখেছি, প্রকাশিত করেছি—কেউ উপযুক্তভাবে নিয়েছেন, কারো কাছে আবার তা অনর্থ। আমার নিজের কাছে, একাকীর কাছে, কবিতা অবলম্বন। নিজেকে নিজের মতো করে দেখার চমৎকার জলজ দর্পণ এক। জলজ কথাটি ভেবেচিন্তেই বসিয়েছি। মোটামুটিভাবে নির্বাচনে দোষগুণ আমাতেই বর্তাবে। প্রকাশিত বইগুলি থেকে দ্রুত দাগ মারার ব্যাপার —খুব একটা ভেবেচিন্তে নয়। ফলে, হতে পাবে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় কবিতা বাদ রয়ে গেছে। ক্ষতি নেই। একবার লিখে ফেলার পর—সেই পুরানো লেখার প্রতি তেমন মনোযোগ, অনেকের মতো, আমারও নেই। সুতরাং সে-ব্যাপারেও সহযোগী পাঠকের কাছে ক্ষমা চেয়ে রাখাই ভালো আগেভাগে।

এই পর্যায়ভুক্ত অনেক কবিই অন্যান্য ভাষা ও সাহিত্য থেকে তাঁদের কিছু কিছু তর্জমা গ্রন্থে রেখেছেন। আমি ইচ্ছে করেই রাখিনি, কেননা, আমার নিজস্ব রচনা পরিমাণে একটু বেশি। প্রচ্ছদচিত্র তৈরি করে দিয়েছেন আমার বন্ধু শ্রীপ্রকাশ কর্মকার। তাঁর সৃজনশীল কাজের ফাঁকে—এই সামান্য কর্ম, আমাকে তাঁর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ করে রাখলো। ইতি

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

দে'জ সংস্করণের ভূমিকা

এই পরিবর্ধিত সংস্করণের ভূমিকা প্রকৃতপক্ষে অবান্তর। প্রথম গ্রন্থ থেকে বেশ কিছু পদ্য বাদ দিয়ে নতুন অনেকগুলি পদ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে। চারবছর আগেকার ভারবি-প্রকাশিত বইটি দে'জ পাবলিশিং বের করতে আগ্রহী হলেন। এই চারবছরে অন্তত আমার দেড় ডজন পদ্যের বই বেরিয়েছে। তাদের কয়েকটির মধ্যে থেকে বেছে কিছু পদ্য, যা আমার মন্দ লাগে না, পড়তে, পুনর্মুদ্রিত করা হলো। বেশ কয়েকটি বই থেকে বাছাই করা সম্ভব হলো না, শুধুমাত্র বইয়ের প্রস্থ বেড়ে যাবে, এই ভয়ে। দাম বেড়ে যাবে। পরবর্তী কোনো সংস্করণে ঝাড়াই-বাছাই করে পুরনোর বদলে নতুন বসানো যাবে। প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছিলেন শিল্পী প্রকাশ কর্মকার। তিনি এখন কার্যব্যপদেশে এলাহাবাদবাসী। পূর্ণেন্দু পত্রী আমাদের দীর্ঘদিনের কবিবন্ধু। তাঁর দক্ষিণ-বাহু আমাদের বহু প্রচ্ছদপটে। আমার একার, বা আমাদের কোনো দুজনের না, বাংলা কবিতার বই তাঁর বর্ণলাঞ্ছন ছাড়া বেরুবার জো নেই। ইতি –

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

সূ চী প ত্র

হে প্রে ম হে নৈঃ শ ব্দ্য [প্রথম প্রকাশ · ফাল্গুন, ১৩৬৭

ঈশ্বর থাকেন জলে

অস্ত্রের গৌরবহীন একা

জ্বলন্ত রুমাল

ছিন্নবিচ্ছিন্ন

সুন্দর এখানে একা নয়

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

শ্রেষ্ঠ কবিতা

জরাসন্ধ

আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।

যে-মুখ অন্ধকারের মতো শীতল, চোখদুটি রিক্ত হ্রদের মতো কৃপণ করুণ, তাকে তোর মায়ের হাতে ছুঁয়ে ফিরিয়ে নিতে বলি। এ-মাঠ আর নয়, ধানের নাড়ায় বিঁধে কাতর হ'লো পা। সেবন্নে শাকের শরীর মাড়িয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।

পচা ধানের গন্ধ, শ্যাওলার গন্ধ, ডুবো জলে তেচোকো মাছের আঁশগন্ধ সব আমার অন্ধকার অনুভবের ঘরে সারি-সারি তোর ভাঁড়ারের নুনমশলার পাত্র হ'লো, মা। আমি যখন অনঙ্গ অন্ধকারের হাত দেখি না, পা দেখি না, তখন তোর জরায় ভর ক'রে এ আমায় কোথায় নিয়ে এলি। আমি কখনো অনঙ্গ অন্ধকারের হাত দেখি না, পা দেখি না।

কোমল বাতাস এলে ভাবি, কাছেই সমুদ্র। তুই তোর জরার হাতে কঠিন বাঁধন দিস। অর্থ হয়, আমার যা-কিছু আছে তার অন্ধকার নিয়ে নাইতে নামলে সমুদ্র স'রে যাবে শীতল স'রে যাবে মৃত্যু স'রে যাবে।

তবে হয়তো মৃত্যু প্রসব করেছিস জীবনের ভুলে। অন্ধকার আছি, অন্ধকার থাকবো, বা অন্ধকার হবো।

আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।

কারনেশন

প্রভেদ জটিল, অবগুণ্ঠিত সড়কে চাঁদের আলো
তাকে দিয়ো অই ফুলটি কারনেশন।
কতদিন তার মুখও দেখিনি, চেনা পদপাত পিছল অলক কালো
ও-ফুলের কথা ব'লো না কাউকে বুড়া মালঞ্চ,

মায়াবী সকাল ফিরে এনেছে কে, কে মঞ্জরীর অস্বচ্ছ আলোছায়ে
বাগানে ঘুরছে স্খলিত নিদ্রা, কেই-বা দুপুরে
ঘুমায় উষ্ণ বায়ুর বিলাসে ঝাঁ ঝাঁ গায়ে গায়ে
ফুরোয় দুপুর ফুরোয় সন্ধ্যা শুধু জলরেখা শুধু জলরেখা।

হাওয়া খোলে মাটি নীহার অরব পুকুরে শব্দ।
সারারাত ম্লান মেছো বক ছিলো পুকুরের পাশে
আমার মতন আয়নায় দেখে মুখ আর মন
যার কথা ভাবে সে কিসের রেখা জলরেখা নয়।
হয়তো সড়ক জমাট অন্ধ, কেন আলো ফেলো।
কেন আলো ফেলো অকারণ মৃদু চমকায় মন;
সাম্প্রতিকের যা দেবার আছে, নাও কেশে পরো
সে কারনেশন শাদা আর লাল, সে কারনেশন।

নিয়তি

বাগানে অদ্ভুত গন্ধ, এসো ফিরি আমরা দু-জনে।
হাতের শৃঙ্খল ভাঙো, পায়ে প'ড়ে কাঁপুক ভ্রমর
যা-কিছু ধুলার ভার, মানসিক ভাষায় পুরানো
তারে রেখে ফিরে যাই দু-জন দু-পথে, মনে-মনে।

বয়স অনেক হ'লো নিরবধি তোমার দুয়ার···
অনুকূল চন্দ্রালোক স্বপ্নে-স্বপ্নে নিয়ে গেলো কোথা।
নাতি-উষ্ণ কামনার রশ্মি তব লাক্ষারসে আর
ভ'রো না, কুড়াও হাতে সামুদ্রিক আঁচলের সীমা।

সে-বেলা গেলেই ভালো যা ভোলাবে গাঢ় এলোচুলে
রূপসী মুখের ভাঁজে হায় নীল প্রবাসী কৌতুক;

বিরতির হে মালঞ্চ, আপতিক সুখের নিরালা
বিষাদেরে কেন ঢাকো প্রয়াসে   সুগন্ধি   বনফুলে।

তারে দাও কোলে করি অনভিজ্ঞ প্রাসাদ আমার
বালকের মৃতদেহ, নিষ্পলক ব্যাধি, ভীত প্রেম।
তুমি ফেরো প্রাকৃতিক, আমি বসি কৃত্রিম জীবনে
শিল্পের প্রস্রাবরসে পাকে গণ্ড, পাকে গুহ্যদেশ।

চিত্রশিল্প অনন্তকাল

খুকু, আমি সাধ্যমতো ছবিগুলো এঁকেছিলাম...
তুষার, জ্যোৎস্না, তাঁবুর পাশে ইতস্তত পোড়া কয়লা,
কাঁটার লতা, আমরুলের পুঞ্জ-পুঞ্জ নীল অম্লতা
সমস্তই এঁকেছিলাম...
বৃষ্টি   জোঁক   পুনর্জন্ম ম্লান আভাস
কয়েকজন গরিব ভালোবাসায় ছিন্ন পদ্মপাতা...
যে-গানগুলি তোমায় একা শুনিয়েছিলাম, প্রাচীন বয়স উভয়ত
আকস্মিক মুহূর্তের দেখা, ভিন্ন স্বরাট চাইবে জীর্ণ ছবি আঁকার
পুরোনো খাতাখানি।
কেলাসিত আনন্দিত গান ;
সমস্ত কি ভুলেই গেলাম শ্রোতাবর্তে প্রেমিক মুখচ্ছবি ?

পরস্ত্রী

যাবো না আর ঘরের মধ্যে অই কপালে কী পরেছো
যাবো না আর ঘরে
সব শেষের তারা মিলালো   আকাশ খুঁজে তাকে পাবে না
ধ'রে-বেঁধে নিতেও পারো তবু সে-মন ঘরে যাবে না

বালক আজও বকুল কুড়ায় তুমি কপালে কী পরেছো
কখন যেন পরে ?
সবার বয়স হয়   আমার   বালক-বয়স বাড়ে না কেন
চতুর্দিক সহজ শান্ত   হৃদয় কেন স্রোতসফেন
মুখচ্ছবি সুশ্রী অমন, কপাল জুড়ে কী পরেছো
অচেনা, কিছু চেনাও চিরতরে ।

শৈশবস্মৃতি

বর্ষার ভ্রূ-লতা দুলতো, কনীনিকা দৃষ্টিপাতমালা
মুখখানি কে ভাসাও জলজ লতার মতো স্নিগ্ধ
পদতলে বিপর্যস্ত প্রেমাচ্ছন্ন দুঃখী গাছপালা
প্লাবন ভাসাও মুখ চারিদিকে সমুদ্র-সন্দিগ্ধ ।

একজন প্রেমারূঢ় অন্যে পোড়ে কর্কশ রুচিতে
গরমে সুমিষ্ট ফল, বাকি সব পানীয়-কামার্ত
শূন্য, প্রৌঢ়, বিলম্বিত, উৎসবে যে-শোকের সংবিত
ব'য়ে আনে তার গান সম্মেলন, স্ফটিক, পরমার্থ ।

দুর্গম···কে নিয়ে যায় নীলকান্ত জলস্রোতে···প্রেমে,
বর্ষার ভ্রূ-লতা তার মুছে যায়, আভাসিত থাকে
পশ্চিমা ছটায় ঘন কেশ যেন উন্মোচিত ঝর্না ।

কে পশ্চাতে বেদনার গান গাও, নিন্দিত প্রৌঢ়তা
প্লাবন, ভাসিয়েছিলে বিহ্বল যৌবন কোনোদিন
কে স্মৃতি নীলাভ শ্যাওলা ডোবা বাড়ি দুঃখী
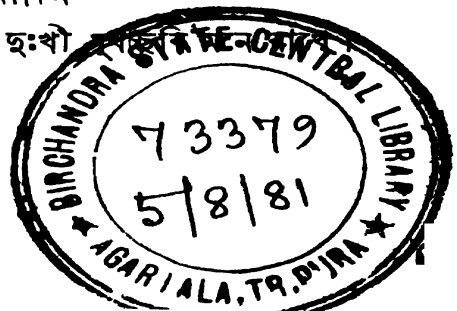
চতুরঙ্গ

খুব বেশি দিন বাঁচবো না আমি বাঁচতে চাই না
শস্য ফুটলে আমি নেবো তার মুগ্ধ দৃশ্য
নিজস্ব গৃহে প্রজ্ঞা বসিয়েছি প্রায়ান্ধকার
কিছু-কিছু নেবো কিছুদিন বেশি বাঁচতে চাই না।

এই অপরূপ পৃথিবী, সেদিকে যাবো না মিথ্যা
বাসনা যেমন চঞ্চল তার নিশানা জানি না
রমণী কখন প্রিয় করে হা রে হৃদয় জানে কি
তবু বেশি দিন বাঁচবো না আমি বাঁচতে চাই না।

শুধু যা দৃশ্য, অন্তঃস্থল যে খোঁড়ে খুঁড়ুক
ভাসমান নদী ভাসাও নৌকা ভাসাও নৌকা
যৌবন যায়, চ'লে যাবো আমি ; চাষা বা ডুবুরি
ক্ষেতে সংসারে অক্ষয় বাঁচো দৃঢ় জলৌকা।

আহা বেশি দিন বাঁচবো না আমি বাঁচতে চাই না
কে চাইবে রোদ আচিতা অনল, কে চিরবৃষ্টি ?
অনভিজ্ঞতা বাড়ায় পৃথিবী, বাড়ায় শাস্তি
প্রাচীন বয়সে দুঃখশ্লোক গাইবো না আমি গাইতে চাই না।

জন্ম এবং পুরুষ

আবার কে মাথা তোলে ফুলে ফেঁপে একাকার চাঁদ
সাধ হয় মাথা তোলে ফাঁসা মাথা একাকার মাথা
গহ্বরে মাংসের বিড়ে মাড়ি মৃত ফুল রক্তপাত
আগায় দুপাড় পিছে·· শুক্ত লাল ছিলা লাল, লাথি
ভাঙে ঈশ্বরের মুখ, বোঁচা নাক, সহসা সিন্দুক
খুলে গেছে, দুমড়ে গেছে ; ক্লান্ত শাদা হা ঈশ্বর, ভেক

ছিটিয়ে পড়েছে রাশি, শাদা পেট উল্লুক চৌতাল
মরা উরু মরা মাছ কুঁচ সাপ কাঁকা নাল ভাটা
বুকের বনাত খাদ মুচিভাব দারুণ গরম
শক্ত লোহা শক্ত দুধ একাকার বিষাক্ত বলক
কে চুঁয়ালে মুখে নেবে। শয়তান ও অসম্ভব চূড়া
অচেনা সহসা, ফোলা ফোলা সব ফোলা অন্ধকার।

যোনির মাড়ির খিল হাট-করা, বেহায়া পাংশুতা
পুচ্ছ গোল নীল পুচ্ছ···হাহাকার, কি মুখে তাকাও
ক্ষুরে ঘা নালি ঘা মুখে কোষ্ঠাকার মৌচাক ধুলায়
মক্ষিহীন পুরাতন, কে ছোঁয়ায় উরুদেশে প্রেম
দ্বিধা, খসে নাভি হৃদি আজীবন, হে রম্য পুতলা
তোমার বন্ধনে রাত মৃতদিন উত্তেজনাহীন হে সমস্ত
কুরূপ ছোঁবে না পাপী বিমর্ষতা ঈশ্বরে ভজাও, নিশিদিন···
বড়ো জ্বালা জন্মের প্রখর জ্বালা ফোটালো বৃশ্চিক
প্রেতিনী মায়ের মুখ স'রে যায় বালুচরে তালুচরে জলে

বাহির থেকে

বেরিয়ে পড়ো হাওয়ায় ও-যে পায়ে পড়ছে এসে
এমন রাতে ঘুম ভাঙাতো স্বপ্নাতুর চোখ
ঘরের ভিতর হাওয়া খেলতো আলুল কালো কেশে
ফুটে উঠতো ফুলের বাগান, যেতে হ'তো না।

জানতাম না চূড়া পাঠায় হাওয়ার শান্ত সৈন্য
কেয়ার নিচে যদিও বাড়ে হাওয়ার ভারি ফণা
বুড়ো দেয়াল ঢেকে রাখছে যৌবনের হল্‌কা
বেরিয়ে পড়ো হাওয়ায় তোমায় চিনতে পারবে না।

বেরিয়ে পড়ো হাওয়ায় হাওয়া বাইরে থেকে আসছে

শবযাত্রী সন্দিগ্ধ

মড়া পোড়াতে যাবো না বৈকুণ্ঠ, আমরা কি মরবো না।
খোল ভেঙে দে বেতাল ঠেকায় চোখে টলছে হাজার চন্দ্রবোড়া
কালরাতে যে-সাতপহর গাওনা হ'লো, তর্জা কাপ কবি
বিলেতবাতি ঝুললো, পোকা, লোকলস্কর। কেউ ডেকেছে। কেন
আমরা কেউ ম'রে গেলেই সঙ্গে যাবো তেমনটি করবো না।
সাধলে কবি সাতপহর মেলায় গিয়ে গান বাঁধবে নানা
আনন্দ কি বৈতরণীর অন্য পারে বিন্দু পাওয়া যাবে।

ঝর্না

সারঙ্গ, যদি ঝর্না ফোটাই তুমি আসবে কি   তুমি আসবে কি
সন্তর্পণ পল্লব দোলে এত অজস্র বন্ধু হাওয়া
গাছের শিরায় ফেটেছে নূপুর অমন নূপুর জলে ভাসবে কি।
পাহাড়খণ্ড   পাহাড়খণ্ড ওর নৃত্যের দোষ নিয়ো না হে।

অলস-অলস ভালোবাসা তুমি নদীপথ আঁকো নখে-নখে, তীরে
দাঁড়িয়ে পড়েছে শাদা গাছগুলি, উৎঢৌকন সবুজ জড়োয়া
দেখছো না কেন   তুলছো না কেন   তবু যে পুলিন জল মেশে ধীরে
কোথায় মেশে না ? পাহাড়খণ্ড   ওর কোনোদিন দোষ নিয়ো না হে

তৃষ্ণা জড়ায় পাকে-পাকে আহা সারঙ্গ এসো ঝর্নাপ্রান্তে
মাইল-মাইল ধুলাবালি ওড়ে অচ্ছায় যত গাছের পাহারা
মুছে যাবে তার নূপুরে, নৃত্যে, শুধু জল টানে পিপাসু ভ্রান্তে
ও ঝর্না ওগো ঝর্না তাহাকে ভালোবাসবে কি   ভালোবাসবে কি ?

অতিজীবিত

বাগানের গাছটিও বাড়বে রোদ্দুরে বৃষ্টিতে
আমার ফুল ফুটবে তুমি সৌরভ পাবে না
পুকুর ভাসবে সবুজ পানায় নিরুৎসুক দৃষ্টিতে
মুখ আমার ভাসবে আলোয় গৌরব পাবে না

একা-একাই তোমার বোনা গাছটি দেখবো ফুলটি দেখবো
বাগানে কোনো বড় গভীর ছায়ার তলায় ঘুমিয়ে পড়বো
জল আসবে বৃষ্টি আসবে ভাসবে দেহ   সে-ও আসবে
শশাকুচির আমবাগানে তোমার স্পর্শ রাখবে না।

নতুন হাত নিড়ুনি করবে এধার-ওধার দু-চারটি ঘাস
পুঁই তুলবে, মাচা বাঁধবে কুমড়োলতা মাখবে না
পুরোনো নষ্ট শর্করায় নতুন কালো গাভীর পীযুষ
আমি মানবো সাপটে ধরবো নতুন বাগান, নতুন গাছটি
বেঁচে উঠবো সরল ঋজু রোদ্দুরে বৃষ্টিতে।

প্রত্যাবর্তিত

নিরস্ত্রের যুদ্ধে যাই   শস্ত্র হয় মন।
অন্ধকার পিতার চোখ, আকন্দের আঠা
চুঁইয়ে পড়ে মায়ের গালে, ধাতুর দর্পণ
আমাকে করো ঘাতক, বেঁধো তীক্ষ্ণধার কাঁটা
চক্ষে   আর জিহ্বা কাটো অক্রূরের বাণে
আমাকে দাও হত্যা করি আমার সন্তানে।

মন আমার অস্ত্র হয় অন্ধকার বাধা
তার কঠিন হৃদয়ে মারি ঘুম ভাঙার ঘা

অঙ্গ আমার অবশ হ'লো কঠিন হ'লো কাঁদা
অন্ধকার বললো জেগে, এবার ফিরে যা।

অজগরের মাথায় জলে মণির মতো ভোর,
ক্লান্ত বীর এবার ফের ফেরার ঘরে তোর
মা হয়েছেন ফটিক জল, পিতা জোনাক পোকা,
ভিটের ভাঙা ধুলোয় কাঁদে ছাতার-পাখি একা

অন্ধকার তারার চোখ আকাশ পোড়া সরা
ভাগ্য কালো কাকের গা, ক্ষুধার অন্ন জরা।

বাগান কি তার প্রতিটি গাছ চেনে ?

আমার ভাবনা হ'লো বিশাল বাগান কেমন ক'রে মনে রাখবে
প্রতিটি গাছে পাখিরা আসছে, প্রতিটি দুঃখ
আলোর মান্য উষ্ণতায় মেওয়া ফলের মতন স্বাদু।
ভাবনা হ'লো
গাছের-খাই-তলার-কুড়াই মানসিকতা
সুখের যত বিপুল জড়ো কুড়িয়ে নিতে ঝুড়ি এনেছে।
বয়স হ'লো
আলোর আঁচে রাঙা ফলটি এবার দেখছি কোনোরূপেই নিকটবর্তী নয়

ভ্রান্তি

জল যায় রে শিলা আমার বক্ষপট দহে
সলিতালতা রূপসী পোড়ে নিবিড় তরী ভ'রে
ফেরা ভালো ফেরাই ভালো, বাতাসে কত সহে
দহনভার ভস্মভার মরীচিভার মালা ?

রাখো কোথায় ? ছিন্নপট বিনা-হৃদয় জুড়ে
হে শিলামালা চরণমূলে রাখিবে ধ'রে যদি
ফিরায়ো না সে শুভ্র হাঁস নখরাহতে ধীরে
নভোছায়ায় মগ্ন যেথা লুটায় রেখা-নদী ।

জল যায় রে এমন দিনে চাঁচর মুখপানে
তারাভিলাষী মাতাল শুক ফেনাবগাঢ় রাতে
পুড়িয়া মরে মান্দাসিনী ছুঁয়ো না মায়াভানে
চরণমূলে চিহ্ন থাক্ শিলাবনত প'ড়ে ।

তোমায় কিছু দিয়েছিলাম, প্রীতির ছায়াতলে
নীলাঞ্জন, ঝরিয়া গেলে রম্য চিতাপটে···
চমৎকার বারুণীগতি   আছো তো সখা ভালো ?
বাতাসে তার চমৎকার ভস্মভার মরীচিভার শূন্য নদীতটে

মুকুর

মৃদঙ্গ বাজত দেখি নাচত চন্দন
কুলশীল জানা নাই রসাবিষ্ট যত
মেলার আলোক নৃত্যপটে মেলার আঁধার বন
হারালো বন হারালো আলো   মৃদঙ্গ নাচত রে ।

খসিল মৌচাক তারা উচ্ছ্রিত জোছনা রে
তুমি চন্দন ভোলালে ঘর জনমসুধার ধারা
ধরিলে জোনাকে চন্দন   ধরিলে জোনাকে হে
অভ্রফুলে ভাসিল গান বিপথগান বাঁধনহারা ।

প্রভু হে কেন শুকালো ফুল, মুড়ালো গাছ, পীতল মালা
দরদী মুখে মলিন হাসি বুঝিনি ছল শিল্পকূট

প্রিয় আমার নিয়েছো সব, ভ্রান্ত কর, নীরব, নুলা
স্বপ্ন নাও স্মৃতিও নাও পদ্ম নাও অক্ষিপুটে ।

মৃদঙ্গ বাজত না রে নাচত চন্দন
চলো চন্দন মেলায় যাবো শূন্যমেলা চিতল ভঙ্গ,
নীরবে থেকো হে তারা সখি আঁধারতম আঁধার বন
নুলা হাতের পাতকী নাচে তুমিই তো মৃদঙ্গ রে ।

নিমন্ত্রণ

কোথায় থেকে তোমার ডাক শুনতে পেয়ে এলাম গতকাল
আমায় কেন ডেকেছো তাই বললে হেসে-হেসে
এমন সময় আবার এলো তেমন বৃষ্টি মাঠে
ক্ষেতের পর ক্ষেত ফুরালো, খামার, জঞ্জাল।
এবার তোমার পিছনপানে আকাশ, আমি বৃষ্টি ফেলে :

তুমি যেমন তেমনটি আর কোথাও কিছু নেই
তুমি যেমন, অপার জ্যোৎস্না ঝরিয়ে যেতে পারো ।
চারিদিকের ক্ষেত-খামার ঝর্না হ'য়ে যায়
তুমি যেমন তেমনই ঠিক, এই তো: চ'লে যাই
আকাশ, তোমার আর্শিখানা পড়শি-কুটুম রাখলো নিজের হাতে।

পাবো প্রেম কান পেতে রেখে

বড়ো দীর্ঘতম বৃক্ষে ব'সে আছো দেবতা আমার।
শিকড়ে, বিহ্বল-প্রান্তে, কান পেতে আছি নিশিদিন
সম্ভ্রমের মূল কোথা এ-মাটির নিথর বিস্তারে ;
সেইখানে শুয়ে আছি মনে পড়ে, তার মনে পড়ে ?

যেখানে শুইয়ে গেলে ধীরে-ধীরে কত দূরে আজ।
স্মারক বাগানখানি গাছ হ'য়ে আমার ভিতরে
শুধু স্বপ্ন দীর্ঘকায়, তার ফুল-পাতা-ফল-শাখা
তোমাদের খোঁড়া-বাসা শূন্য ক'রে পলাতক হ'লো।

আপনারে খুঁজি আর খুঁজি তারে সঞ্চারে আমার
পুরানো স্পর্শের মগ্ন কোথা আছো ? বুঝি ভুলে গেলে
নীলিমা-ঔদাস্যে মনে পড়েনাকো গোষ্ঠের সংকেত ;
দেবতা, সুদূর বৃক্ষে, পাবো প্রেম কান পেতে রেখে।

অসংকোচ

মাঝখানে পথ নেই, শুধু সম্ভবত কিছুক্ষণ
ঝর্নার নির্মল জল ধুয়ে যায় উদ্গত স্তাবকে।
এ-কোন্ বিকালবেলা, মায়াবী এ-কোন্ সন্ধ্যাকাল ?
তুমিও পাথর থেকে স্ফটিকধারার মতো ঝুঁকে।

তুমি কে, তুমি কে নীল, অক্লেশ-ভরানো অনুপম,
স্মৃতির নির্ভাঁজ ঢেউ মুছে কিবা লুকানো প্রান্তরে
ঝর্নার মতন ক্রূর, পুণ্য কত নিষ্ঠুরতা জানে
এ-তীর তরণী-শূন্য, কেন পার হবো বনান্তরে ?

আমার দুরাশা, খুঁজে ভিতরে বাহিরে এই পথ
মিলেছিলো শুধু, আর ধূ-ধূ উদ্বেলার সারস
নিভৃত কবিতা, মৃত নিশ্চিত, উদ্বেগহীন শ্লেষ।
মাঝখানে ছিলো পথ প্রতিভার দুর্নিরীক্ষ্য ক্ষত।

ফুল কি আমায়

আলস্যে এ কি ভাঙা-অভাঙায় মেলানো আমার।
স্পৃহায় ক্লান্ত মর্ত্যভূমির সীমানায় দেখি
রেখার আঁধার ধারাবাহিকতা চায় না আলোরে ;
ফুল কি আমায় অমোঘ মুঠায় ফিরে যেতে বলে ?

মনে হয় কোনো সমূহ হরিণ পিছোয় যেদিকে
আমরা যাবো না
আমরা শুধুই নাচতে থাকবো, পাহাড়-তলায়, ঝর্নার ধারে
চূড়ায়-চূড়ায়, বাঁকা ভুল-পথে নাচতে থাকবো আমরা শুধুই,
ফুল কি আমায় অমোঘ মুঠায় ফিরে যেতে বলে ?

অন্ধকার শালবন

কোথা ব'সে ছিলে ? যাবার সময় দেখছি শুধুই
ঝরছে পাতার শিখর-গলানো কার এলোচুল।
অবসাদ আর নামে না আমার সঙ্গে থেকে,
ছুটে কে তুলিলে শালবন, ঘনবন্ধন চারিধারে ?

ফিরেছি, তোমায় দেখবো, তোমায় দেখতে পাচ্ছি
হয়তো তোমায় ; স্ফটিক-জলের মতন বেঁকানো ;
কানের পাতার তল ব'য়ে ওড়ে চুলের গুচ্ছ,
তোমার আলোই তোমায় মধুর করেছিলো একা।

বন্ধু আমার, বাদামপাতার শিখরে লুপ্ত
সময়, হে মৃত ডুবো বিষণ্ণ ত্রস্ত মুখোশ
উড়ে চ'লে যাও, কে নেয় আমার সকল লিপ্সা
পশ্চিম দিকে ? কে গো তুমি ব'সে মুখর বিরহ ?

ব'সে আছো•হায়, আত্মার মাঝে জড়ানো পশম,
টেনে নিয়ে গেলে দৃষ্টি, যেখানে মর্মতলে
কেউ জেগে নেই, যথা দিন তথা সন্ধে থেকে—
কেউ কি জাগালে শালবন, বাহুবন্ধন চারিধারে !

পিঠের কাছে ছিলো

পিঠের কাছে ছিলো শ্যামল আসন
কবে তোমার করুণ অঙ্গুলি
তুলে ময়ূর অথবা রাজহাঁস
মমতা-ভরে দেখিত অপলক ।

বুকে আমার, হৃদয়ে বেলাভূমি
তুমি কি মাথা তুলিবে জল থেকে ?
শ্যামলিমার মালিনী, হাতে কই
শিরভেদী কুরুশ-কাঁটাগুলি ?

ছায়ামারীচের বনে

হৃদয়ে আমার গন্ধের মৃদুভার,
তুমি নিয়ে চলো ছায়ামারীচের বনে
স্থির গাছ আর বিনীত আকাশ গাঢ়
সহিতে পারি না, হে সখি, অচল মনে ।

হারা-মরু-নদী কী দুঃখ অনিবার
ভরসা ফলের পাত হৃদে বড়ো বাজে
গহন শোকের হাওয়া ঘেরে মরি-মরি
বরষা কখন ঘন মরীচিকা সাজে ।

হে উট, গভীর ধমনী, আমারে নাও
যোজনান্তর কাঁটাগাছ দূরে-দূরে
আরো বহুদূরে কুয়োতলা কালো জল —
হে উট, গভীর উট নাচো ঘুরে-ঘুরে।

কী ধার উজ্জ্বল অবিরত টিলা পড়ে
টিলা নয় যেন বঁড়শি, টিয়ার দাঁত।
অচল আকাশ ছাড়ে না সঙ্গ, জড়ে
বাঁধা থাকে মৃত ভায়োলিন বাড়ে রাত।

ফুটো তাঁবু লাগে পাঁজরে, ফাঁদরো ভুলি,
বুড়ো বেদুইন খরমুজ খায় দেখে
বলি, বড়মিয়াঁ, যাবো সে কমলাপুলি
নিশানা কী তার ? চাঁদ ছিলো চাঁদে লেগে

সেনেট ১৯৬০

তোমাদের শেষ নেই, যবে শুরু ফসলক্ষেতেও
বুক ভ'রে গর্ত খোঁড়া, একপ্রান্ত মেলানো পল্লীতে।
মরাই, গুদোম কিংবা আট চালা অতিপ্রাদেশিক ;
ইঁদুর, বিহগশ্রেষ্ঠ গান করো কাতারে, সিঁড়িতে।

হেম্‌লিনের বাঁশিঅলা, এ-সশব্দ কলকাতা আমার
সানাইয়ে সংগীতে যন্ত্রে ট্রিস্টানের নবম সিম্ফনি
কতদূর যাবে, এ-যে ঢের বড়ো সমুচ্চ বিহার
সেনেটের শতপ্রান্তে মেথি খোঁজে ইঁদুরের শ্রেণী।

তোমার সারা গা বড়ো ধুলো-মাখা, বড়ো কষ্টকর
তোমায় আলাদা ক'রে দেখা স্তব্ধ অন্ধকার থেকে ;

অথচ তীরের চেয়ে স্বচ্ছগতি, চেতনা তোমার
আধুনিক, নিষ্ঠুরতা যত জানো, কেবা তত জানে ?

রাজবাড়ি দেখা যায়, রাজা ঐ সিংহের আড়ালে
র'য়ে গেছে, বহমান, পারায় ধাতুতে স্তব্ধ-থাবা
সেনেটের, হে পাণ্ডিত্য, তুমি ক্ষিপ্র ইঁদুরের গালে
গ্রন্থের বদলে দিচ্ছো, দীর্ঘ শক্ত দুর্গের কাঠামো।

পাণ্ডিত্য এমনই শুধু ব্রাহ্মণের উদ্বৃত্ত-উদ্বেল
বাংলাদেশের মতো এত বড়ো সুস্নিগ্ধ গড়ন।
আজ সূক্ষ্মতর তৃষ্ণা তুলে ফেলছে স্ট্রিম্‌লাইন্‌ড বাড়ি
কুপিয়ে বুকের মাটি সাধ্য করে সংযোগ স্থাপন।

তোমাদের শেষ নেই, তৎপর কর্ণিক নিয়ে হাতে
সংস্কারপান্থ, হে বন্ধু, ভেঙে যাচ্ছো পুরোনো কলকাতা।
সেনেটের ষাট সাল বুকে তুলবে তুলসীধারা রাতে
সহসা ঝড়ের মাঝে আশ্রয়ার্থে দেখবো না তোমায়।

আজ বড়ো দুঃখ হ'লো, হয়তো তুমি মনেও পড়বে না
সেনেট, মাথার 'পরে শুধু কিছু সংবাদ-কাগজ
উড়বে কিছুদিন, ভুলবো, সন্ধ্যা থেকে রাতের ঠিকানা
জ'পে ফিরবো নিজবাড়ি, চার বন্ধু ছিন্ন চতুর্দিকে।

কখনো বুকের মাঝে ওঠে গ্রীস

কখনো বুকের মাঝে ওঠে গ্রীস
শিল্পের দক্ষিণপার্শ্ব ভ'রে কালো নীরব তুহিন জ'মে যায়।
রুদ্ধ অভিমান করস্পর্শে যে মোছাতে পারে
সেই অনাবশ্যকতা আমায় একাগ্র রেখে
একদিকে চ'লে গেছে।

অতগুলি বাগানের তীব্র ফল, আমি একা
অস্ত্রের গৌরবহীন
প'ড়ে আছি।

তুমি আজো ভীত আজো রুগ্‌ণ হয়ে ওঠো।
চাদরের নিরুপম তপ্ত দুঃখে শিমূলের মতো
তোমায় আচ্ছন্ন রাখি, হে বিষণ্ণ মহত্ত্বরহিত মাতা
তোমাকেও।

অতিশয় প্রেম নানাদিকে যায় পথিকের ।
আর স্তব্ধ লোভ তবু গ্রীস যেন অমল মুকুট তুলে ধরে
অতগুলি বাগানের তীব্র ফল, আমি একা
অস্ত্রের গৌরবহীন
প'ড়ে আছি।

আঁচলের খুঁট ধ'রে গ্রাস করবো

আঁচলের খুঁট ধ'রে গ্রাস করবো ও ভয়াল দেহ
সমস্ত কাপড়-সুদ্ধ পিঠময় ছড়ানো সংক্রাম
চুলের
কী করবে তুমি ? অলস প্রস্থিত রৌদ্রসম
ক্ষেতের সীমায় প'ড়ে বালুকায় রেখে শান্ত মাথা ?
যে-হৃদয় খেতে চাই তারে কি পায় না এইরূপে
কেউ, কোনোদিন, গিলে শক্তিমান রাক্ষসের মতো
অথবা ভূতের মতো স্পর্শে-স্পর্শে বাষ্পীভূত ক'রে
কিছুতেই —
সে কি থাকে ভগবান তোমার ভিতর ?

ভুলে যাবো একদিন, এ-কথায় স্পর্ধা থাকে থাক্‌
ভুলে যেতে হয় যদি তোমাকেও, হে ডুবো শরীর
চাড়া দিয়ো বুকে, নখে-দাঁতে খুঁড়ে ফেলো পিঠভর
উদোম সড়ক, পারো চ'লে যেয়ো ক্রূর হাত ধ'রে।
কী তবু কামনা বাকি, আজো কেন তৃষ্ণা নাহি সরে-
কিছুতেই ;
সে কি থাকে ভগবান তোমার ভিতর ?

মিনতি মুখচ্ছবি

যাবার সময় বোলো কেমন ক'রে
এমন হ'লো, পালিয়ে যেতে চাও ?
পেতেও পারো পথের পাশের নুড়ি
আমার কাছে ছিলো না মুখপুড়ি,
ভালোবাসার কম্পমান ফুল।
তোমায় দেবো, বাগান ছাখো ফাঁকা
তোমায় নিয়ে যাবো রোরোর ধার
তোমায় দেখে সবার অন্ধকার
মুছতে গেলে সময়, আমার সময়।

ফিরে আবার আসবো না কক্‌খনো
তোমার কাছে ভুলতে পরাজয়।
সবাই বলতো, ইচ্ছেমতন এসো
অমুক মাসে, বছরে দশবার !
তুমি আমায় বললে, এসোনাকো
জীবনভর কাজের ক্ষতি ক'রে।

আমারও চেতনা চায়

সব শেষ, আমারও চেতনা চায় ডুবে যেতে—
মন্থর আত্মার মতো, অথবা কাঁথার মতো ছেঁড়া।
রোগের কাঁটা ও গাছ মূল-সুদ্ধ, চেয়ে, হাত পেতে
আমারও চেতনা যায় ডুবে যেতে, আরোগ্যের সেরা,
জলে।

কী রোগ তোমার? তাই ফুলবাগান থেকে দূরে আছো।
হাটের হাসির থেকে ক্রোশখানেক নিষ্ক্রান্ত প্রান্তরে—
কী রোগ তোমার? ঐ পরিকীর্ণ বিস্তৃত বটগাছও
মুড়ে মগ্ন বারোটার সমক্ষয়ী একহারা গড়ন?

সব শেষ, আমারও চেতনা চায় নিভে যেতে—
চোখের দর্পের মতো, অথবা শোভার মতো স্মিত।
বিষের তরল লাক্ষা বুক জুড়ে, সহস্র পা পেতে,
হাঁ ক'রে, জ্বালিয়ে জিভ, ছাই হ'য়ে দমকা ঝড়ে স্ফীত
আমারও চেতনা চায় উড়ে যেতে তোমার শান্তির
মুখশ্রী যেখানে ভালো।

বদলে যায় বদলে যায়

বদলে যায় বদলে যায়—বদলে যেতে-যেতে
একটি ইঁদুর থমকে দাঁড়ায় খড়বিচুলির ক্ষেতে
বলে, আমার স্বেচ্ছা সাধ্য সব নিয়ে এই কাঙাল
হাওয়ার মধ্যে ঝাঁট দিতে চাই বিশ্বভুবন জাঙাল
এবং তাকে জড়ো
করি চূড়োয় আকাশস্পর্শ ইচ্ছা এমনতরো।
বদলে যায় বদলে যায়—বদলে যেতে-যেতে

একটি মানুষ থমকে দাঁড়ায় জীবনে হাত পেতে
দিনভিখারি বাউল বলে, ইচ্ছামতন পারি
বদলবন্ধ কাল কাটাতে…কিচ্ছু না রাজবাড়ি
এবং ভাঙা ঘরও
শুধু বাঁধন, বদলে-যাওয়া মূর্তিতে রঙ করো।

উৎক্ষিপ্ত কররেখা

[অংশ]

এই বেদনার কপট কাঁধে আগ্রীবা মুখ গুঁজে
আমি তখন, তোমার নাম আমার নাম মিলিয়ে দেবো
আমি তখন বুকে রাখবো ভীষণ গর্ত খুড়ে।

গোলাপ এমন ক'রে পথে পথে ঘুরো না প্রত্যহ

…চোখে তাম্রনীবি
বার-বার খুলে যায়, কুয়াশা, ভয়াল লালরেখা
ফুলের বোঁটায় পাংশু মাতৃমুখ।

…মনে পড়ে, বুকের ভিতর
যে-স্বপ্ন সমাধি হ'তে মাথা তোলে, আমি বাসনার
সব রস তারে দেবো ; মুখখানি মোছাবো পুরানো
আনো তারে চাই চাই, স্বপ্ন থেকে ক্ষুধার্ত হৃদয়ে।

এখন আমার কোনো কাজ জানা নাই
যা ল'য়ে বসিব পশ্চিম বাগিচায়
পশমের বল গড়ায়ে ফিরিবে সেথা
তাড়া করিব না নিভস্ত রৌদ্রেরে।

৮

ভীত প্রেম বুকে জড়ো, কোলাহল ওঠে নখ থেকে।

৯

পৃথিবী আবৃত ক'রে শুয়ে সেই গর্হিত বালক
খোঁজে এ-ক্লীবের দেহে, অভ্যন্তরে, মহান শূন্যতা।

১০

কোন্ দেবতার শব এত শুভ্র তোমার কণ্ঠার মতো ?
বহুকাল দুটি ডিম অনিষ্পন্ন রয়েছে বাহুতে—
এই ভ্রষ্ট কবি ছাখে, উতল আপেল বাগানের চেয়ে বড়ো

১১

সার্থকতা নয়, যদি সফলতা তোমায় প্রতিষ্ঠ
করে লোকালয়ে, আমি চিরদিন কুকুরের গলা
জড়িয়ে, আঁধারে ব'সে, পচা মাংস নিয়ে একদলা
ঝগড়া করবো, যুদ্ধ করবো প্রাণপণ।

১২

চিৎপুরের ট্রাম থেকে উড়ে যায় একঝাঁক হাঁস
গঙ্গায়, এ-ভোরবেলা কে পরাও উড়ে বামুনের
চন্দনমিলিতলিপি, মুখে কন্ধা, আমি ধর্মদাস
খালি পা, উদোম গাত্র···

১৩

শনিবারের বিকেল, আমি তখন থেকে দেখে আসছি
একটি হাত একটি মাত্র   বুকে আমার নানান পাত্র
তার মাঝেই ছেলেবেলার একটিমাত্র রাঙা বাদামপাতা।
আর কিছুর মানে হয় না, তার কিছুর মানে হয় না, শুধু
একখণ্ড আমার করে ধূ-ধূ, করে ধূ-ধূই অকারণে।

১৫

স্বপ্ন কি পায় না খোঁজ ? এই আধা-আঁধারে হৃদয়
হাঁ ক'রে কীটের মতো প'ড়ে আছে।   স্বপ্ন কি এমনই ?

১৬

স্বর্গের চেয়েও কাছে প্রান্তরের অনুপম ডানা
আমি যাবো। অন্তর্গত তার, বক্ষোগত
আলোর সোনার বল।
পূর্বটিরে কোনোদিন পাঠাবো না পশ্চিম চূড়ায়

১৭

সহসা আগুনে পুড়েছে সাতটি মুখ
কোন্‌টি আমার বুঝতে পারি না দেখে।

১৮

লাগে ভালো মিছে উল্লোল চারিদিকে
কোথায় মুকুট ? কোথা স্বর্গীয় জয় ?
পরিকল্পনা মূলে কি ছিলো না ফিকে
জ্যোৎস্নায় নেচে জ্যোৎস্নায় ফিরে যাওয়া ?

১৯

ঈশ্বরের বুক থেকে কে দ্রাক্ষা মোচন করে রোজ
তীর্থংকর, সে কি আমি ?

সে কখন দুর্লভ সুখে গলে গলে শূন্যে পৌঁছালো। অনঙ্গার অন্ধকারের পিঠ তীক্ষ্ণ নখরে বিদ্ধ করতে করতে খোঁজায় রত হলাম তার। সে আমার পার্শ্বে ছিল ভ্রমরের স্বরের মত মধুর, সে আমার পার্শ্বে ছিল স্বর্ণনিভ শরীরের শাখায় সুখ বেঁধে। স্পর্শে তার শীতল সমুদ্র ছিন্ন করে রক্তিম কামনার দ্বীপের মাথা হঠাৎ রোদ্দুরে ধুয়ে গেছে কতদিন কতরাত্রি। তাই সে যখন দুর্লভ সুখে গলে শূন্য, অনঙ্গার অন্ধকারের পিঠ তীক্ষ্ণ নখরে বিদ্ধ করতে করতে খোঁজায় রত হলাম তার।

রুদ্ররুক্ষের পথ আর নির্জন পবনপদবীর তলে কঠিন পবতের মত অভ্রংলিহ আমার শরীরের পুরুষকে পেতে দি'। এপাড় মনসা ওপাড় ছিন্নকন্দ পলিত তৃণের আসন, ধবল ধুলার গন্ধ, সত্যাগ্রহীর মন্ত্রের মতন শীতল নিরুৎসুক শূন্যভার বোধি, অলস রোদ্দুরের দীপন প্রাগৈতিহাসিক হিংস্র ক্রোধের আয়ুধে আমায় বিদ্ধ করে, ক্ষার করে আমার সংগীত প্রসন্ন শরীরের বিভা। তবু তার অনঙ্গার অন্ধকারের প্রতীপকে শাণিত নখরে বিদ্ধ করবো বলে কঠিন হই। বিপ্রতীপে রুক্ষরুচি পর্বত, নিপাখি নির্পতগ আকাশ, কঠোর-কান্ত শিলাশৈলের ভিতর থেকে কুটিলক্রোধ হর্যক্ষ হয়ে ধ্রুব। তখন আমি ঘনভার অন্ধকারের পিঠ তীক্ষ্ণ নখে বিদ্ধ করবো বলে উদ্যত হই।

আমি তার ভালোবাসার শব গ্রহণ করলাম এক অক্ষম জরদগব পাহাড়ের নিচে। গ্রহণ করলাম ভয়। ছিন্নপক্ষ গগনভেরীর বিরাট বিপুল ডানার ভয়, তিতিরের করুণ স্বর, তেচালা ধনেশ বাজ পাখির মর্মন্তুদ্ মৃত্যুর প্রত্যক্ষকে। গ্রহণ করলাম আর গ্রহণ করলাম রুদ্র কিরণময় আকাশের পানীয় সর্বদেহে। ভূমির উপর শ্মশানের দহনান্ত দারুর মত ফণিমনসা, উন্নত তৃণের অধবল— ধবল শরীর আর আমি যার ভালবাসার শব গ্রহণ করলাম, তাকে স্পর্শ করতে ভয়।

পচনের কোমল বিন্দুগুলির পর যবের মত শ্বেত লঙ্কাফলের মত কৃশ আর পরাগের মত হরিদ্রার কুঁচি কীট চলে চলে ঘুরছে। স্তনের পর, চোখের পর, যোনির পর। আর রেশমের মত নরম তনুরুহে বৃত সুঠাম যোনিমণ্ডল কোনো শ্রাবণকৃষকের পায়ের মত। নাভি-পচনের গন্ধে মথিত হল তৃতীয় ইন্দ্রিয়ের পবন আর যে তার জীবিত শরীরের শাখায় আমার ভালবাসার ব্রাহ্মণী, তাকে ভেবে ভেবে অনক্ষম অতনুর ব্রাত্য হই। তারপর বিদেহ

স্বরের গুণ্ঠনে লুকিয়ে ছায়ার মত সরে সরে আসে গগনভেরী পাখির বিচ্ছিন্ন পালক, বাজের মৃত চোখ, ঠোঁট, নখ, তৃণ। ভাবি, সে কখনো ভালবেসে আমার ছিল, স্বর্ণনিভ শরীরের শাখায় সুখ বেঁধে? তার আশ্চর্য স্তন চুম্বন করেছি অরণ্য প্রসাধিত দুর্মর ক্ষুধার মুখে। ধ্বংস করেছি শীলিত পরিচ্ছন্ন বোধের আকন্দজ্ঞান বাহুমূলের গন্ধে, নাভির গন্ধে, অধর গহ্বরের গন্ধে। লুব্ধ প্রাক্‌-শীত শঙ্খচূড়ের মত বুকের যে প্রান্তে প্রাণ জ্বলে, তাপময় নদীতীরের উরুযুগে স্থাপিত হয়ে সে রৌদ্রের অনুভবে মায়া বসেছে। তাকে প্রেম বলেছি। তাই সে যখন দুর্লভ সুখে গলে গলে শূন্য, অধর-গহ্বরে মুষিকের মাটি, মৃন্ময় তমস্বিনী উদ্ভাসিত প্রভাতের মত করোটিকীর্ণ, তখন আবার তাকে খুঁজি, যাকে প্রেম বলেছি। অমৃত মানে অনশ্বর। অনশ্বরকে খুঁজি। কঠিন একখানা হাতে হঠাৎ শবের স্তম্ভিত হৃদয় ধরি। আর সেই সর্বশুক্ল কংকালের ঘর দুরন্ত স্পন্দনে দপ্‌ দপ্‌ জ্বলে ওঠে। ভয়ের মেঘ স্বেদ হয়ে ঝরে। ভিন্ন করতে ভুলে যাই আমার সর্বস্ব। গুণ্ঠনের চিক ভেঙে, ভোর হয় গগনভেরী পাখিদের তিতিরের শ্রুতির দুয়ারে বাজে সুবর্ণবেখার জন্ম। তাকে প্রেম বলি ॥

* এই লেখাটি প্রথম দু'তনটি লেখার অন্যতম। কৃত্তিবাসে প্রকাশিত। এতোদিন কোনো বই-এ দিই নি। অনেকে শুনেছেন, পড়তে চান ব'লে ছাপা হ'লো।

প্রেম

অবশ্য রোদ্দুরে তাকে রাখবো না আর
ভিন্‌দেশি গাছপালার ছায়ায় ঢাকবো না আর
তাকে শুধুই বইবো বুকের গোপন ঘরে
তার পরিচয়? মনে পড়ে মনেই পড়ে।

চিরটাকাল সঙ্গে আছে—জড়িয়ে লতা
শাখার, বাহুর নিমন্ত্রণকে ব্যাপকতা
বলার সময় হয় নি আজো ক্ষেমংকরে—
তার পরিচয়? মনে পড়ে মনেই পড়ে।

গোপন রাখলে থাকবে না আর—বাইরে যাবে
পারলে হৃদয় দুর্বলতা দেশ জ্বালাবে
মিছেই আমায় জব্দ করে
তার পরিচয় ? মনে পড়ে মনেই পড়ে ।

যাকে চেয়েছিলাম তাকে

যাকে চেয়েছিলাম তাকে পেলাম না
যে-ঘাট ছাড়ে নৌকা তাতে গেলাম না
কপাল আমার মন্দ তাতে সন্দেহ কি
চোখ বুজলে প্রিয় কেবল তোমায় দেখি

ফুলগাছে জল দিলাম তাতে ধরেছে ফল
যে-ঘরে পৌঁছুলাম দেখি ভাঙা আগল
অমূল্য রাখবো না বলেই গেলাম না
যাকে চেয়েছিলাম তাকে পেলাম না ।

সারা জীবন সন্ধে-সকাল করেও ফাঁকি
কপাল আমার মন্দ তাতে সন্দেহ কি
প্রিয়কে পথ দিয়েও বুঝি দিলাম না
যাকে চেয়েছিলাম তাকে পেলাম না ।

অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে

দেয়ালির আলো মেখে নক্ষত্র গিয়েছে পুড়ে কাল সারারাত
কাল সারারাত তার পাখা ঝরে পড়েছে বাতাসে
চরের বালিতে তাকে চিকিচিকি মাছের মতন মনে হয়
মনে হয় হৃদয়ের আলো পেলে সে উজ্জ্বল হতো ।

সারারাত্তি ধরে তার পাখা-খসা শব্দ আসে কানে
মনে হয় দূর হতে নক্ষত্রের তামাম উইল
উলোট-পালোট হয়ে পড়ে আছে আমার বাগানে।

এবার তোমাকে নিয়ে যাবো আমি নক্ষত্র-খামারে নবান্নের দিন
পৃথিবীর সমস্ত রঙিন
পর্দাগুলি নিয়ে যাবো, নিয়ে যাবো শেফালির চারা
গোলাবাড়ি থেকে কিছু দূরে রবে সূর্যমুখী-পাড়া
এবার তোমাকে নিয়ে যাবো আমি নক্ষত্র-খামারে নবান্নের দিন।

যদি কোনো পৃথিবীর কিশলয়ে বেসে থাকো ভালো
যদি কোনো আন্তরিক পর্যটনে জানালার আলো
দেখে যেতে চেয়ে থাকো, তাহাদের ঘরের ভিতরে —
আমাকে যাবার আগে বলো তা-ও, নেবো সঙ্গে করে।

ভুলে যেয়োনাকো তুমি আমাদের উঠানের কাছে
অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে।

স্বেচ্ছা

সকাল থেকে আমার ইচ্ছে
এক ধরনের সাহস দিচ্ছে
উড়ে না যাই
ভালো এবং মন্দ যতো
হয় না আমার মনোমতো
ওসামু দাজাই
অস্তগামী সূর্য দূরে,
হৃদয় মরে হৃদয়পুরে
দেহকে ঠাঁই
ভেবেছিলেন শোপেনহাওয়ার

হৃদয় থেকে কিছু পাওয়ার
সময়ই নাই
সকাল থেকে তাই তো ইচ্ছে
এক ধরনের সাহস দিচ্ছে
উড়ে না যাই।

যখন বৃষ্টি নামলো

বুকের মধ্যে বৃষ্টি নামে, নৌকা টলোমলো
কূল ছেড়ে আজ অকূলে যাই এমনও সম্বল
নেই নিকটে—হয়তো ছিলো বৃষ্টি আসার আগে
চলচ্ছক্তিহীন হয়েছি, তাই কি মনে জাগে
পোড়োবাড়ির স্মৃতি ? আমার স্বপ্নে-মেশা দিনও ?
চলচ্ছক্তিহীন হয়েছি, চলচ্ছক্তিহীন।

বৃষ্টি নামলো যখন আমি উঠোন-পানে একা
দৌড়ে গিয়ে ভেবেছিলাম তোমার পাবো দেখা
হয়তো মেঘে-বৃষ্টিতে বা শিউলিগাছের তলে
আজানুকেশ ভিজিয়ে নিচ্ছো আকাশ-ছেঁচা জলে
কিন্তু তুমি নেই বাহিরে—অন্তরে মেঘ করে
ভারি ব্যাপক বৃষ্টি আমার বুকের মধ্যে ঝরে।

মনে পড়লো

মনে পড়লো, তোমায় পড়লো মনে
বাঁশি বাজলো হঠাৎই জংশনে
লেভেল-ক্রশিং—দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন
এখন তুমি পড়ছো কি হার্ট ক্রেন ?

দেড়শো মাইল পেরিয়ে গেলাম কাছে
বললে তুমি, এমন করলে বাঁচে
ঐ সামান্য বিদ্যাদানের টাকা!
সত্যি, পকেট — ইঁদুর বাদে, ফাঁকা।

এমন সময় বুদ্ধি দিলে ভারি
বসেছিলাম চাঁদের আড়াআড়ি
বললে, এই যে — রাখো তোমার কাছে
তোমার ছবি আমার বাক্সে আছে।

মনে পড়লো, তোমায় পড়লো মনে
বাজলো বাঁশি হঠাৎই জংশনে
লেভেল-ক্রশিং — দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন
অনাবশ্যক পড়ছো কি হার্ট ক্রেন

এবার হয়েছে সন্ধ্যা

এবার হয়েছে সন্ধ্যা। সারাদিন ভেঙেছো পাথর
পাহাড়ের কোলে
আষাঢ়ের বৃষ্টি শেষ হয়ে গেলো শালের জঙ্গলে
তোমারও তো শ্রান্ত হলো মুঠি
অন্যায় হবে না — নাও ছুটি
বিদেশেই চলো
যে-কথা বলোনি আগে, এ-বছর সেই কথা বলো

শ্রাবণের মেঘ কি মন্থর!
তোমার সর্বাঙ্গ জুড়ে জ্বর
ছলোছলো
যে-কথা বলোনি আগে, এ-বছর সেই কথা বলো

এবার হয়েছে সন্ধ্যা, দিনের ব্যস্ততা গেছে চুকে
নির্বাক মাথাটি পাতি, এলায়ে পড়িব তব বুকে
কিশলয়, সবুজ পারুল
পৃথিবীতে ঘটনার ভুল
চিরদিন হবে
এবার সন্ধ্যায় তাকে শুদ্ধ করে নেওয়া কি সম্ভবে ?

তুমি ভালোবেসেছিলে সব
বিরহে বিখ্যাত অনুভব
তিলপরিমাণ
স্মৃতির গুঞ্জন — না কি গান
আমার সর্বাঙ্গ করে ভর ?
সারাদিন ভেঙেছো পাথর
পাহাড়ের কোলে
আষাঢ়ের বৃষ্টি শেষ হয়ে গেলো শালের জঙ্গলে
তবু নও ব্যথায় রাতুল
আমার সর্বাংশে হলো ভুল
একে একে
শ্রান্তিতে পড়েছি নুয়ে। সকলে বিদ্রূপভরে ত্যাখে।

আনন্দ-ভৈরবী

আজ সেই ঘরে এলায়ে পড়েছে ছবি
এমন ছিলো না আষাঢ়-শেষের বেলা
উদ্যানে ছিলো বরষা-পীড়িত ফুল
আনন্দ-ভৈরবী।

আজ সেই গোঠে আসে না রাখাল ছেলে
কাঁদে না মোহনবাঁশিতে বটের মূল
এখনো বরষা কোদালে মেঘের ফাঁকে
বিদ্যুৎ-রেখা মেলে

সে কি জানিত না এমনি দুঃসময়
লাফ মেরে ধরে লাল মোরগের ঝুঁটি
সে কি জানিত না হৃদয়ের অপচয়
কৃপণের বামমুঠি

সে কি জানিত না যত বড়ো রাজধানী
তত বিখ্যাত নয় এ-হৃদয়পুর
সে কি জানিত না আমি তারে যত জানি
আনখ সমুদ্দুর

আজ সেই ঘরে এলায়ে পড়েছে ছবি
এমন ছিলো না আষাঢ়-শেষের বেলা
উদ্যানে ছিলো বরষা-পীড়িত ফুল
আনন্দ-ভৈরবী।

মনে কি তোমার

মনে কি তোমার এখনো লাগেনি দোলা
চিল্কার জলে ভাসালাম গণ্ডোলা
জ্যোৎস্না হয়েছে ঘোর
শুধু দাঁড় বলে — রুপোর পাহাড় — তুমি চোর আমি চোর।

মনে কি তোমার এখনো ওড়েনি পাখি
যতবার তারে আনমনে বেঁধে রাখি
উড়ে যায় দূর বনে
এখনো ওড়েনি পাখি কি তোমার মনে ?

তুমি চ'লে গেলে পশ্চিম থেকে পুবে
এ-ভুবনময়, বলেছিলে বেয়াকুবে—
কল্পনা তব পাতা
সেই সত্যই প্রাণপণ—আমি পড়ে আছি কলকাতা।

অবনী বাড়ি আছো

দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া
কেবল শুনি রাতের কড়ানাড়া
'অবনী বাড়ি আছো ?'

বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস
এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে
পরাঙ্মুখ সবুজ নালিঘাস
দুয়ার চেপে ধরে—
'অবনী বাড়ি আছো ?'

আধেকলীন হৃদয়ে দূরগামী
ব্যথার মাঝে ঘুমিয়ে পড়ি আমি
সহসা শুনি রাতের কড়ানাড়া
'অবনী বাড়ি আছো ?'

চাবি

আমার কাছে এখনো পড়ে আছে
তোমার প্রিয় হারিয়ে-যাওয়া চাবি
কেমন করে তোরঙ্গ আজ খোলো ?

থুৎনি-'পরে তিল তো তোমার আছে
এখন? ও মন, নতুন দেশে যাবি?
চিঠি তোমায় হঠাৎ লিখতে হলো।

চাবি তোমার পরম যত্নে কাছে
রেখেছিলাম, আজই সময় হলো—
লিখিও, উহা ফিরৎ চাহো কিনা?

অবান্তর স্মৃতির ভিতর আছে
তোমার মুখ অশ্রু-ঝলোমলো
লিখিও, উহা ফিরৎ চাহো কিনা;

ঝাউয়ের ডাকে

ঝাউয়ের ডাকে তখন হঠাৎ মনে আমার পড়লো কাকে
রাত্রিবেলা
উপকূলের সঙ্গে চলে স্রোতের খেলা
সাঁতার কাটে স্রোতের জলে চাঁদের নরম
দুখানি হাত
লাইটহাউস দেখায় আলো, দূরগগনের জলপ্রপাত
গতবছর এসেছিলাম, বুকের মধ্যে বেসেছিলাম
তোমায় ভালো
এখন সন্ধ্যা হয়েছে ঘোর, কেবল মেঘে মেঘে-মেঘেই
দিন ফুরালো
এখন স্থির রাত্রিবেলা
জলের ধারে কেবলি হয় জলের খেলা
অবর্তমান তোমার হাসি ঝাউয়ের ফাঁকে
আমায় গভীর রাত্রে ডাকে
ও নিরুপম ও নিরুপম ও নিরুপম...

স্থায়ী

রেখেছিলাম পদচ্যুত নূপুরখানি
যখন তুমি চাইবে জানি
অনন্যোপায় — দিতেই হবে
অনুভবে
অবিনশ্বর থাকবে কেবল পা দুখানি ।
নূতন জন্ম হয়েছে যার চণ্ডালিকা
সে দিতে চায় লিখনিকা
মরণপ্রিয় — যেতেই হবে
অনুভবে
আভূমিতল থাকবে তোমার পা দুখানি ।

বসন্ত আসে

বসন্ত আসে বাগানে ফুটেছে চেরি
এই তো সময় — ব্রিজ বাঁধা হলো শেষ
যদি তুমি করো অভ্যাসবশে দেরি
আছে কাছে অনিমেষ ।

তার কণ্ঠের সারল্য টেলিফোনে
আমায় করেছে খুশি
যেন-বা তাঁবুর ভিতরে — সুদূর বনে
বিনয়াবনত পুষি ।

বসন্ত আসে বাগানে ফুটেছে চেরি
এই তো সময় — ব্রিজ বাঁধা হলো শেষ
তুমি যদি করো অভ্যাসবশে দেরি
কাছে আছে অনিমেষ ।

জুলেখা ডব্‌সন

ছিলো অনেক রাজার বাড়ি চকমিলানো হাজার গাড়ি
এবং হ্রদে সোনালি অগণন
হাঁসের দল দোলায় পাখা তবু তোমার সঙ্গে থাকা
চমৎকার জুলেখা ডব্‌সন।
ঈশানকোণে অমনোযোগে মেঘের ঝুঁটি ধরেছে রোগে
দুমড়ে পড়ে প্রবলা শালবন
চাঁদ উঠেছে অন্তরীক্ষে মনোস্থাপন করি ভিক্ষে
তোমার জন্য জুলেখা ডব্‌সন।

হৃদয়পুর

তখনো ছিলো অন্ধকার তখনো ছিলো বেলা
হৃদয়পুরে জটিলতার চলিতেছিলো খেলা
ডুবিয়াছিলো নদীর ধার আকাশে অধোলীন
সুষমাময়ী চন্দ্রমার নয়ান ক্ষমাহীন
কী কাজ তারে করিয়া পার যাহার ভ্রূকুটিতে
সতর্কিত বন্ধদ্বার প্রহরা চারিভিতে
কী কাজ তারে ডাকিয়া আর এখনো, এই বেলা
হৃদয়পুরে জটিলতার ফুরালে ছেলেখেলা ?

আমি স্বেচ্ছাচারী

তীরে কি প্রচণ্ড কলরব
'জলে ভেসে যায় কার শব
কোথা ছিলো বাড়ি ?'
রাতের কল্লোল শুধু বলে যায়— 'আমি স্বেচ্ছাচারী।'

সমুদ্র কি জীবিত ও মৃতে
এভাবে সম্পূর্ণ অতর্কিতে
সমাদরণীয় ?
কে জানে গরল কিনা প্রকৃত পানীয়
অমৃতই বিষ !
মেধার ভিতর শ্রান্তি বাড়ে অহর্নিশ।

তীরে কি প্রচণ্ড কলরব
'জলে ভেসে যায় কার শব
কোথা ছিলো বাড়ি ?'
রাতের কল্লোল শুধু বলে যায়— 'আমি স্বেচ্ছাচারী।'

হলুদবাড়ি

মাঠের ধারে গড়েছে মিস্তিরি
হলুদবাড়ি, সামান্য তার উঠান
ইটের পাঁচিল জাফরি-কাটা সিঁড়ি
এই সমস্ত—গড়েছে মিস্তিরি।

বাড়ির ওপর তার যে ছিলো কী টান
মুখের মতো রাখতো পরিপাটি

যাতে বিফল বলে না, বিচ্ছিরি
কিংবা শূন্য সম্মেলনের ঘাঁটি।

মাঠের ধারে গড়েছে মিস্তিরি
হলুদবাড়ি—যেখানে মেঘ করে
এবং দোলে জাফরি-কাটা সিঁড়ি
ভাগ্যবিহীন, তুচ্ছ আড়ম্বরে।

হঠাৎ সেদিন সন্ধ্যাবেলা সড়ক
কাঁপিয়ে গাড়ি দাঁড়ালো দক্ষিণে
দৌড়ে এলো মজা দেখার মড়ক
নিলেন তিনি সকল অর্থে কিনে।

লোকালয়ের বাহির দিয়ে সিঁড়ি
বদল করে দিলো না মিস্তিরি!

সরোজিনী বুঝেছিলো

দুপুরে আঁধার ঘর—মেঘে ঢাকা বিস্তৃত আকাশ
সরোজিনী চুরি করে নিয়ে যায় শাদা রাজহাঁস
হয়তো বা বৃষ্টি হবে, হয়তো বহিবে হাওয়া বেগে
মুখের অগ্নি কি তবে সরোজিনী ঢেকেছিলো মেঘে ?
মাঠের উপরে শাদা হাঁসগুলি চরেছিলো একা
সরোজ ঘরেই ছিলো—শুধু তার চোখ মেলে দেখা
এই সব হাঁসেদের—বৃষ্টির সূচনা দেখে নেমে
জড়িয়ে গিয়েছে মেয়ে হাঁসে-ফাঁসে—কাপড়ের প্রেমে
শুধু চোখ মেলে দেখা, এই হাঁস স্পর্শ করা নয়
সরোজিনী বুঝেছিলো, শুধু তার বোঝেনি হৃদয়।

‘কোনদিনই পাবে না আমাকে—’

চন্দ্রমল্লিকার মাংস ঝরে আছে ঘাসে
‘সে যেন এখনি চলে আসে’
হিমের নরম মোম হাঁটু ভেঙে কাৎ
পেট্রলের গন্ধ পাই এদিকে দৈবাৎ

কাছাকাছি
নিজের মনেরই কাছে নিত্য বসে আছি।
দেয়ালে দেয়ালে
হাটের কাচকড় কুপি অনেকেই জ্বালে

নিভন্ত লণ্ঠন
অস্তিত্ব সজাগ করে বারান্দার কোণ
বসে থাকে
‘কোনদিন পাবে না আমাকে—
কোনদিনই পাবে না আমাকে !’

বিষ-পিঁপড়ে

সারা শরীর জুড়ে তোমার বিষ-পিঁপড়ে ছড়িয়ে দিলুম
আস্তে, যেমন জামরুলে, ঐ নীল ভিজানো গাছের ছালে
ছড়িয়ে দিলুম যেমন চাষা ছড়িয়েছিলো পুরুষ্টু বীজ
ক্ষেত ভরে যার শস্য ওঠে, তোমার শস্য শরীর ভরে
কুড়িয়ে নিয়ে হঠাৎ কেন বিষ-পিঁপড়ে ছড়িয়ে দিলুম—
কারণ ছিলো ? কারণ আছে ? তালসুপুরি গাছের কাছে
কারণ ছিলো—কারণ আছে।

ঐখানে গোপন ডুবুরি তোমার জলে স্নান করেছে।
সর্ব অঙ্গে ছড়িয়ে আছে তোমার দেওয়া কুসুম-গন্ধ
হলুদ তোমার হলুদ, এই কি সারাজীবন সন্ধ্যাবেলার
সঙ্গ দেওয়া? ভবিষ্যতের ঘর-বাঁধা খড় খুঁজতে যাওয়া?
এই কি তোমার রাত পোহানো, পথিকে পথ দেখিয়ে আনা?
এই কি তোমার প্রতিচ্ছবি, যে ছিলো বুক ভরিয়ে, ব্যেপে—
আপাদমাথা সারা শরীর—তাই শরীরে ছড়িয়ে দিলুম
সর্বনাশা বিষের যাদু, লুট্ করে হাড় ভাঙতে বাকি
ওরাই আমার সেনাবাহিনী, আমাকে সৎ সিংহাসনে
বসিয়ে রাখে সারাজীবন—

তবু আমার দুঃখ, দুঃখ হঠাৎ ঘরে ঢুকলো একা—
নও তুমিও সঙ্গিনী তার, সে এক শতরঞ্চি বেড়াল
খাটের বাজু জড়িয়ে দাঁড়ায়—তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে—
অন্ধ গলায় চেঁচিয়ে বলে, 'আমিই কঠোর সঙ্গিনী তোর!'

নীল ভালোবাসায়

আমি সোনার একটি মাছি খুন করেছি রাতদুপুরে
তাকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম, আঁধার-সমুদ্রে নৌকা
যেমনভাবে বেঁচে ফিরতো—তাকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম
আমি সোনার একটি মাছি খুন করেছি রাতদুপুরে।
হঠাৎ ছুরি দৌড়ে এলো—হাতের মুঠো জব্দ করে
আঁধারে চালাতে বললো, যেমনভাবে মারে বৈঠা
সুখে ওপার হেঁকে বলছে, দুঃখমোচন করতে এসো
আমার পদ্মদীঘির কাছে শান-বাঁধানো ঘাটটি আছে
সেখানে কেউ কাপড় কাচে, দুঃখগ্লানি তুচ্ছ হলো—
নেশা আমার লাগলো চোখে, কে তুই মাছি দুঃখদায়ক
আমাকে বাঁধনে বেঁধে ফেলে রেখেছিস তোর কোটরে

হেঁটোয় কাঁটা — ওপরে কাঁটা, এই কি দীর্ঘ জীবনযাপন ?
এই রোমাঞ্চকর যামিনী, হায় মাছি তুই সোনারবরন !
খুন করেছি হঠাৎ আমি বাঁচবো বলে একা-একাই
দূর সমুদ্রে পাড়ি দেবোই, পাহাড়চূড়োয় থাকবো বসে
চিরটা কাল চলবো ছুটে — পিছনে নেই, পশ্চাতে নেই
তদন্তে ক্রূর পায়ের শব্দ, আমায় ওরা ছেড়ে দিয়েছে

ছেড়ে দিয়েছে বলেই আমি সোনার মাছি জড়িয়ে আছি
দীর্ঘতম জীবন এবার তোমার সঙ্গে ভোগ করেছি
এই রোমাঞ্চকর যামিনী — সোনায় কোনো গ্লানি লাগে না
খুন করে নীল ভালোবাসায় চমকপ্রদ জড়িয়ে গেলাম ॥

যেতে-যেতে

যেতে-যেতে এক-একবার পিছন ফিরে তাকাই, আর তখনই চাবুক
আকাশে চিড়, ক্ষেত-ফাটা হাহা-রেখা
তার কাছে ছেলেমানুষ !
ঠাট্টা-বট্‌কেরা নয় হে
যাবেই যদি ঘন-ঘন পিছন ফিরে তাকানো কেন ?

সব দিকেই যাওয়া চলে
অন্তত যেদিকে গাঁ-গেরাম-গেরস্থালি
পানাপুকুর, শ্যাওলা-দাম, হরিণমারির চর —
সব দিকেই যাওয়া চলে
শুধু যেতে-যেতে পিছন ফিরে তাকানো যাবে না
তাকালেই চাবুক
আকাশে চিড়, ক্ষেত-ফাটা হাহা-রেখা
তার কাছে ছেলেমানুষ !

ঠাট্টা-বট্‌কেরা নয় হে
যাবেই যদি ঘন-ঘন পিছন ফিরে তাকানো কেন ?

যাত্রী তুমি, পথে-বিপথে সবেতেই তোমার টান থাকবে
এই তো চাই, বিচার-বিশ্লেষণ তোমার নয়
তোমার নয় কূট-কচাল, টানাপোড়েন, সর্বজনীন মৌতাত, রাধেশ্যাম
যাত্রী তুমি, পথে-বিপথে সবেতেই তোমার টান থাকবে
এই তো চাই—

যেতে-যেতে এক-একবার পিছন ফিরে তাকাই, আর তখনই চাবুক
তখনই ছেড়ে যাওয়া সব
আগুন লাগলে পোশাক যেভাবে ছাড়ে
তেমনভাবে ছেড়ে যাওয়া সব
হয়তো তুমি কোনদিন আর ফিরে আসবে না—শুধু যাওয়া
যাত্রী তুমি, পথে-বিপথে সবেতেই তোমার টান থাকবে
এই তো চাই, বিচার বিশ্লেষণ তোমার নয়
তোমার নয় কূট-কচাল, টানাপোড়েন, সর্বজনীন মৌতাত, রাধেশ্যাম
যাত্রী তুমি—পথে-বিপথে সবেতেই তোমার টান থাকবে
এই তো চাই ॥

পাখি আমার একলা পাখি

হলুদ পর্দা ছিঁড়ে ফেলতে এক মুহূর্ত সময় লাগবে—
তার পরে লুট—প্রভুর পায়ের কাছেই কি বাতাসা পড়ছে ?
মালসা-ভোগের সময় মানায় অন্ধ হাতে ধুলোর মুঠি ?
জিভ হলুদ বাসনার কাঠি, তাতেই খাঁচা তৈরি হতো—
পাখি আমার একলা পাখি, একলা-ফেকলা দু-জন পাখি।

স্বাদু ফলের চতুর্দিকে জালের তৈরি শক্ত বেড়ায়
বাদুড় তুমি একলা পড়ো, আমি দাঁতেই কাটছি সুতো
ঢুকবো সমুদ্দুর-লেগুনে — নীল জলে লুটোচ্ছে মোহ
আধভেজা ফুল-শায়ার মতন, সেই শায়াতে জড়িয়ে আছে
জল, জেলি, লোভ, রক্ত আমার —
পাখি আমার একলা পাখি, একলা-ফেকলা দু-জন পাখি।

বাবার হাতে তৈরি আমি, এক মুহূর্তে ভাঙবো পিঠের
উল্টে-রাখা সাধের সিন্দুক — মোহর মেজেয় পড়বে ঝরে
নীল জলে লাল পাথরকুচি আষ্টেপৃষ্ঠে আলিবাবার -
আমি একটি সোনার মাছি মাড়িয়ে ফেলবো রাতদুপুরে
স্বাদু ফলের চতুর্দিকে জালের তৈরি শক্ত বেড়ায়
বাদুড় তুমি একলা পড়ো — আমি সিন্দুকে সাঁতার কাটছি।

পাখি আমার একলা পাখি, একলা-ফেকলা দু-জন পাখি
লাগছে ভালো — সারাজীবন খাঁচার মধ্যে, বাসনা-কাঠি
ঘিরে রেখেছে ন্যাংটো শরীর — এদেশে কাপাস ফলে না
খাদ্য-জলের নেই ব্যবসায়, তাই থুতু-পেচ্ছাপের ভক্ত
সব শরীরটা ঠুকরে খেয়েও দু-জোড়া ঠোঁট বাঁচিয়ে রাখা
নোংরা পাখি, নোংরা পাখি — নোংরা-ঠোংরা দু-জন পাখি

তোমার হাত

তোমার হাত যে ধরেইছিলাম তাই পারিনি জানতে
এই দেশে বসতি করে শান্তি শান্তি শান্তি
তোমার হাত যে ধরেইছিলাম তাই পারিনি জানতে
সফলতার দীর্ঘ সিঁড়ি, তার নিচে ভুল-ভ্রান্তি
কিছুই জানতে পারিনি আজ, কাল যা-কিছু আনতে
তার মাঝে কি থাকতো মিশে সে আমাদের ক্লান্তির

দু-জন দু-হাত জড়িয়ে থাকা — সেই আমাদের শাস্তি ?
তোমার হাত যে ধরেইছিলাম তাই পারিনি জানতে ।

বেশ কিছুদিন সময় ছিলো — দুঃসময় ভাঙতে
গড়তে কিছু, গড়নপেটন — তার নামই তো কান্তি ?
এ সেই নিশ্চেতনের দেশের শুরু না সংক্রান্তি —
তোমার হাত যে ধরেইছিলাম তাই পারিনি জানতে ॥

এই বিদেশে

এই বিদেশে সবই মানায় —
পা-চাপা প্যান্ট, ঝুংলা জামা
ধোপদুরস্ত গলার রুমাল, সঙ্গে থাকলে অশত্থামা
এই বিদেশে সবই মানায় ।

ব্রায়ার-পাইপ, তীক্ষ্ণ জুতো
নাকের গোড়ায় কামড়ে-বসা কালো কাচে রোদের ছুতো
এই বিদেশে সবই মানায় ।

কিন্তু তোমার তালছড়িটা —
মেঘে মেদুর সেই যে বক্ষে বাস্তুভিটা
যেখান থেকে বাকি জীবন করবে শুরু বলেই এলে —
সেইখানে আজ অভয় পেলে

এই বিদেশে সবই মানায় ॥

সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়

পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে, দেয়ালে দেয়াল, কার্নিশে কার্নিশ,
ফুটপাত বদল হয় মধ্যরাতে
বাড়ি ফেরার সময়, বাড়ির ভিতর বাড়ি, পায়ের ভিতর পা,
বুকের ভিতরে বুক
আর কিছু নয় — (আরো অনেক কিছু ?) — তারও আগে
পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে, দেয়ালে দেয়াল, কার্নিশে কার্নিশ
ফুটপাত বদল হয় মধ্যরাতে
বাড়ি ফেরার সময়, বাড়ির ভিতর বাড়ি, পায়ের ভিতর পা, বুকের ভিতরে বুক
আর কিছু নয়।
'হ্যাণ্ডস্ আপ' — হাত তুলে ধরো — যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ
তোমাকে তুলে নিয়ে যায়
কালো গাড়ির ভিতরে আবার কালো গাড়ি, তার ভিতরে আবার কালো গাড়ি
সারবন্দী জানলা, দরজা, গোরস্থান — ওলোটপালোট কঙ্কাল
কঙ্কালের ভিতরে শাদা ঘুণ, ঘুণের ভিতরে জীবন, জীবনের ভিতরে
মৃত্যু — সুতরাং
মৃত্যুর ভিতরে মৃত্যু
আর কিছু নয়।
'হ্যাণ্ডস্ আপ' — হাত তুলে ধরো — যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ
তোমাকে তুলে নিয়ে যায়
তুলে ছুঁড়ে ফেলে গাড়ির বাইরে, কিন্তু অন্য গাড়ির ভিতর
যেখানে সব সময় কেউ অপেক্ষা করে থাকে — পলেস্তারা মুঠো করে
বটচারার মতন
কেউ না কেউ, যাকে তুমি চেনো না
অপেক্ষা করে থাকে পাতার আড়ালে শক্ত কুঁড়ির মতন
মাকড়সার সোনালি ফাঁস হাতে, মালা
তোমাকে পরিয়ে দেবে — তোমার বিবাহ মধ্যরাতে, যখন ফুটপাত বদল হয়
— পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে
দেয়ালে দেয়াল, কার্নিশে কার্নিশ।
মনে করো, গাড়ি রেখে ইস্টিশান দৌড়চ্ছে, নিবন্ত ডুমের পাশে তারার আলো

মনে করো, জুতো হাঁটছে, পা রয়েছে স্থির— আকাশ-পাতাল এতোল-বেতোল
মনে করো, শিশুর কাঁধে মড়ার পাল্কি ছুটেছে নিমতলা— পরপারে
বুড়োদের লম্বালম্বি বাসরঘরী নাচ—

সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়
তখনই
পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে, দেয়ালে দেয়াল, কার্নিশে কার্নিশ,
ফুটপাত বদল হয় মধ্যরাতে
বাড়ি ফেরার সময়, বাড়ির ভিতর বাড়ি, পায়ের ভিতর পা, বুকের ভিতর বুক
আর কিছু নয়॥

একদা এবং আমি

সমুদ্রতীরে পৌঁছেই পাহাড় পর্বতের কথা মনে পড়লে বোধহয়
তোমার বুকেই মানুষের সমুদ্র-পাহাড় একাকার
একেক দিন তোমার কাছে থেকে দূরে যাই, দূরে থেকেও কাছে—
এমন শস্তা কবিত্বের কেন্দ্রে আমি বন্দী নই
নই হুলুস্থুল প্রকৃতি, বনভোজন কিংবা ইয়ার-দোস্তে
যেখানেই যাই—তুমি আছো, এঁটে আছো আমার শরীরের নানান জোড়ে
রক্তপিপাসু জোঁকের মতন
আবছা আলোর ভিতরে কেরোসিনের ফিতের মতন আঠায় ভিজে
আছো যেমন ধুলোর ভিতর জীবাণু থাকে, জীবাণুর ভিতর প্রাণ
একেক দিন তোমার কাছে থেকে দূরে যাই, দূরে থেকেও কাছে—
এমন শস্তা কবিত্বের কেন্দ্রে আমি বন্দী নই।
বন্দী আমি তোমার আঁচলের গিঁঠে চাবির মতো, খুচরো পয়সার মতো,
বন্দী আমি তোমার শরীরের ভাঁজে-ভাঁজে অলংকারের মতো, চুলের মতো,
তোমার শরীরের আবহাওয়ায় নির্জন জলের মতো, হাওয়ার মতো,
বাথরুমের সাবধানী দেয়ালের মতো

বিষম গরম, অভিজ্ঞতায় ডাক্তার, পাপোষের মতন সহিষ্ণু
আমি বন্দী, আমি বন্দী। — আমায় তুমি মুক্তি দিতে এসো না।
একদিন এমন দারুণ দেহের জোড়গুলো একে-একে খুলে যাবে,
যেমন করে ফাঁস আল্‌গা হয়, কোমরের কষি খসে হয় আলুথালু
তেমন করে এমন দারুণ দেহের জোড়গুলো আমার একে একে খুলে যাবে,
খুলে ছড়িয়ে পড়বে আমারই চতুর্দিকে — দেয়ালের ক্ষয়-লাগা পলেস্তারার মতন
প্রাসাদের হাত নেই, দেয়ালের উপর রাজমিস্তিরির কুশলী হাতের ছায়া
কাঁপছে কেবলই
ছায়া, এক-টুকরো ভারও সহ্য করতে পারে না।
সুতরাং, পুরানো বাড়ি নতুন করে গাঁথা যাবে না, দোজবরের আবার বিয়ে!
মৃত্যুর কথা আমরা সকলেই জানি — মৃত্যু থেকে পার নেই,
যেন তালকানা পাখি উঁড়ে এসে পড়বেই ফাঁদে
বড়ো ফাঁদ ছোটো হবে, করতল মুষ্টিতে এসে জমে যাবে
ভাগ্যরেখাগুলোর মতনই হয়ে যাবে স্বাধীনতাবিহীন, বন্দী।
মৃত্যুর কথা আমরা সকলেই জানি — মৃত্যু থেকে পার নেই,
যেন তালকানা পাখি উড়ে এসে পড়বেই ফাঁদে
সমুদ্রতীরে পৌঁছেই পাহাড় পর্বতের কথা মনে পড়লে বোধহয়
তোমার বুকেই মানুষের সমুদ্র-পাহাড় একাকার
একেক দিন তোমার কাছে থেকে দূরে যাই, দূরে থেকেও কাছে —
এমন শস্তা কবিত্বের কেন্দ্রে আমি বন্দী নই ॥

অতিদূর দেবদারুবীথি

পিছনে, নদীর দিকে অন্ধকারে মিনারের চূড়ো অতিদূর জলস্তম্ভ
মনে হতে পারে
নাবিকেরও মনে হয় — নাবিকেরা সত্যকার জাহাজ দেখেছে
ডুবো ইলিশের চোখে সেইসব নাবিক-কম্পাস-কাঁটা-মাস্তুল-মিনার যেন এক
চঞ্চল বেদনারাশি-ভরা দেশ, দেশাতীত কিছু
ইলিশের নেতা জানে, ইলিশের ক্যাবিনেট জানে।

অন্ধকারে আমাদের চোখাচোখি হয়েছে যেমন মিনারে-নাবিকে হয়
ইলিশেও হয়

তবু চোখই বিশ্বাসপ্রধান
চোখের জলের জন্ম বিশ্বাসের জন্মের মতন চোখেরই ভিতরে
সেখানে তালের ডোঙা করে আসে পালেদের লোক
নাবিক-কম্পাসকাঁটা-মাস্তল-মিনার সবই আছে
প্রতীতী বাহন আছে, দেবীমূর্তি নাই

অন্ধকারে আমাদের চোখাচোখি হয়েছে যেমন মিনারে-নাবিকে হয়,
ইলিশেও হয়।

আমাদের কথা শুধু আমরা বুঝেছি একদিন নদীতীরে অন্ধকারে
মিনারের দিকে চেয়ে থেকে
আমরা বুঝেছি — তবু বোঝাবার আয়াস করিনি
যা কিছুই বোঝা যায়, বোঝানোও যায়—
তেমন রহস্যহীন স্বাদগন্ধহীন বর্ণনা কে
অন্ধকার চুরি করে দিতে যাবে উৎসুক ইন্দ্রিয়ে
কে সে ফেরিঅলা যার ফেরি শুধু কর্কশ-পাথর ?
আমরা জেনেছি এতো তবু আরো জেনে যেতে হবে
উন্মাদের ঝুলি যতো অদ্ভুত জঞ্জালে ভরে যায় ততোই তারার ফুর্তি
সে জানে সে যাবে, সাথে নিয়ে যাবে তারার পুঁটুলি
জীবনে মোহর পেলে তুলে রাখা তারও শখ ছিলো
এমনই সকলে, তবু টের পেতে কাল লেগে যায় — একটি জীবনধারা
তৎক্ষণাৎ লেগে যেতে পারে

একথা জানার পর আরো দূর জানার উদ্দেশে আমাদেরও যেতে হয়
আমাদেরও আড়ি পেতে শুনে নিতে হয় চটকের কত দাম আড়তে-দোকানে
এসব ব্যবসাবুদ্ধি অতি বড়ো নির্বোধেরও আছে —
ইলিশ-চটকে ভুলে হাবাগোবা জেলেদের পুত সম্ভব-খাঁড়িকে ছেকে
মহান সাগরে মিশে যায়
আমরাও মিশে যাই — আমরাও মিশে যেতে থাকি —

খাদ্যাখাদ্য, প্রেমপ্রীতি, নষ্ট ফল, সবার উপর
ইচ্ছার আধেকলীন মাছি হয়ে ঘুরে মরি শুধু
তোমাদের কাছে বলি—'যা পেয়েছি প্রথম দিনে তাই যেন পাই শেষে'
জীবন-বাসনা সেই নীলাঞ্জন ছায়া—যার কাছে গিয়ে তবে বুঝেছি প্রত্যেকে
প্রত্যেকে পৃথক, হ্রস্ব-দীর্ঘ, স্থির-কম্পমান, জনতা-একাকী
তাদের গর্বিত শাস্তি যথাক্রমে শুয়ে পড়ে আছে
আমরা শোয়াতে ভারি সুখ পাই—নিষ্প্রাণতা পাই
কাগজে-কলমে চাই জাগরণ সাধ চেপে রেখে
আমরা হলুদ ভালোবাসি বলে মুখে বলি জুঁই
আমাদের সাধারণ কাজে সুপ্ত যুগের প্রতিভা।

কখনো বুকের কাছে মেঘ করে—মুখেই মিলায়
অবর্ণনীয়কে যেন বর্ণনীয় করি
দাঁড়ালে কি সুখী হবো?
আমাদের কথার আগেই পড়ে পূর্ণচ্ছেদ, তবু বলি কথা
নতুবা সৌষ্ঠবময় সাধু বলে নিতো কি মন্দির?

'ইলিশের সংসারের কাঠামো জানি না'—বলে সর্বদা-গম্ভীর অধ্যাপক অনেক
দেখেছি আমি
দেখার অতীতেও আছে কিছু—ফলে নিত্য ভ্রাম্যমাণ
আমার কাজের চেয়ে অকাজের বোঝা বেশি থাকে।
এক দেশ ছেড়ে অন্য দেশে যাওয়া সহজ অনেক
সেখানেও বৃষ্টি পড়ে, সেখানেও শীতে পাংশু ঠোঁট
সেখানে বসন্তরাতে কাঠ চেরাইয়ের শব্দ হয়
বাগানে ভেরেণ্ডা গাছে বসে স্থির নীলকণ্ঠ পাখি বাবুর ছেলেকে ডেকে
কথা বলে—
'বিদেশেই চলো—সেখানে অনেক খল—গোলপোস্ট, তুমি সুখে রবে'—
জীবনের ব্যাপ্তি ছাড়া ঘর মনে পড়ে না আমার
অনন্ত ময়দানে দেখি জানালা—পোর্টিকো
গরাদে ঘুণের বাসা, জালে-ধরা বাদুড়ের মতো পড়েছে পানের পিক কতো
কাছে দূরে

আমাদের জ্বর হলে পাড়ের কাঁথায় ঢাকা হতো পাশ-বালিশ
ওডিকলোনের স্পর্শ প্রথম প্রেমের মতো আজো জেগে আছে
মাঝে মাঝে টের পাই – খোঁজ পড়ে স্বজন-সায়রে কে দেয় সাঁতার
জীবনের ব্যাপ্তি ছাড়া ঘর মনে পড়ে না আমার
অনন্ত ময়দানে দেখি জানালা – পোর্টিকো
গরাদে ঘুণের বাসা, জালে-ধরা বাদুড়ের মতো পড়েছে পানের পিক কতো
কাছে দূরে।

অতিদূর দেবদারুবীথি – তার ছায়ার ভিতরে আমাদের পথ হাঁটা হতো রোজ
করতলে টক কামরাঙা, মাকড়সার শত বাসা চুলের ভিতর
যেন পৃথিবীর সাধ, শৌখিনতা ভুলে গিয়ে, ভুলে গিয়ে বেদনাবাহার
আমরা চলেছি হেঁটে বিহ্বল সাঁকোর 'পরে স্বপ্নে হাত ধরে
কার পায়ে চাপ পড়ে দেবদারু-ফল ভেঙে যায়
এপাশ-ওপাশ করে ছুটোছুটি গুলির মতন কোনটি বা
মানুষের মতো এরও ব্যবহার, আচার-বিচার।

দেবদারু-বীথি পারে তোমার গোয়াল ঘর চোখে পড়ে রোজ
গরুর বাঁটের থেকে স্খলিত দুধের মতো তোমাকেও মনে পড়ে অর্গলবিহীন
খিড়কি, খোকা-কই, রাণা – পাশে তার স্থলপদ্ম দুপুরের রোদে ম্লান হলো
ইতিউতি মাছরাঙা উড়ে যায় বাদার্ ওদিকে
কণ্টিকারী ঝোপে আজো ডোরাকাটা কাঠবিড়ালীর ফলসারঙের মুখ
তুমি নেই – ডালিমের ফুলগুলি ঝরে পড়ে ডালিমতলায়॥

আমাদের ঘর নাই – আছে তাঁবু অন্তরে-বাহিরে

'সাইকেল সাইকেল' – করে ছুটে আসে ক্ষেত-ফাটা হাওয়া।
হল্দিবাড়ি রোড গেছে খরস্রোতা নদীর মতন
চাঁদের পিরিচ ভরে কালো জাম গিয়েছে ছাড়িয়ে
আকাশের ব্রিজ – চোখে পড়ে স্থায়ী নক্ষত্র-রিভেট্

সবই কি সংহত ; শক্ত, কালব্যাপী — ভবিষ্যৎময় ।
'সাইকেল সাইকেল' করে ছুটে আসে ক্ষেত-কাটা হাওয়া
এরই মাঝে
এরই মাঝে আলো তুলে নেভাতে নিমেষ-মাত্র লাগে ।

জানালার কাছে বসে মনে হয় পৃথিবীতে শুধু
এসেছি জাহাজে ভেসে যাবো বলে
কোনোদিকে নয় —
দাঁড়িয়ে প্যাডেল করে একই স্থানে সাঁতারুর মতো
অবিরাম ভেসে থাকা — অস্তিত্ব ভাসিয়ে রাখা শুধু ।

জীবনের কাছে আজ মরণের কাঠুরে এসেছে
'কাঠ চাই — হলুদ, কর্কশ কাঠ — পাইনাজ সেগুন ও শাল' —
গেরস্তের দ্বারে-ফেলা যাবতীয় স্মৃতির জঞ্জাল
নেবে ওরা
পরখ করে নি কেউ ঘোড়া
ব্যবসা-বাণিজ্য ছাখে নি সে —
জীবনের কাছে আজ মরণের কাঠুরে এসেছে ।

তোমাদের গাছে ফোটে কুঁদফুল, আলোকলতায়
ছেয়েছে প্রাঙ্গণে পোঁতা গন্ধরাজফুলের শিখর
যেন মাকড়সার জাল — ঘিরেছে কুয়াশা
চুলের ভিতরে মাখা রিবনের মতো ।
তোমাকে বেসেছি ভালো — পৃথক করেছি একে একে
কুন্দ, গন্ধরাজফুল, আলোকলতার কেশপাশ
দু-হাতে ধানের ক্ষেত ভেদ করে গিয়েছিলো চাষা
সোনার কচ্ছপ কার পড়ে আছ দীর্ঘ নালিঘাসে ।

'বসন্তের দেরি কতো ?' বৃষ্টিশেষ, আকাশে উজ্জ্বল
অকস্মাৎ মাঝরাতে ছেলেরাও মাঠে ফেলে বল

সাঁতার অনেকে দেয় অতদূর জ্যোৎস্নার ভিতরে
'বসন্তের দেরি কতো ?' — এ-প্রশ্নে তোমাকে মনে পড়ে

স্টেশনে হঠাৎ দেখা — এ দেশের বৃষ্টির মতন
বিদ্যুচ্চমকে
সারারাত ছোটে গাড়ি ব্রিজ ভেঙে, দমকে দমকে
আমাদের মন
এ-দেশের বৃষ্টিরই মতন।

পাকদণ্ডী বেয়ে বাস শেষে থামে মেটেলিবাজার
দুপাশে চায়ের বন, সভার ফেস্টুন — ফ্ল্যাগপোস্ট
সে সবের মতো যেন দাঁড়িয়েছে শেড্‌ট্রির সারি —
বক্তব্য কোথায় ? ভাষা-গণআন্দোলন — মনুমেণ্ট ?
নাকি এ তুষার রেঞ্জ, অবসোলিট্ প্রাণের রেপ্লিকা ?

বুঝি না কিছুই — শুধু নিস্তরঙ্গ ভেসে চলি স্রোতে
বর্তমান মুছে যায় নতুন পাম্‌সু জুতো পেলে
কখনো তোমার কথা মনে হয় — কখনো তাদের
ভালোবাসা একবারই দিয়েছিলো ডানা
সে হবে বাল্যের শেষ — কৈশোরের শুরু
সদর দরোজা নয় — খিড়কিই বুঝেছি।

সেখানে দেয়াল থেকে খসেছে গোবর
জলবসন্তের দাগ রেখে গেছে মুখে
পদশব্দে চারিদিকে — চারিদিকে পাতার ফিসফাস
তরুণ শামুক এক উঠে আসে দীর্ঘ রানা বেয়ে
নারিকেল-ফুল-মাখা দুপুরে বাতাসে
তোমার উৎকণ্ঠ স্পর্শ আজো মনে আসে

অন্ধকার ঘরে
মুঠোয় বারুদ ঢেকে লুকোচুরি করে

সেদিন দুজনে—
সে কথা কি আজো পড়ে মনে ?

ইনডং পল্লীর কোলে বসে গেছে হাট—গোধূলি তখন
উড়ছে কার্পাসতুলা মাঠের উপরে
ধুলা ধরে থাকে তার মহিষের ক্ষুর
'—পথ হতে কুড়িয়ে নেবে কি ?'

আলের উপরে আজ রোদ এসে পড়ে মার্জনার মতো
বিদায়ী রুমাল উড়ে যেতে চায়—সিক্ত বকপাঁতি
কোথায় শান্তি ওঁ শান্তি পাবো—কোথায় সাগর ?
কমলালেবুর বনে এসে গেলে তৎপর মৌমাছি

দীর্ঘদিন ধরে আমি হেঁটেছি বালুর তীরে-তীরে
পদশব্দ ওঠে নাই—নিঃসঙ্গ পাগল আমি হেঁটে
পেরিয়ে এসেছি সাশ্রু উইলো-ঝাউ-লিভিং ফসিল
সুতরাং কোন্ দিকে ? সুতরাং কোন্ দিকে—দিকে ?

দূরের পাথরে নাম লিখে গেছে তাদের প্রত্যেকে
কারিগর—
শহর নীলাম করে এসেছে জঙ্গলে
বসিয়েছে তাঁবু—যেন খেলাঘরে এসেছে আবার
কৌটায় পুরেছে কীট-পতঙ্গ-কাঁচপোকা
এবার বিদেশে যাবে।

আমাদের চেতনার ভিতরে এখন ঘাসের শিশির-ভরা স্পর্শ পাই
কোনো কোনো দিন
ভোরবেলা—মাঠের ওধারে—
ইঁদুর তুলেছে মাটি, শূন্যক্ষেত হোগ্‌লার ভিতর
জলপিপিদের কান্না—বিজলীর আলো
দুয়ারে সত্যের কাছে পশারিনী স্বপ্ন নিয়ে আসে

লাল ঘাগরা ওড়ে তার — গা থেকে উচ্চণ্ড গন্ধ ছাড়ে
বনভূমি হাঁক দেয় 'মাদার মাদার' —
আমরা এখনো যাকে ভালোবাসি, তার কাছে যাই।

'নতুন সন্তান দিও আমাদের ঘরে।'

আমাদের ঘর নাই — আছে তাঁবু অন্তরে-বাহিরে
সেখানে যথেষ্ট আছে মেলামেশা করার সুযোগ
আমাদের ভুল হয় — ভুল ভেঙে নিতে হয় বলে
পারম্পর্যময় সেই শ্মশান করে না সঞ্চরণ
বুকের ভিতর —
আমাদের ঘর

সবার বুকের মধ্যে আছে।

উটের মধুর আরব এসেছে কাছে

জ্যোৎস্নায় হয়েছে শুরু, জানি না কোথায় হবে শেষ
আত্মায় পড়েছে ছাই — উড়ে এসে শ্মশানের ধুলো
ভাঙা খুলি, পোড়া মাংস, কিংবা সবই আত্মার উদ্যোগ
নূতনে বসাতে গিয়ে পুরাতনে করেছো নস্যাৎ
প্রিয়তমা, এও ভুল — এও ক্ষিপ্ত বিকেন্দ্রীকরণ!

উড়ে যায় প্রজাপতি — ফেলে গেছে গুটি তার গাছে
ফেরার সময় হলো, শুরু হলো সন্তানের কাছে
মানুষের আসা-যাওয়া
মানুষ সন্তান আজও চায়
মানুষ মাছরাঙা নয়, মাছরাঙা ফেলে দেয় মাছে
অস্ফুট সন্তান তার, কিংবা ডিম — কিংবা লুকোচুরি!

ভুলে গেছি পৃথিবীতে ছিলে তুমি — তুমি আজো আছো
পেচ্ছাব করেছো দীর্ঘরাতে — কিংবা হয়েছো উদ্ভিদ
স্বপ্নে, সারাৎসারে — তুমি বসেছো জানলায়, তালপাখা
তোমার গ্রীষ্মের ক্লান্তি মুছিয়েছে হাওয়ায় হাঁওয়ায়
তাকে তুমি বুঝিয়েছো — তারই কাজ, তারই সফলতা

অনন্ত আমার কাছে মাঠ নয় — জলাভূমি নয়
আঁধার ভ্রমর, সেইই অনন্ত আমার ইতিহাসে
আলোক অনন্ত নয় — অনন্ত তোমার মধ্যে আছে
সান্তাল-প্রেয়সী, তুমি রূপ নও, রূপাতীত নও —
তুমিই ইঙ্গিত — তুমি নও ঠিক প্রাণের পিপাসা
তুমিও বাদুড় — মধ্যরাতে মাংস — নষ্ট বটফলে
তুমি মেঘে-মেঘে ঢেকে পৃথিবী আঁধার করে দিতে
হতো ভালো — ভালো নও, তুমিও পিপাসা-মাত্র শুধু
আমারই পিপাসা তুমি, অনেকের হে পিপাসাতীত !

ভুলে গেছি পাখি থেকে নেমে আসে ডানার কামড়
আমাদের বুকে — তাই ভেসে উঠি — উড়ে যেতে চাই
তোমার জ্যোৎস্নায়, ডাকে চাঁদ, ডাকে নক্ষত্র-খামার
নবান্নের আয়োজন — জন্মদিন হবে কি অঘ্রানে ?

নাকি ছেড়ে দেবো সবই ভুলে যাবো জন্মের দ্যোতনা
শুধু বুকে হেঁটে আমি পাহাড়ে — মাঝরাতে
অনন্ত যৌনতা চাই — সেই সব — সেইই তো ঈশ্বর।
ঈশ্বর গাধার মাঝে — ময়দানে — সহস্র-গাধা চলে
কোথায় ঈশ্বর ? কিংবা কোথা সেই অবিনশ্বরতা ?
যার কোনো মার নেই — বুঝি সেইই বিদ্রূপ মারের।
তুমি শুধু সরে যাও — গাড়ি গেছে স্টেশন ছাড়িয়ে
যেখানে বকের বাসা, বাবলা বন — উটের খাবার।

হৃদয়ের কাছে এসে বসেছে সুপারি গাছ গরাদের মতো

হয়তো বন্দিত্ব চাই — নতুবা স্বাধীন হবো কিসে ?
উলোট-পালোট করে দিতে চাই যা কিছু স্বরাট্র
অবুঝ বন্দিত্ব চাই — বাঁধা-ধরা উঠোনের মতো —
খোলা ক্ষেত নাহি চাই — যাকে শুধু অনন্তের কাছে
তুলে নিয়ে আসা যায় — তুলনা না করে স্বাভাবিকে
এমনই উঠোন চাই যা ভরেছে ইস্কুলের ছেলে।

কৃষ্ণচূড়া ঝরে গেছে — পথের উপরে — চলে বাস
চলে কৃষ্ণচূড়া — চলে মেধায়-আত্মায় তাবো কাছে
জীবনে-যৌবনে চলে ফুল
আমাব চিন্তায় ভুল — চিন্তায় সমস্ত হলো ভুল।

কাছে এসেছিলে — আজ কাছে নাই, শুধু গেছো দূব
বার্বলা ফুলেব গন্ধে মনে হয় উটেব মধুর
আরব এসেছে কাছে — সার্কাসে নাচেব বালু ওড়ে
মাঝে মাঝে টেব পাই — মাঝে মাঝে ভুলে যেতে থাকি
সমস্ত ভুলেই যাই — এই হাট — এই বেচাকেনা
দুর্দিনেব ধন তুমি — যতো তীব্র, ততো ছিলে চেনা।

এখন ইঁদুব ঘোবে — শস্য উঠে গেছে মাঠ থেকে
খামাবে — গোলায়, তাই ইঁদুর এসেছে আজই মাঠে
জ্যোৎস্নায় বোমাঞ্চ তাব চোখে পড়ে — চোখের বাহিবে
তাঁর সম্বর্ধনা আছে — মানুষেরা করে, কেননা, সে
মানুষেরই বন্ধু, তার আপন — উন্মত্ত শুধু বোমা
যারা তৈরি করে তার ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই কোনো —
ইঁদুবেব সবই আছে — ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা — তাও আছে।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাই — উঠে যেতে ভালো লেগেছিল
আমাদেরও — ঘাট আছে, সজল সিঁড়িতে আছে লেখা
'সাবধান — মৃত্যু আছে' — কোথা মৃত্যু ? কোথায় অতল ?
আমার চাঞ্চল্য বেশি — জীবনেব গোধূলি এখন

গিয়েছে সূর্যের বল রেখা ছেড়ে — খেলা চলে তবু
নিতান্ত রেফারি নেই — হলো গোল — জয় হলো কাজে
চাঞ্চল্যে সবারই ছুটি — একা আমি খেলেছি প্রান্তরে।

আমার মূর্খতা বেশি, আমি খুঁজি দেশান্তর, যেন
সেখানেই শান্তি পাবো — কিংবা উত্তেজনা তীব্রতর
দুয়ের পার্থক্য নেই — দুইয়েরই সাযুজ্য আছে, যাকে
অভিন্নতা বলা যায় — বলা যায় প্রেমের পাথর
অর্থাৎ দৃঢ়তা আছে — অবিচ্ছিন্ন আত্মাই তাদের।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে — মাঠে আলো নেই — চোখ চলে কম
দেখা যায় যাহা কাছে, দূরে দৃষ্টি নাহি চলে আজ
সন্ধ্যা হয়ে গেছে, যাকে সন্ধ্যা বলে, নিশ্চিন্তিও বলে
যাকে বলে 'ঐ শেষ-জীবনের প্রান্ত দেখা যায়।'

মরে যেতে ইচ্ছা হয় — কিন্তু মৃত্যু আর ফিরাবে না
নতুন প্রাসাদ গড়ে ওঠে তিক্ত পুরাতন ভিতে
মৃত্যু কি ভিত্তিও নয়? মৃত্যু কি নিশ্চিন্ত ভালোবাসা!
একে নিতে চায় — অন্যে নয় — অন্যে নিতে পারে কাম
কামও তো যথেষ্ট, তাতে যোগাযোগ আছে, গ্লানি আছে

বহুদিন বেদনায় বহুদিন অন্ধকারে

বহুদিন বেদনায়, বহুদিন অন্ধকারে হয় হৃদয়ের উদ্‌ঘাটন
সে-সময়ে পর্দা সরে যায় প্রাচী দিগন্তের দিকে —
যে-সময়ে মেহগনি খাট ডুবে যায় মেঘে-মেঘে
যে-সময়ে মনোহর প্রত্যভিবাদন নিতে ধানক্ষেতে নেমে আসে চাঁদ
অন্ধকার অবহেলা অন্ধকার বড়ো বেদনার —
সে-সময়ে হৃদয়েরই উদ্‌ঘাটনে ভাসে মুখবাঁধা ঈগলবকের ঝাঁক একই দলে,

হলুদ পাতায় ভরে যায় নন্দীদের বটতলা,
সে-সময়ে তোমাদের বাড়ির কাউকে দেখা গেলে
(এমনকি অতিচেনা রোমশ বিড়াল !)
সিন্দুরের ফোঁটা তার কপালে দিতাম এঁকে, তবে
তোমরা সকলে মিলে বুঝে নিতে সময়সংকেত —
সেই লোকটির হাতে এ-ফোঁটা পরানো হয়েছিলো।

অতি আদরের পথে গলির বারান্দা ভালোবেসে
শেষবার সেই লোক কাহাদের বিড়ালেরই সাথে
করিয়াছে মুখোমুখি দেখা !
অবহেলা তোমাদের, অবহেলা তাহার তো নয় —
অমর নারীর মতো তোমরা করিতে পারো খেলা,
তাহাদের সে-সময় আছে ?
এই তো সেদিন আমরা আমাদেরই জন্মদিনে করেছি গ্রহণ —
বয়সের পরচুলা

বয়স তো কারো একা নয় ?
বয়স দাঁড়িয়ে থাকে কোনো মাঠে স্কেলকাঠি হয়ে —
মানুষ মাপিতে যায়, মানুষী মাপিতে যায়, বালকেরা হাসে —
৫´—৩´´-এ হয়ে যায় মনোরমা কাপ নির্বাচন !
বহুদিন বেদনায়, বহুদিন অন্ধকারে হয় হৃদয়ের উদ্ঘাটন
সে-সময়ে পর্দা সরে যায় প্রাচী দিগন্তের দিকে।

এবার আসি

সবাই বলতো পিঠে একটা কুলো বেঁধে নাও
চলো
পাঁচনবাড়ি উঁচিয়েই আছে
মারের ডগায় সদাসর্বদাই এগিয়ে যেতে পারবে
চলো

যেতে যেতেই এপাশ-ওপাশ দেখা যাবে
মাঝ বরাবর রাস্তা
রাস্তা বলতে সাপ-নাগালে উঠি-মুঠি আলপথ
তাতে পা দিলেই নজরালির তালপুকুর
মিটমিট করছে জমি-জেরাত

সুতরাং, চলো
যেতে যেতেই এপাশ-ওপাশ দেখা যাবে
উড়ো চাল চুড়ো বাড়ি
ঐ তো বদু বুড়োর ছিলো
আজ নেই ?
না।
না মানে, কবলা-কসরৎ দিগ্‌বিদিক ক'রে
মাগ-ভাতারে বদু বুড়ো সাপ্‌টে খুইয়েছে সবই
আছে আছে
সব গেলেই সব যায় না
কিছু আছে
উনুনমাটির গা চিতিয়ে চওড়া হয়েই আছে
ছাই
শপথ করো
হারলেও কেন ছাড়বে না
শপথ করো, কেননা
—ঐখানেই তোমার জিৎ
তুমি মীমাংসার পক্ষপাতী
অবুঝের সঙ্গে লড়ে লাভ ?
ছিঃ

আজই তৈরি করেছি
সাঁকো
যেখানেই থাকো
একবার মন-মন কাজে এলেই হবে

এবারের উৎসবে
কানা-খোঁড়া সবাইকেই চাই
হাতের লাটাই
আর ঘুড়ি
দু-তরফ, হা ভাইজান, থুড়ি
চারোতরফ মিলমিশই তো মেলা
সুতরাং
যেখানেই থাকো
একবার মন-মন কাজে এলেই হবে
এবারের উৎসবে
কানা-খোঁড়া সবাইকেই চাই

চলো চলো
যেতে-যেতেই ইস্টিশান পাবে
ফেরা-ফিরতি লোক দেখবে বিস্তর
কিন্তু ঐ দেখা পর্যন্ত
মুখ-শোঁকাশুঁকি করার সময় নেই
জলের দরে জমি বিকোচ্ছে
হোগলাবনে মটকা মেরে পড়ে আছে রোদ্দুর
বাঁশঝাড়ে লুটপাট আবছায়া

তবু, ও-সব বিচার তোমার নয়
তোমার নয় ছাঁদনাতলা পোটার-পাখি
টিকিটের ওপর কেবলই যাত্রার ছাপ
দোলের রঙে রঙিন কুকুর পথে বেরিয়েছে
তোমার নয় মৌসুমি সমুদ্রের ভারাক্রান্ত প্রসববেদনা
তোমার নয় আদায়-তশিল, ধারকর্জ —
চলো চলো
যেতে-যেতেই ইস্টিশান পাবে
ফেরা-ফিরতি লোক দেখবে বিস্তর
কিন্তু ঐ দেখা পর্যন্তই

মই
কিংবা সিঁড়ি
দুজনেরই বাসনা বিচ্ছিরি
সুতরাং — চলো
যেতে-যেতেই ইস্টিশান পাবে
দাঁড়াবে
পা তুলে বক
আর কিছু না-হোক
ফলারটা বাঁধা
সা রে গা মা পা ধা
স্কুল-পাঠশাল বন্ধ
ফিরতে আনন্দ নয়, যেতেই আনন্দ

ভালো আছো ?
মন্দ কি ?
দুটোই একবগ্‌গা প্রশ্ন
উত্তরের বদলে দক্ষিণ
নাকের বদলে নরুন
ঐ 'বদল' কথাটাকেই সমর্থন করুন
এবার আসি
সাতগাঁয়ে আমিই এক চলার লোক
পথটাও কম নয় নিতান্ত
কেই বা জানতো
পথের দুপাশে খাড়াই
ইচ্ছে করে ছাড়াই
হাড়-মাস পেথক করি
দুর্গা দুর্গা হরি

এবার আসি
সুতরাং, এবার আসি ॥

স্বপ্নের মধ্যে গোয়ালিয়র মনুমেণ্ট, তুমি

স্বপ্নের মধ্যে, শুধুই স্বপ্নের মধ্যে, গোয়ালিয়র মনুমেণ্ট তুমি—
ইটকাঠের স্তূপ রাজস্থানী মার্বেল
তুমি উদার—ঠিকঠাক শপথ রেখেছিলে
তোমায় নিয়ে কবিতা লেখা শুরু করে আমি
মহান খেলনায় গিয়ে পৌছুলাম
এ-বয়স খেলনার নয়, হেলাফেলা সারাবেলার নয়,
রবীন্দ্রনাথের মতন নয় গঙ্গাস্তোত্রে গা ভাসানো
আমার সুসময় দুঃসময় দুটোই অল্প
রেলগাড়ির ব্রিজ আর কত্তোটুকু ? আমি সেই ব্রিজের মতন
অল্পসল্প হাহাকার—ব্রুকলীন ব্রিজ
নই হার্ট ক্রেন আমেরিকান কবির
মিটিঙে সবাই বলে, আমি তোমাকে ট্রেনের সঙ্গে মেলাতে চেয়েছিলাম
অথচ তুমি জানো সবই—আমাদের মিল-মিলন হবার নয়
তুমি দূর ছায়ার মধ্যে গণ্ডোলায় ভেসে বেড়াচ্ছো
আমার স্বপ্নের মধ্যে, শুধুই স্বপ্নের মধ্যে গোয়ালিয়র মনুমেণ্ট,
আষ্টেপৃষ্ঠে গোয়ালিয়র মনুমেণ্ট ইটকাঠের স্তূপ
রাজস্থানী মার্বেল
তুমি উদার—ঠিকঠাক শপথ রেখেছিলে।

প্রথম ফুল ফোটার দিনে একঝলক কিশোরীর আলুথালু
অলিগলি পেরিয়ে পেয়েছিলাম তোমার, কবিতার
সিঁড়ি—একলা অবাক নির্জন সিঁড়ি—যা কোনোদিন
প্রাসাদে পৌছায় না
শুধুই সিঁড়ি, একলা অবাক নির্জন সিঁড়ি আর
কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো—
দূর ছাই ! কি পাগলের মতন আবোলতাবোল—
কবিতা লেখার কথা আমার
সিঁড়ির কথা রাজমিস্তিরির, হলুদবাড়ি—তাও রাজমিস্তিরির
কবিতা লেখার কথা আমার

স্বপ্নের মধ্যে, শুধুই স্বপ্নের মধ্যে গোয়ালিয়র মনুমেন্ট তুমি —
ইটকাঠের স্তূপ রাজস্থানী মার্বেল
তুমি উদার — ঠিকঠাক শপথ রেখেছিলে
হাতের পরে মাথা রেখেছিলে, দুই উরু ভ'রে রেখেছিলে কার্পাস
শুধু চীনেবাদামের খোসা ছড়ানো আমার কবিতার সঙ্গে
মিশ খাচ্ছে না
এয়ারকণ্ডিশনিং-এর ক্ষেত্রেও বাদামের খোসা নিষিদ্ধ।
তাম্রকূট আইন ক'রে বন্ধ করা, দূর ছাই! চুম্বন নিষিদ্ধ
কবিতার কাছে যতো কথা জড়ো করছি ততোই ছড়িয়ে পড়ছে
তোমার-আমার মনের স্বপ্নের সাধের মতন — বাতাস নেই,
গাবভেরেণ্ডার পাতা নড়ছে না — জোয়ারের জল
তবু ছড়িয়ে পড়ছে, শুধুই ছড়িয়ে পড়ছে।

হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান

হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান ঘুরতে দেখেছি অনেক
তাদের হলুদ ঝুলি ভ'রে গিয়েছিলো ঘাসে আবিল ভেড়ার পেটের মতন
কতকালের পুরোনো নতুন চিঠি কুড়িয়ে পেয়েছে
অই হেমন্তের অরণ্যের পোস্টম্যানগুলি
আমি দেখেছি, কেবল অনবরত ওরা খুঁটে চলেছে
বকের মতো নিভৃতে মাছ
এমন অসম্ভব রহস্যপূর্ণ সতর্ক ব্যস্ততা ওদের —
আমাদের পোস্টম্যানগুলির মতো নয় ওরা
যাদের হাত হতে অবিরাম বিলাসী ভালোবাসার চিঠি আমাদের
হারিয়ে যেতে থাকে।

আমরা ক্রমশই একে অপরের কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছি
আমরা ক্রমশই চিঠি পাবার লোভে সরে যাচ্ছি দূরে
আমরা ক্রমশই দূর থেকে চিঠি পাচ্ছি অনেক

আমরা কালই তোমাদের কাছ থেকে দূরে গিয়ে ভালোবাসা-ভরা চিঠি
ফেলে দিচ্ছি পোস্টম্যানের হাতে
এরকমভাবে আমরা যে-ধরনের মানুষ, সে-ধরনের মানুষের থেকে সরে
যাচ্ছি দূরে
এরকমভাবে আমরা প্রকাশ করতে যাচ্ছি নিজেদের আহাম্মুক দুর্বলতা
অভিপ্রায় সবই
আমরা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের দেখতে পাচ্ছি না আর
বিকেলের বারান্দার জনহীনতায় আমরা ভাসতে থাকছি কেবলি
এরকমভাবে নিজেদের জামা খুলে রেখে আমরা একাকী
ভেসে যাচ্ছি বস্তুত জ্যোৎস্নায়
অনেকদিন আমরা পরস্পরে আলিঙ্গন করিনি
অনেকদিন আমরা ভোগ করিনি চুম্বন মানুষের
অনেকদিন গান শুনিনি মানুষের
অনেকদিন আবোলতাবোল শিশু দেখিনি আমরা
আমরা অরণ্যের চেয়েও আরো পুরোনো অরণ্যের দিকে চলেছি ভেসে
অমর পাতার ছাপ যেখানে পাথরের চিবুকে লীন
তেমনই ভুবনছাড়া যোগাযোগের দেশে ভেসে চলেছি কেবলই—
হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান ঘুরতে দেখেছি অনেক
তাদের হলুদ ঝুলি ভরে গিয়েছে ঘাসে আবিল ভেড়ার পেটের মতন
কতকালের পুরোনো নতুন চিঠি কুড়িয়ে পেয়েছে
অই হেমন্তের অরণ্যের পোস্টম্যানগুলি
একটি চিঠি হতে অন্য চিঠির দূরত্ব বেড়েছে কেবল
একটি গাছ হতে অন্য গাছের দূরত্ব বাড়তে দেখিনি আমি।

একটানা এক-জীবন

জলের ওপর ভাসতে ভাসতে অর্ধেক জীবন খরচ হয়ে গেলো
বাকিটা ডুবেই থাকবো
দেখি না কী হয় ?
আগে ছিলুম জাহাজ আর নৌকো-ডিঙির সঙ্গী-সাথী
আশেপাশে সাঁতারু সিন্ধুশকুন আর উড্ডুক্কু মাছ ছিলো না কি আর ?
সকলে ছিলো —
তাদের অনেকের সঙ্গেই ছিলো ইয়ার-দোস্তি
সপ্তাহান্তে ঢেউ-ঢেকুর বিয়ে-আর-থার নেমন্তন্নও জুটতো
নৌক-নকুতো ছিলো সবই ; রাজনীতি পার্টিমিটিং শোকসভা

আজ শেষের জীবনটা নিয়ে এই সব চেনাজানা ভাসার
পরিবেশ ফাঁকা ক'রে
আমি এক চুমুকে ডুবে যাবো
দেখি না কী হয় ?
কিছুই না হলে দেশভ্রমণ আমার রোখে কে ?
সবার জন্যে তো আর একটানা একজীবন হয় না !

স্মরণিকা

কবি দিলীপকুমার সেনের স্মৃতি

এখন তুমি প্রত্যেক কবির পাশে রয়েছো শুয়ে
বালিশের ঝালরের উপর তোমার হলুদ চুলের রাশি
লুটোচ্ছে পাট-খোলা গরদের মতো
তুমি সকলের কানে কানে বলতে এসেছো
নির্বাচন করে দিতে এসেছো ইস্টিশান আর রেল-গাড়িতে
তোমার কপাল আর পাথরের নখ টেলিগ্রাফের তারে গাঁথা
তুমি কখনো সাহারানপুরের পোস্টবাক্সে ফেলোনি চিঠি

তুমি কখনো ইঁদুর মারোনি সেঁকোবিষে
কখনো তুমি ময়দানের পাথরের ঘোড়া জড়িয়ে ধরে আক্রমণ
করোনি চীন
এখন তুমি প্রত্যেক কবির পাশে রয়েছো শুয়ে
বালিশের ঝালরের উপর তোমার হলুদ চুলের রাশি
লুটোচ্ছে পাট-খোলা গরদের মতো।

সে-রাতে ঝলক বৃষ্টিতে ধুয়ে গিয়েছিলো ঘাটের রানা
ভোর নাগাদ বট আর যজ্ঞডুমুর মাটিতে পড়ে ফেটে
যাচ্ছিলো অবধারিত শব্দে
সুপারি গাছের ডানা খসে যাচ্ছিলো হাওয়ায় হঠাৎ
তুমি সকটিমাত্র ডুব-সাঁতারে দীর্ঘনিঃশ্বাসে পার হলে অকূল জল·
জীবনের বেদনা মরণের বেদনার কাছে ধুলিলুণ্ঠিত হলো।

সেবার আমরা গণতান্ত্রিক জুলিয়াসের রোমদেশে ঘুরেছি কতোই
রুশোর বেদে শুয়েছিলো মরুভূমির বালিয়াড়ির গভীরে
আমাদের কাছে
তার পোষা সিংহের ডাক আমরা শুনেছি কালরাতে
আমাদের স্বপ্নের স্টীমারগুলি ভরে গিয়েছিলো রুপোলি মাছে
সেদিন বুঝেছিলাম তুমিই সেই আবলুশ সিংহের
পিঠে চড়ে বিদ্যুতের মতো
পৃথিবীর এপার থেকে চিড় ধরাবে মার্বেল।

তোমাকে নিয়ে আমি একবার রাসতলায় ঘুরে আসবো ভেবেছিলাম
পথের পাশে ডালিম ফুটেছিল খুব
পৃথিবীতে আমরণ প্রেম আর শয়নঘর ছাড়া কিছু নেই
তোমার কবিতার ভিতর অমানুষিক পরিশ্রম ছিলো
অথচ লুডোর ছকে এককালে ছক্কা ফেলেছিলে
এখন তুমি প্রত্যেক কবির পাশে রয়োছো শুয়ে
বালিশের ঝালরের উপর তোমার হলুদ চুলের রাশি
লুটোচ্ছে পাট-খোলা গরদের মতো।

নাম জীবন

চোখ ফেলে মাটি কুপিয়ে বেড়াই।

হাওয়ায় ওড়ে ফুরফুরিয়ে প্রজাপতির মতন পাখ্‌না ভরা

নরম রোদ্দুরে পোড়া মাটি, বেঁস, বালি আর কাঠগুঁড়ো,

—সব জায়গার মাটি তো আর সমান নয়!

তাকে জো-সো করতে দুটো-একটা চন্দন সাবানের দরকার,

গা তকৃতকে করতে দরকার তুরস্ক তোয়ালে,

এছাড়া, খুরপি, নিড়ুনি নাগালের মধ্যে চাই।

বাগানে বচসা চলবে না, ঠায় ধ্যান,

করাতকলের শব্দও নয়।

শুধু একটানা, অবিরাম কানের কাছে শরীর টেনে শামুকের মতন

পাতায় কথা বলা,

শুধু ঝোপ বুঝে কোপ বসানো!

শেষমেশ, বুকের কাছের নরম মাটিতে ফুটন্ত টগর বসিয়ে চৌ-চম্পট—

সটান ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

এরপর তো আছেই সপ্তাহান্তে লোকসস্কর এনে কীর্তির দিকে

আঙুল তোলা—

যায় যায় বললেও, সব যায় না—কিছুটা থাকেই

যার নাম জীবন।

আবার একা একা সেই ঘরের পাল্লা দুটোর মতন

অষ্টপ্রহর তোমার খবর নিতে আমার কাছে লোক আসছে
আসল ব্যাপারটা ওদের কারুর কাছে ফাঁস করিনি, তাই রক্ষে
নতুবা, তোমার আবার আলাদা করে খবর কী ?

আমি তোমার ঘরের সেই পাল্লাদুটোর মতন বন্ধ
কেউ আচমকা এলেই ঠোক্কর খাবে
পাল্লার গায়ে লট্‌কানো মন্তব্য : আছো, কি নেই—

লোকজনের স্বভাব-টভাব আজো ঠিক সেইরকমই আছে কিন্তু
হক্ কথা বললেও ফুটো খুঁজে অন্দর ত্যাখে
মানতে চায় না, ভেবে দেখবে বলে
হাত চেপে আঁধারের কাছে নিয়ে পকেট পালটায়,
মুখে-মনে, টাকা থেকে চাবি আর চাবি থেকে টাকার প্রসঙ্গ।

সত্যি বলতে কি—
এ হেন খবরদারি আমার মন্দ লাগছে না
এক হিসেবে সেই তোমার ব্যাপারেই ব্যস্ত তো।
আসল ঘটনা কিন্তু কারুর কাছে ফাঁস করিনি—
তুমি বলেছিলে, যোগাযোগ তুলে নাও
কথা চালাচালি বন্ধ করো
ঠিক সেইটুকুই করেছি।
তবু, জ্যোৎস্নারাতে এক এক দিন এমন পাগলামি ভর করে
আমি আমার বাঁশের যোজনা পেতে
বসে থাকি অলক্ষ্যে তোমার···
তুমি টের পাবার আগেই আমি সাবধান।
আবার একা একা সেই ঘরের পাল্লাদুটোর মতন বন্ধ
কেউ আচমকা এলেই ঠোক্কর খাবে।

ধীরে ধীরে

ধীরে ধীরে
যেভাবেই হোক
বদলে নেবো
বদলে বদলে নেবো
মানুষ মানুষে গাছে গাছ
সিংদরজা আনাচ-কানাচ
বদলে নেবো
বদলে বদলে নেবো
ধীরে ধীরে
যেভাবেই হোক
বদলে নেবো

ছেঁড়াখোঁড়া ইজেরের ফুটো
কনুই পর্যন্ত ভাঙা মুঠো
বদলে নেবো
সহজ পোশাকে
আকর্ণবিস্তৃত মুখ ঢাকে
ঠায়সন্ধ্যা পিছল গলির
চলি
চলি, দেখে আসি
বেজেছে আঘাটা-ছাড়া বাঁশি
কিনা
কোন্ রাজ্যে রয়েছে নবীনা
বিপ্লব
যেভাবে হোক
বদলে নেবো
বদলে বদলে নেবো।

সে, মানে একটা বাগানঘেরা বাড়ি

সে, মানে একটা বাগানঘেরা বাড়ি
ঘরদুয়ারের ওপরই ডাকবাক্স
হঁ্যা, পিছনেও একটা ঘোরানো সিঁড়ির ব্যবস্থা আছে
তার মন তো আর তোমার মতন পরিষ্কার নয়
সপ্তাহান্তে মেথরের বন্দোবস্তটাও পাকা।

মোটের ওপর, চলনসই করে রাখাটার নামই জীবন
এই তো জানি
উদোমাদা চণ্ডীচরণ
যা হাতে দেয় তাতেই মরণ !
সেরকম কিছু নয় সে —
বরং ছেঁড়া কাঁথা ফর্সা করে, ছিন্নভিন্ন খুঁট কাঁখে গুঁজে
থল্‌বল্‌ হাঁটায় দুরন্ত
সাঁতারের ব্যাপারটাও মনে রেখেছে।
সুতরাং তাকে আমি কিছুতেই দোষ দিতে পারি না
দোষ নয় তো যেন সাবান
হাতে তুলে গায়ে মাখার অপিক্ষে।

সে মানে একটা বাগানঘেরা বাড়ি — আগেভাগেই ব'লে রেখেছি
ঘরদুয়ারের ওপরটায় ডাকবাক্স
ফিরিঅলা থেকে ডাকপিওন তাকে ছেড়ে সব্বাই
নট্‌ নড়ন-চড়ন ঠকাস্‌ —
মরণ আর কি! দু-পা এগিয়ে ছাখ না বাপু
আমার জায়গাটায় আবার দাঁড়িয়ে ভিড় করা কেন ?

কোন্ পথে

একটা বিষয় গোড়া থেকেই স্থির থাকা দরকার—
কোন্ পথে ?
কোন্ পথে গেলে আর আমাদের ফিরে আসতে হবে না।
চৌকিদারির অভাবে ভিটে-মাটি ভদ্রাসন সব কিছু চুলোয় গেলে
পা ছড়িয়ে কাঁদতে হবে না
আমরা, যারা একবার বেরিয়ে এসেছি
তাদের আর ফিরে যাওয়া চলে না।

পথ বেরিয়ে প্রান্তরে পড়ে
নদী বেরিয়ে সমুদ্রে—
এই তো নিয়ম।
আমরা নিয়ম-মাফিক পথ, পথ থেকে প্রান্তরে হাজির,
নদী থেকে সমুদ্রে···
তোমার হৃদয় থেকে বহিষ্কারের আদায় নিয়ে,
অন্য হৃদয়ে বসবো
কাকপক্ষীও টের পাবে না, পথিকের আবার বাস-বিষণ্নতা কি ?
যেখানে পথ সেখানেই পথিক
ইতিমধ্যে, পান্থশালায় রাত তো আর কম কাটেনি।

অনেকগুলো শব্দের কাছে

অনেকগুলো শব্দের কাছে আজ আমার ছুটি মিলেছে
তাদের প্রতি লোক-লৌকিকতাও বন্ধ
ওই যে কথায় বলে না—এপাড়ার দিকেই এসেছিলুম, তাই
মন-মন কাজে একবার ঘুরেও যাচ্ছি—
অমন আদিখ্যেতার সাঁতারে আমায় আজ আর ভাসতে হবে না
আমি আমার যথাসর্বস্ব নিয়েই ঘন মজ্জন ডুব দিলুম

শব্দের বেড়াতে যদি হাত পড়ে তবে যেন নিজের মাথা খাই
কাল-ভৈালা মেয়েলিপনা আর আখুটে অভিমান আমায়
জোড়া হাতেই বেঁধেছে আজ
বেশ আছি, শব্দ ভুলে ন্যাংটো
ফুটো ইজেরে হাওয়া খেলছে
বীজ পুঁতে জল সইছি, মাতব্বর ব্যক্তি হে!
শীতের রুজুরুজু শাল-দোশালায় গা ঢাকবো নাকি—
বাবুদের মতন ?
পরনের তেনায় টান তো পড়বেই
ওপর-নিচ খড়ে-ছাওয়া কোনো ভদ্দরলোকের কাজ নয়.
সুতরাং, আসি
চোত-বোশেখের মেলায় দেখা হবে, কবুল করে
চৌ-চম্পট দি—

আসি···
অনেকগুলো শব্দের হাত থেকে রেহাই মিলেছে
গেরস্ত কথায়—ছুটি,
আসি, বচ্ছরকার কাজ মন দিয়ে ক'রো—
পাঁচে-পাঁচজনে কাঁধ দিলে মড়ার চাপ তেমন দুঃসহ ঠেকবে না।

কাল রাতে জাগিয়ে রেখেছিলো আমায় পুরানো চাঁদ

কাল সারারাত অতিশয় স্বপ্নে স্বপ্নে বিদ্যুচ্চমকে জাগিয়ে রেখেছিলো
আমায় পুরানো চাঁদ-
পাল্লাদাস ক্ষণে ক্ষণে আমায় সেই স্বপ্নচ্ছায়াময় ঘুম থেকে জাগিয়ে বলেছিলো
এই তো গ্রীসদেশ, এখানে কেউ ঘুমায় না—
তখনই চাঁদ অস্পষ্ট কালো এক ঝিনুকের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলো
আমার আর গ্রীসদেশ দেখা হলো না—
দেখা হলো না পাল্লাদাসের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে

অসচরাচর গ্রীসের হাজার হাজার বছরের শৌখিন সমাধিস্তবক
বাগানের ফুল

সারারাত অকুণ্ঠ নতুন মৌসুমির মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম আমি
মেঘের খাঁজে খাঁজে ছিলো আলো আর আঁধার
রূপসীর বগলের কনিষ্কেরাসের মতো
কঙ্কালের পাঁজরের মতো, নতুন ভয়েলের মতো ভেসে বেড়াচ্ছিলো মেঘ
আমার মাথার উপর
আমার করুগেট ছাদের উপর গোলাপায়রা ছুটি-হওয়া ইস্কুলের মতন
বসেছিলো
এতো আলো, মেঘ এতো, শেফালিতলা ভরে মখমলের মতো এতো
সনির্বন্ধ গাঁদাফুল
আমারও কাজে লাগলো না আজ
যেমন বিষণ্ণভাবে আমি
যেমন বিষণ্ণভাবে ভগবানের সঙ্গে কথোপকথন করে ব্রাহ্মণ
তেমনভাবে আমার অল্পবিস্তর স্মৃতির সঙ্গে গা ঘষছিলাম আমি
মাঠের গাভী যেমন শিমূল গাছে, কিংবা বেড়াল যেমন মুঠিভরা থাবায়
তেমনভাবে তোমার স্মৃতিগুলি কররেখা আঁচ করার মতো
মুখের উপর তুলে ধরছিলাম আমি
কাল সারারাত অতিশয় স্বপ্নে স্বপ্নে বিদ্যুচ্চমকে জাগিয়ে রেখেছিলো
আমায় পুরানো চাঁদ
তোমাদের উঠানের সঙ্গে সাগরের এক গোপন বৈঠকে আমি
তরণীমুক্ত যাত্রীর মতো বিহ্বলতায় সরে গিয়েছিলাম
কাল সারারাত ধরে এক অন্ধকার গ্রীসদেশে পাল্লাদাসের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে
কিছুই দেখিনি আমি
কতোদিন সমাধি-প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে এসেছি
টেলিফোন করে তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবো বলে বেরিয়ে আর
নিজের সমাধি খুঁজে পাচ্ছি না
যেখানেই দাঁড়াই সবাই বলে—আমিও একা আছি—তুমি ঢুকে পড়ো
কয়েকদিনের জন্য থেকে যাও
কতো লোক তো ভুবনেশ্বরে বেড়াতে যায়—ছুটিছাটায়—
তাদের অনন্ত আতিথ্যে মনে পড়েছিলো তোমাদের কথা কালরাতে

স্বপ্নে স্বপ্নে বিদ্যুচ্চমকে পুরানো চাঁদে
তোমরা সকলেই তোমাদের আপনাপন কবরে শুয়ে রয়েছো
তোমার বোন চারুশীলা পরীক্ষার পর কবরে শুয়ে আমার কবিতা
কাঠি দিয়ে ঘেঁটে ঘেঁটে দেখছে—
কোথায় ওর দিদির কথা, কোথায় বা ওর দিদির প্রতি তরুণ কবির প্রেম।

একটি তারা দেখে দ্বিতীয় তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে কবর থেকে মুখ বাড়িয়ে—
মঙ্গল করো
কলকাতার মৌলালিতে পাইপের ভেতর অমন মুমুক্ষু দেখেছি আমি অনেক
বৃষ্টির দিনে দেখছে সঞ্চরমাণ ট্রাম স্টিমারের মতো
কালরাতে এমন অন্ধকার গ্রীসদেশে ঘুরেছি আমি অনেক

নতুন মৌসুমির পানে হাত পেতে কাল সারারাত আমি চাকুরিপ্রার্থী
চাঁদের প্রতি তাকিয়ে বসে ছিলাম
আমাদের উঠানে ছেলেদের রবারের বল একটি পড়েছিলো
আমাদের উঠানে ইমারত তৈরি হবার উপযুক্ত কড়িবরগা ছিলো পড়ে
আমাদের উঠানে উলোটপালোট খাচ্ছিলো
পাল্লাদাসের সমাধিফলকে দুর্নিরীক্ষ ডার্জ…

কিছুক্ষণ আগে গ্রীস থেকে বেড়িয়ে ফিরলাম আমি
যারা যারা আমায় নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলো
তাদের সকলের সমাধি আমি অন্ধকারে এসেছি দেখে
এপিটাফ এপিটাফ এপিটাফে ভরে গিয়েছি আমি
চৌরঙ্গির দশফুট উঁচু দেয়ালের মতো পোস্টারে ভরে গিয়েছি আমি
তোমায় লেখা চিঠি আমার দেড় বছর পরে ফিরেছে কাল—
এপিটাফ এপিটাফ এপিটাফে ভরে গিয়েছি আমি
কাল সারারাত অতিশয় স্বপ্নে স্বপ্নে বিদ্যুচ্চমকে জাগিয়ে রেখেছিলো
আমায় পুরানো চাঁদ।

বাড়িবদল

বাড়ি বদল করতে আমার ভীষণ ভয়
চিরকালের চেনাজানা এঁদোপচা গলি হারিয়ে—
অনেকে কাছে তো রাজপথ ভারি আদরের
অ্যাশফল্ট-রোড, পাম অ্যাভেন্যু
দুপাশে নীল নতুন আলোয়
তুলোর মতন হাওয়ার সাঁতার—
অনেকের মতন আমার এ-সবে সায় নেই
আমার ধাঁচটা গরিবিআনায় আপাদমস্তক ঢেঁকা
ছেঁড়াখোঁড়া পেন্টুল পরনে
লোকটাও সাবেকি
বুট হাতে খালি পায়ে এন্টে পর্যন্ত কাপড় ফাঁকা
বর্ষার ময়দান পার হয়ে যাই…

তোমরা যাকে বলো, ওরিজিন্যাল
নাঃ, তেমনও আমি নই
স্বভাব ঢেকে পেটকাপড়ে পরের বাড়ি থেকে ধার আমি আনতে পারি না
মুচি-মেথর বলতেও আমি
রেশনকার্ডের কত্তা—তাও আমি
নামের ডগায় বাতিল শ্রীটুকু লাগাতে পিছ্‌পাও নই।

যাক্ যা বলছিলুম—বাড়ির কথা
সেই আমি হঠাৎ বাড়িবদল করে বসেছি
ভেতরে-ভেতরে ইচ্ছে—এই নতুন-পাওয়া বাড়িতে
আত্মহত্যার কাজটা সেরেই নোবো
পুরোনোর অনুনয়-বিনয় নেই, পিছটান নেই
সুতরাং অবাধ মৃত্যু এখানে আমার রোখে কে ?

মজা হোক — ভারি মজা হোক

তোমায় একটা লাল বুলবুলি কিনে দেবো, ঢেউয়ের মতন ঝুঁটি তার
এখন একটু চুপটি করে বসে থাকো
আমি একটি হাত টেবিলের তলা দিয়ে বাড়িয়ে দিয়েছি, সেই হাতে
ভুবন ধরার মতো তোমার পদতল ধরে রাখো
আমিও চুপটি করে বসে থাকবো
তুমি আমায় একটা লাল বুলবুলি কিনে দেবে
ঢেউয়ের মতন ঝুঁটি তার
আমরা দুজন ওদের আদর-আহ্লাদের ফাঁকে ফাঁকে
নাচ-নাচুনি কোঁদল দেখবো।
আমি বিষয়টা খুব নম্রভাবেই শুরু করতে চাই
চুলের টায়রা থেকে শুরু করার উচ্চাভিলাষ আমার নেই
বুলবুলিটা কথার কথা — বলতে হয় বলেই বললুম
ঘুষ-ঘাষের কথা নয় তো!
তবু একটা চেড়ার আড়াল, একটা ফর্ম থাকা ভালো।

তোমার বুক দেখলে আমার মেদিনীপুরের কথা মনে পড়ে
দেশ-গ্রাম নয় — স্রেফ্ ঐ মেদিনী শব্দটা
নাম বদলে মাঝে-মাঝে 'মেদিনীদুপুর' করতেও ইচ্ছে হয় —
দুপুর, মানে দুখানা, দুখানা মানে দু-বুক…

এতো খুলে না বললেও চলতো, চেড়ার আড়াল তো
মোটামুটি পছন্দই করো
তবু আচারের তিজেল খুলে হাত গুটিয়ে বসে থাকে সাধ্য কার? একা?
বিষয়ের মুখোমুখি?
সমালোচকের কানে গোঁজা পেন্সিল তক্ষুনি গদ্যপদ্য কাটাছেঁড়া করতে
নেমে আসবে না?
বহুকাল বাদে তোমাকে পেয়েছি, তোমায় পেয়ে আমাকেও পেয়েছি
ভারি মজা করার ইচ্ছে হচ্ছে কিন্তু
এসো, দুজনেই আঁধার করা টেবিলের তলে সেঁধিয়ে পড়ি

মজা হোক—ভারি মজা হোক একখানা
বিনি টিকিটে বহু লোককে হাসানো যাক
ঐসব মন-খারাপ মজাদিদি ব্যাঙ-বাবাজি লোক ঠেকিয়ে
ভীষণ মজা হোক।

সবার কাছে

সবার কাছে
একটি নতুন বিদায় নেবার বার্তা আছে…
যাই ?
চঞ্চলতার আড়ালে তার সবখানি না পাই,
পাচ্ছি কিছু।
আমার মতো নম্র শামুক, ঐখানে তো মুখটি নিচু !

যেন অথৈ জলের ভারী
আমার দুঃখ-সুখের তরী, ঐরাবতের ও কাণ্ডারী…
যাই ?
চঞ্চলতার আড়ালে তার সবখানি না পাই,
পাচ্ছি কিছু।
আমার মতো নম্র শামুক, ঐখানে তো মুখটি নিচু !

দুজনে নিই একজীবনের সন্নিহিতি

আসলে তার মন্দ-ভালোয় আমিই রাজা
পারলে দু-হাত গর্ত খুঁড়ে কুণ্ড সাজা,
দুজনে নিই একজীবনের সন্নিহিতি।

সবায় কি আর মানায় এমন স্বয়ংবরায়
রাখালে রাজহংস চরায়!
তাই কি রীতি?

দুজনে নিই একজীবনের সন্নিহিতি।

মন্দিরে, ঐ নীল চূড়া

মন্দিরে ঐ নীল চূড়াটির অল্প নিচে তিনি থাকেন
একমুঠি আতপের জন্যে ভিক্ষাপাত্র বাড়িয়ে রাখেন
দিন-ভিখারি

অদূরে দেবদারুর সারি
ঘন ছায়ার গুহার দ্বারায় আকাশ ঢাকেন
মন্দিরে, ঐ নীল চূড়াটির অল্প নিচে তিনি ঢাকেন।

যার যা কিছু
সস্তা, মোটা, উচ্চতাময় কিংবা নিচু
বিঘৎখানেক দীর্ঘ এমন ডাল থেকে তাঁর
এই উপহার সংগৃহীত তুচ্ছ জবার।

সামান্য হয়
তাঁর পূজাতে নষ্ট সময়

এবং তিনি
আমার চেয়ে ভালোবাসেন তরঙ্গিণীর
দু-হাত ফাঁকা, রক্তে মাখা ওষ্ঠ, করুণ —
চায় না ক্ষমা তরঙ্গিণী পাপের দরুন।

হয় না কোনোই রফা

সর্বনাশের আশায়
আমি পোড়াচ্ছি এই বাসা
কিন্তু, পুড়েও পুড়ছে না

নকল যতো খবরদারির
মধ্যে আছেন বাঘ-শিকারী…
জুড়েও জুড়ছে না
কপাল আমার কপাল
ফলে, হয় না কোনোই রফা ॥

তেইশ বসন্ত আর তেইশ কুকুর

তেইশ বছর বসন্ত আর ঘুরছে তেইশ কুকুর সঙ্গে
হৃদয় আমার হৃদয়, এখন উৎপীড়িত কোন্ ভ্রূ-অঙ্গে ?
ওলোট-পালোট অজানা পথ, চারদিকে নিবদ্ধ কাঁটায়
এই দেহ তো বন্দী যীশুর ? চুম্বনে তাই ওষ্ঠ আঁটা
এবং সটান, নম্র আঁখির দৃষ্টিতে তার মুখটি পোড়ে…
এই বিদেশে ভাগ্য ঘোরে !

মন্দ ভালো এক জোনাকির সঙ্গে থাকি।
পুচ্ছে তরল অগ্নি শুধোয় : সাঁতার শিক্ষা চলছে নাকি?

সামনে তুফান, সেই গরজে পাহাড়চুড়োয় পরথ করা
আর জীবনে ভাসানো নয় দু-হাতে পিত্তলের ঘড়া…
মুহুর্মুহু কোন্‌ পিপাসায় বুক জ্বলে লবণ-তরঙ্গে—
তেইশ বছর বসন্ত আর ঘুরছে তেইশ কুকুর সঙ্গে ॥

অব্যর্থ শিউলির গন্ধে

এখনো ছড়িয়ে আছে তার টুক্‌রো-করা ছবিখানি
বিস্তৃত কাপড়ে দাগ, মর্চে-পড়া সোনালি-হলুদ
এতো যে মূলধন ছিল, তার কিন্তু সামান্যই সুদ
বাৎসরিক জন্মদিন! কিংবা সেই একত্র-হারানি
রেখে গেছে নামমাত্র স্মৃতি, যেন দেয়াল-লিখন

অথচ কি স্পষ্ট ছিল একদিন, উচ্চারণময়
দেয়াল, অলিন্দ জুড়ে ডাঁই-করা সবুজ-সংগ্রহ
হিমানীর—রেখে গেছে যেন দ্রুত যাবার সময়
স্টেশন প্ল্যাটফর্মে বোঝা, সে-ও করে উত্ত্যক্ত আবহ
হিমানীর মতো নয় চুপচাপ, যেখানে যেমন

রাগ বা বিরক্তি নেই প্রাণহীন এদের উদ্দেশে
বরং একাকী দিন যাপনের শান্ত কলরব
এইসব, আপাত দুর্জ্ঞেয় বস্তু, অন্ধকারে ভেসে
কাছে আসে, হিমানীর স্পর্শ পাই—নতুন উৎসব
মধ্যরাতে অব্যর্থ শিউলির গন্ধে দগ্ধ হয় বন।

আমার মধ্যে এক যাদুকর

তোমাকে দাঁড় কিংবা পাহাড়, কোন্ নদীতে ভাসিয়ে আসি
ময়ূরকণ্ঠী তোমায় দিলাম, পাতার ভেলায় আপনি ভাসি···
সেই আনন্দে
জীবন নামক জটিলতার হিসেব-নিকেশ দুদিক বন্ধ।

করবো যখন
সমস্ত সংসারের মধ্যে বিস্তৃত মন
ভবিষ্যতে
পাহাড় থেকে নামবো নিচে, গরঠিকানী দামাল স্রোতে
সামাল দিতে উঠবো যখন ··
সেই আনন্দে
জীবন নামক জটিলতার হিসেব-নিকেশ দুদিক বন্ধ।

হয়তো মিছেই
সেই ত্বরাতে নামছি নিচে
মনঃস্থাপন
হয়নি করা ও ঘর-গড়া, স্বপ্নে যেমন
মেঘ আসে আর বৃষ্টিতে হয় ছিষ্টিমুখর
আমার মধ্যে ভর করেছে এক যাদুকর···
সেই আনন্দে
জীবন নামক জটিলতার হিসেব-নিকেশ দুদিক বন্ধ।

মধ্যবর্তী বিষণ্ণতা

একপায়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি, জনসভার মধ্যে যেমন
বাঁশের দণ্ডে নীল পতাকা, তেমনি একা দাঁড়িয়ে আছি
আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দী যেন ঐ মনুমেণ্ট আকাশ ফুঁড়ছে—
ফলত, দোষ আমার, আমি প্রেরণাময়, উচ্চাকাঙ্ক্ষী।

তুমি আমার দোষ ধরেছো—সিঁড়িতে কোন্ কৃপণতার
আভাস মেলে এলে এমন স্বৈরাচারী—কোন্ পথে যাই ?
উঁচু-নিচু দু-পথে কি পথে কি পথিকশূন্য পথের বাঁচাই
তোমার লক্ষ্য ?   তাহলে ঠিক মধ্যবর্তী বিষণ্ণতা।
এবার একটি গল্প বলি, গল্প কথার কারসাজিতে
তার আগাপাশ্‌তলার সুশ্রী মনোহরণ মর্মঘাতের
গল্প বলি, থম্‌কে থাকো—কোন্‌দিন নিঃসঙ্গে দিতে
সঙ্গ এমন, এক পা তুলে ? সংশয়ী জল বইছে খাতে—

মন্দ ভাকি। মধ্যবর্তী বিষণ্ণতায় পান্‌সি ভারি
তেমনি একা দাঁড়িয়ে আছি, আদেশ-মান্য এই আনাড়ি,
দোষ যত থাক্ একটি গুণে সে-সর্বস্ব সমাবৃতই
বাইরে-দূরে যাবার সময় চিরটাকাল সঙ্গে নিতো!

এক অসুখে দুজন অন্ধ

আজ বাতাসের সঙ্গে ওঠে সমুদ্র, তোর আমিষ গন্ধ
দীর্ঘ দাঁতের ও ঢেউ নীল দিগন্ত সমান করে
বালিতে আধ-কোমর বন্ধ
এই আনন্দময় কবরে
আজ বাতাসের সঙ্গে ওঠে সমুদ্র, তোর আমিষ গন্ধ।

হাত দুখানি জড়ায় গলা, পাঁড়াশি সেই সোনার অধিক
উজ্জ্বলতায় প্রখর কিন্তু উষ্ণ এবং রোমাঞ্চকর
আলিঙ্গনের মধ্যে আমার হৃদয় কি পায় পুচ্ছে শিকড়—
আঁকড়ে ধরে মাটির মতন চিবুক থেকে নখ অবধি ?

সঙ্গে আছেই
রুপোর গুঁড়ো, উড়ন্ত নুন, হল্লা হাওয়ার মধ্যে, কাছে
সঙ্গে আছে
হয়নি পাগল,
এই বাতাসে পাল্লা-আগল
বন্ধ করে
সঙ্গে আছে···
এক অসুখে দুজন অন্ধ !
আজ বাতাসের সঙ্গে ওঠে সমুদ্র, তোর আমিষ গন্ধ।

ইতস্তত ময়ূর ঘোরে এই অরণ্যে

ইতস্তত ময়ুর ঘোরে এই অরণ্যে সমস্তদিন
পাতায় ডালে জড়িয়ে থাকে এক লহমার হাজার ডাকে
ইতস্তত ময়ুর ঘোরে এই অরণ্যে সমস্তদিন···

আর কিছু নেই
স্তব্ধ খামার
কোন্ মহিমায় নবীন জামার
সর্ব অঙ্গ ডুবিয়ে দিতেই
ময়ুর হলেন উচ্চকণ্ঠ ?
সে ধিক্কারে ঝাড়লণ্ঠন
মেজের পড়ে ভাঙলো মাটি
আঁধারে, এই বাংলো গভীর—অরণ্য খায় দাঁতকপাটি

অল্প হলেও জায়গা আছে

এইখানে, তার ছন্নছাড়া ব্যথাকাতর বুকের কাছে
অল্প হলেও জায়গা আছে
জমির তেমন দর বাড়েনি মফস্বলে
কারণ ? শোনো এক পা হলে
কেউ ফেলে না সহস্র পা ।

তাই এখানে বুকের কাছে
অল্প হলেও জায়গা আছে
বসত জমির ।

টবের ফুলগুলোকে দাও

পুঞ্জ-পুঞ্জ মেঘ করে, কার্নিশে ছড়ানো লাল জামা
এইবার তোলো, নয়তো ভিজে যাবে উচ্ছ্রিত পশলায়
ফুলের টবগুলোকে দাও সিঁড়ি থেকে ছাদে টেনে ফেলে
মাটিতে ছাড়তে দাও ইতস্তত ভ্রষ্ট ওর মূল ;
নয়তো কী দিয়ে বাঁধবে শিখারূপী ব্যক্তিত্বের ভার
সটান সবুজ, যার দাঁড়িয়ে থাকাই মনোগত
ইচ্ছা, তাই বলি, নয়তো অভিলাষও বলতে পারতাম ।

মেঘ, পুঞ্জ ভেঙে চলে কাপড়ের মতো ভাসমান
জলে ফেললে । লাল জামা, নিশ্চিত উগরেছে সব রঙ
ডাঁই-করা খণ্ডবস্ত্রে । চরিত্রের খণ্ডতা তোমার
আলো লেগে ধাবমান তিনতলায়, উন্মুক্ত সদরে ।
টবের ফুলগুলোকে দাও বৃষ্টি পেতে, শিকড় বসাতে
টবেরই ঝামায়, পোড়ামাটির জীবন-জোড়া রাত্রে
তৃষ্ণা, তাই বলি, নয়তো পিপাসাও বলতে পারতাম ।

মিনতি মুখচ্ছবি

যাবার সময় বোলো কেমন করে
এমন হলো, পালিয়ে যেতে চাও ?
পেতেও পারো পথের পাশের নুড়ি
আমার কাছে ছিলো না মুখপুড়ি
ভালোবাসার কম্পমান ফুল।
তোমায় দেবো, বাগান ত্যাখো ফাঁকা
তোমায় নিয়ে যাবো রোরোর ধার
তোমায় দেখে সবার অন্ধকার
মুছতে গেল সময়, আমার সময়।

ফিরে আবার আসবো না কক্‌খনো
তোমার কাছে ভুলতে পরাজয়।
সবাই বলতো, ইচ্ছেমতন এসো
অমুক মাসে, বছরে দশবার !
তুমি আমায় বললে, এসো নাকো
জীবনভর কাজের ক্ষতি করে।

বদ্‌লে যায় বদ্‌লে যায়

বদ্‌লে যায় বদ্‌লে যায় — বদ্‌লে যেতে-যেতে
একটি ইঁদুর থম্‌কে দাঁড়ায় খড়বিচুলির ক্ষেতে
বলে, আমার স্বেচ্ছা সাধ্য সব নিয়ে এই কাঙাল
যাওয়ার মধ্যে ঝাঁট দিতে চাই বিশ্বভুবন জাঙাল
এবং তাকে জড়ো
করি চুড়োয় আকাশস্পর্শ ইচ্ছা এমনতরো।

বদ্‌লে যায় বদ্‌লে যায় — বদ্‌লে যেতে-যেতে
একটি মানুষ থমকে দাঁড়ায় জীবনে হাত পেতে
দিনভিখারি বাউল বলে, ইচ্ছামতন পারি
বদলবন্ধ কাল কাটাতে···কিছু না রাজবাড়ি
এবং ভাঙা ঘরও
শুধু বাঁধন, বদ্‌লে-যাওয়া মূর্তিতে রঙ করো।

আজ আমি

আজ আমার সারাদিনই সূর্যাস্ত, লাল টিলা — তার ওপর
গড়িয়ে পড়ছে আলথাল্লা-পরা স্মৃতির মেঘ
গড়িয়ে পড়ছে উস্কোখুস্কো ভেড়ার পাল, পিছনে পাঁচন
জলও বা হঠাৎ-ফাটা পাহাড়তলির
কিংবা বৃষ্টি-শেষের রাতে যেমন আসে কবিতার আলুথালু স্বপ্ন,
সোনালি চুল

আজ আমি কিছুতেই আর দেহ ফেলে উঠে আসতে পারলুম না
পাড়ের কাঁথা, মাটির বাড়ি, নোনা হাওয়া —
সবারই কেমন একটা দেহ-দেহ ভাব আছে, আঁশটে গন্ধ আছে, যা মায়া —
ফুল দেখলে মায়া জাগে না, কাদা দেখলে বুক আমার ফুটন্ত কেতলির মতন
বাষ্পাকুল হয়ে ওঠে।
গতকাল পর্যন্ত দিনগুলোর আলাদা কোনো স্বাদ-গন্ধ-বর্ণ ছিলো না
আয়নার আপন ছায়ার মতন সে ছিলো নাছোড়বান্দা আর ধুরন্ধর
এমন করে ভোগের পাড় থেকে ঠেলতে-ঠেলতে আমায় নিয়ে চলেছিলো
যেখানে ক্রমাগত ঝাঁপ হচ্ছে
নিচে জলন্ত কাতানের মতন ঢেউ, মাছচিংড়ি আর সারবন্দী
পালিয়ে যাবার পথ —
ভাগ্যিস, আমি ঘুষি মেরে আয়নাটা ভেঙে ফেলেছিলুম।

বহুকাল বাদে আজ আমার লাগছে ভালো — সারাটা দিনই সূর্যাস্ত,
লাল টিলা —
তার ওপর গড়িয়ে পড়ছে আলখাল্লা-পরা স্মৃতির মেঘ।
আমি আমার চশমাটা পুলিশের চোখে-কানে রেখে বলেছি —
পথটুকু পরিষ্কার রাখো হে
কাজে-কর্মে ভুলচুক আমার আবার তেমন পছন্দ হয় না

আজ আমি কিছুতেই আর ওদের ফেলে উঠে আসতে পারলুম না
পাড়ের কাঁথা, মাটির বাড়ি, নোনা হাওয়া —
সবারই কেমন একটা দেহ-দেহ ভাব আছে, আঁশটে গন্ধ আছে, যা মায়া —

একবার তুমি

একবার তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো —
দেখবে, নদীর ভিতরে, মাছের বুক থেকে পাথর ঝরে পড়ছে
পাথর পাথর পাথর আর নদী-সমুদ্রের জল
নীল পাথর লাল হচ্ছে, লাল পাথর নীল
একবার তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো।

বুকের ভেতরে কিছু পাথর থাকা ভালো — ধ্বনি দিলে প্রতিধ্বনি
পাওয়া যায়
সমস্ত পায়ে-হাঁটা পথই যখন পিচ্ছিল, তখন ঐ পাথরের পাল
একের পর এক বিছিয়ে
যেন কবিতার নগ্ন ব্যবহার, যেন ঢেউ, যেন কুমোরটুলির
সলমা-চুমকি-জরি-মাখা প্রতিমা
বহুদূর হেমন্তের পাঁশুটে নক্ষত্রের দরোজা পর্যন্ত দেখে আসতে পারি।

বুকের ভেতরে কিছু পাথর থাকা ভালো

চিঠি-পত্রের বাক্স বলতে তো কিছুই নেই — পাথরের ফাঁক-ফোকরে
রেখে এলেই কাজ হাসিল —
অনেক সময় তো ঘর গড়তেও মন চায়।

মাছের বুকের পাথর ক্রমেই আমাদের বুকে এসে জায়গা করে নিচ্ছে
আমাদের সবই দরকার। আমরা ঘরবাড়ি গড়বো — সভ্যতার একটা
স্থায়ী স্তম্ভ তুলে ধরবো
রুপোলি মাছ, পাথর ঝরাতে-ঝরাতে চলে গেলে
একবার তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো।

অবসর নেই — তাই তোমাদের কাছে যেতে পারি না

তোমাকে একটা গাছের কাছে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবো
সারা জীবন তুমি তার পাতা গুনতে ব্যস্ত থাকবে
সংসারের কাজ তোমার কম — 'অবসর আছে' বলেছিলে একদিন
'অবসর আছে — তাই আসি।'

একবার ঐ গাছে একটা পাখি এসে বসেছিলো
আকাশ মাতিয়ে, বাতাসে ডুবসাঁতার দিয়ে সামান্য নীল পাখি তার
ডানার মন্তব্য আর কাগজ-কলম নিয়ে বসেছিলো
'হ্যাঁ, আমি তার লেখাও পেয়েছি।'

ক্বচিৎ কখনো ঐ পথে পথিক যায়
আমায় এসে বলে — 'বেশ নির্ঝঞ্ঝাট আছো তুমি যাহোক!'
আমার হিসাবনিকাশ, টানাপোড়েন, আমার সারাদিন
'অবসর নেই — তাই তোমাদের কাছে যেতে পারি না।'

সন্ধে হয়, ইস্টিশানের কোমরের আকন্দ ফুলগুলো ফুটে ওঠে
আমার কষ্ট হয় কেমন

আকন্দ-র নাকছাবি তোমায় মানাতো বেশ
'পাতার একটা থোক হিসেব পাঠাতে তৎপর হয়ো —
তাছাড়া, কম দিন তো হলো না তুমি গেছো।'

তুপুররাতের কথা তোমাদের কিছু কানে গেছে
জ্যোৎস্নায় গাছের ভিতরে পা ছড়িয়ে বসো তুমি
'গতমাসে একটা রান্নাঘর তৈরি হবার কথা জানিয়েছিলে
হোটেলের ভাত-ডাল তাহলে আর তেমন পুষ্টিকর নয়?'

জীবনে হেমন্তেই তুমি ছুটি পাবে —
'পুরীতেও যেতে পারো — ফিরতি পথে
ভুবনেশ্বরটাও দেখে এসো,
আবার কবে যাও না-যাও ঠিক নেই —'

আমার হিসাবনিকাশ টানাপোড়েন, আমার সারাদিন
'অবসর নেই — তাই তোমাদের কাছে যেতে পারি না।'

আমরা সকলেই

সমস্ত সকালবেলা ধরে কারা আমাদের হারানো দিনের গল্প বলে গেলো
সমস্ত সকালবেলা ধরে কারা আমাদের উঠতে বললো না
কেবল বললো, বসে বসে শোনো তোমরা
তোমাদের সেই দিনগুলি যা তোমরা পিছনে ফেলে রেখে এসেছিলে
তা কেউ কুড়িয়ে নেয়নি আর
তুমি টাকা হারিয়ে এসো, পিছন থেকে কুড়িয়ে নেয় অনেকে
পথ হারিয়ে এসো তুমি, সে-পথেই সারিবদ্ধ পথিক চলেছে
মৃতদেহ ফেলে রেখে এসো তুমি, শকুন শৃগালে ভোগ করেছে মাংস
দরজা খুলে রেখে এসো তুমি — ত্রস্ত মেয়েমানুষ নিয়েছে পিতলের বাসন

ঝাড়ি ফেলে রেখে এসো তুমি — সমস্ত নৈরেকার, সকলি নৈরেকার।
তুমি ছেঁড়া জামা দিয়েছো ফেলে
ভাঙা লণ্ঠন, পুরোনো কাগজ, চিঠিপত্র, গাছের পাতা —
সবই কুড়িয়ে নেবার জন্যে আছে কেউ।

তোমাদের সেই হারানো দিনগুলি কুড়িয়ে পাবে না তোমরা আর।
তোমরা যতো যাবে ততোই যাবে মৃত্যুর দিকে
বোঝাবে সকলে — ঐ তো জীবন, ঐ তো পূর্ণতা, ঐ তো সর্বাঙ্গীণ সর্বাবয়ব
ঐ তো যাকে বলে সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য, ধ্যান, পরমার্থ, বিষাদ —

সমস্ত সকালবেলা ধরে কারা আমাদের হারানো দিনের গল্প বলে গেলো
তারা কোথা থেকে পেয়েছে বলে গেলো না
স্বীকার করলো না তারা পথ থেকে চুরি করেছে কিনা আমাদের
সেই হারানো স্বপ্নগুলি, স্মৃতিগুলি
তারা আমাদের বলে গেলো হারানো দিনের সেই অনুপম স্বপ্নগুলি স্মৃতিগুলি
আমরা অনুভব করলাম আবার — সেই সব হারানো গল্প
যা আমরা এতাবৎকাল হারিয়ে এসেছি
হারিয়ে এসেছি বনে-প্রান্তরে পুরানো খাতায় শ্লেটে রাসতলায়
নদীসমুদ্রে বেলাভূমিতে পথে ডালে-ডালে টকি হাউসে
হারিয়ে এসেছি ইস্টিশানে খেয়াঘাটে কলকাতায় গ্রামে-গ্রামে
কারুর চুলে কারুর মুখে কারুর চোখে কারুর অঙ্গীকারে —
হারিয়ে এসেছি হারিয়ে এসেছি হারিয়ে এসেছি — ফিরে পাবো না
জেনে কখনো আর
কখনো ফিরে পাবো না সেইসব দিন যা ঝড়-বৃষ্টি-রৌদ্রে-হেমন্তে ভরা
সেইসব বাল্যকালের নগ্নতার কান্নার পয়সা-পাবার-দিন
ফিরে পাবো না আর
ফিরে পাবো না আর কাগজের নৌকা ভাসাবার দিন উঠানের
ক্ষণিক সমুদ্রের কলরোলে
ফিরে পাবো না আর ফিরে পাবো না আর ফিরে পাবো না আর
সেইসব জ্যোৎস্নার ঝরাপাতার কথকতার দিন ফিরে পাবো না আর।

সমস্ত সকালবেলা ধরে কারা আমাদের সেইসব হারানো দিনগুলির
কথা বলে গেলো
সকালবেলা তাই আমাদের কোনও কাজ হয়নি করা
আমরা অনন্তকাল এমনি চুপচাপ হারানো দিনের গল্প শুনছিলাম
পুলিশের মতো
আমরা আমাদের কর্তব্য স্থির করছিলাম পুলিশের মতো
আমরা ভাবছিলাম সেইসব হারানো দিনগুলি ফিরে পাবার জন্য
লাকি মিতাকে পাঠিয়ে দেখবো একবার
আমরা বসে বসে এলোমেলো উত্তাল সম্ভাবনার স্বপ্নে এমনি করে
ব্যস্ত রাখছিলাম আমাদের
আমরা এমনি করে সময়ের একের পর এক চড়াই-উৎরাই হচ্ছিলাম পার
এমন সময় তারা বললো — 'গাড়ি এসে গেছে, উঠে পড়ো উঠো পড়ো —
এখানে থাকলে বাঘে খাবে তোমাদের'
আমরা তখনই লাফিয়ে লাফিয়ে, অনেকে হামাগুড়ি দিয়ে, হেঁটে
ভবিষ্যৎ-গাড়ির দিকে চলে গেলাম
আমরা সকলেই এখানে বাঘের জিহ্বা এড়িয়ে গিয়ে ওখানের বাঘের
জিহ্বার দিকে চলে গেলাম।

মুঠোয় ভরা রঙ-বেরঙ টিকিট

অনেকদিন কোনো সেতুর উপর দিয়ে পার হইনি নদী-সমুদ্র,
পাহাড় কিংবা লোকালয়
প্রত্যেক জিনিসের ভিতর দিয়ে ছুঁচের মতন, প্রত্যেক সামগ্রীর ভিতর দিয়ে
সামগ্রীর ধ্বংসের মতন
ফলের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত সরাসরি কূট পোকার মতন, কাঠের
ভিতর ঘুণের মতন ভেসে বেড়িয়েছি —
একে এখানকার সবাই বেড়ানোই বলে —
পার্কে, ময়দানের ঘাসে হাতে-ঠাসা অ্যালশেসিয়ান আর
দু-গণ্ডা পুড্‌ল

নাক কামড়ে ধরেছে কালো ডেয়ো-পিঁপড়ে—
পড়ন্ত রোদ্দুরে নরম করে ভেসে বেড়িয়েছি
—একে এখানকার সবাই বেড়ানোই বলে।

অনেকদিন কোনো সেতুর উপর দিয়ে পার হইনি নদী-সমুদ্র,
পাহাড় কিংবা লোকালয়
অর্থাৎ এককথায়, এড়িয়ে যাইনি কিছুই
হাতে লাঠি জানালার প্রত্যেকটা গরাদ বাজিয়ে গেছি -- দিয়েছি টংকার
ইস্টিশান-ঘেরা তারের বেড়া এখনো তাই কাঁপছে
ছেলেবেলাতেই হাটে গিয়ে রোদ্দুর কেনাবেচা করেছি, অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট—
সুতরাং, এক লহমা দেখেই ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারি, দর বেঁধে দিতে পারি
দু-পক্ষের ভালোই মার্জিন থাকবে তাতে।

যেতে-যেতে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি—ভয় কী ?
মুঠোভরা রঙ-বেরঙ টিকিট—ঘাঁটলে কি একটাও সাচ্চা বেরুবে না !

যে-রঙেই মন বসুক, সই-এর কাগজ তৈরি,
একটা তৎক্ষণাৎ রেডিসেডিভাব
সুতরাং, যেতে-যেতে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি।

কথাটা ফস্ করে বললে, দেশলাইকাঠির মুখও পুড়ল—একটু
ভেবে দেখবে নাকি ? সেগেন-খট্, অ্যাঁ
—ভেবেই বলেছি, যেতে-যেতে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি
সুতরাং, ভেবেই বলেছি, বলার আগে বহুবার ভেবেছি, তাছাড়া

ইয়ার-এণ্ডিং-এর কাজকর্ম এখনো তেমন শুরু হয়নি তো—
অবসর আছে, তাছাড়া ইতস্তত সট্‌কে পড়ার কথাই ভেবেছি শুধু
কল্পনার কাঁটামাছ এসে দাঁড়িয়েছে কোর্মায়
যাওয়া তো আর হয় নি ! সুতরাং যেতে-যেতে আর
পিছন ফিরে তাকাতে হয় নি—ভয় কী ?
মুঠোভরা রঙ-বেরঙ টিকিট—ঘাঁটলে কি আর একটাও সাচ্চা বেরুবে না ?

দেখি, কে হারে

পথের দু-পাশে দুটো সরু একরোখা গাছ
যেন যুদ্ধ বাধলেই বুদ্ধি দিতে বসবে
নিজেরা তো নট্ নড়নচড়ন ঠকাস্
তাই, পরের কানে ফুসমন্তর ঢালতে ওস্তাদ বাহাদুর
এমনকি, ঐ সূচ্যগ্র মেদিনীর কথাটাও বলতে ভুলবে না
থাক, ওদের কথাটা থাক —
নিজের ব্যাপারটাই ধুয়ে-মুছে বলি।

তোমাদের মধ্যে কেউ সাত-গে:- [illegible] ছো নাকি
তাহলে, কানে এট্টু তুলো দে বসো বাপু
আমাদের খেতির মূলো — 'কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান'
তার নাম দিয়েছিলুম ভালোবেসে —
পাড়াতে ছিলো এক অলপ্পেয়ে ক্ষয়কেশে
কী তার নাম ? নাঃ, মনেও পড়ে না
তাহলে, তার কথাটাও থাক
নিজের ব্যাপারটাই একটু খুলে-মেলে বলি

চকদীঘির ঐ যে মুচ্ছুদি খলিল
সে আমায় জানতো
আর সেই যে নেয়েপাড়ার কান্ত, সেও
তবে, দুজনায় গেছে মরে
আগুপিছু —একে খেলে আগুনে, তো, সে দুশমনকে গোরে
এখন আমিই শালা বাঁচছি
দুটো গাছের একটাকে চাচ্ছি
আমায় ডালে তুলে নাও বাপধন
তারপর, সেখেন থেকে সটান যুদ্ধে পাঠাও
দেখি, কে হারে ?
আমি ? না, ঐ ব্যাটা কেলে কুষ্মাণ্ড !

পোকায় কাটা কাগজপত্র

পোকায় কাটা কাগজপত্র দেখলে শব্দ মনে পড়ে — ফ্যান্‌জোলেঙ্গা
অর্থবিহীন, কিংবা অর্থে জবরদস্ত
উলঙ্গ কিশোরী তোমার মাই দুটো সন্ন্যাসেই মস্ত —
হেন্‌ করেঙ্গা, তেন্‌ করেঙ্গা !

'ফ্যান্‌জোলেঙ্গা' শব্দ যেন হাঁ-করা রমণীর মুখেই
চিক্‌-ঢাকা বারুদের মতন — জোচ্ছনায় বাঘ পেতেছে ওৎ
হাতচিঠি, যা হঠাৎ, তাকে হাফগেরস্ত সুখ-অসুখে
কিংবা তোমার বাহে-বমির কীর্তিনাশা একটানা কোঁৎ
কোথায় যে শব্দ-গঙ্গোত্রী ? দিগ্‌বিদিকে চলছি খুঁজে
উইঢিবি, ক্যাকটাসেব মধ্যে হ্যামেলিনের বাঁশির ইঁদুর
ফাঁদ্‌রাফাঁই চাঁদোয়ার মধ্যে দূরদেশী গুম্ফা-গম্বুজে
টেরা চাঁদের মতন কিংবা ফ্যানজোলেঙ্গা — টাকের সিঁদুর ?

হয়তো আমার লক্ষ জীবন লাগবে নিছক গবেষণার
গায়ে পলেস্তারা পরাতে — আরেক কথা, হোহেনজোলার্ন
পড়লে মনে, ভাবতে বসি, কবিতা কি সত্যি হবার
বিষয় ? নাকি মুদ্দ-ফরাস ঘুরতে গেছে মার্টিন ও বার্ন —

এই মিলেতেই পদ্য মাটি, আলোকরঞ্জন হলে বাঁচাতেন
কিংবা সুনীল অ্যাংলো-সাক্সন হার ছিঁড়ে একটুকরো মুক্তোয়
আমার পিতাঠাকুর শুনেছি এঁটো হাত নিট্ মদ্যে আঁচাতেন
ভোজ্যদ্রব্য বলতে আমার বিউলিডাল, একবাটি সুক্তো।

কী ভীষণ ভালোবাসো মদীয় কবিত্বে স্নানাহার !
প্রান্তেরো তবুও কোন্ মায়াবী ভিতরে ডেকে যায়
তুমি যতো খুলে দাও, প্রিয় যাই কেবলি জড়িয়ে !

১৭

সকল কবিতা ছোটে তোমা প্রতি। তোমার বিনাশ
খুব দূরে নয় — কাছে, বরং বিনষ্ট হয়ে গেলে
ইতিমধ্যে, হে করুণা, আমার নির্ভুল শরক্ষেপ
কবিতার। কোথা যাবে ? কোথায় আশ্রয় পাবে খুঁজে ?
রক্তহীন বক্ষ, শুধু কৃত্রিম উপায়ে অনচল
কোথায় আশ্রয় পাবে, না ফুলে না গন্ধে, কোনোদিন !
কেননা, সকল প্রাণ, সব মৃত্যু আমাকে তাদের
বুকের ভিতরে রেখে বাড়ায়েছে। আমি কি বিমান
নভোস্থলে পাখিদের, ময়ূরের দৌত্যে নিমজ্জিত —
মেঘে ও বাদলে ? আমি মৃত্যুর আপন বক্ষতল
তোমারে জীবিত-মৃত সর্বক্ষণ, বক্ষে ধরে রাখি।
কোথা যাবে ? ঝরে ফুল মৃত্তিকায় আসিতে হবে না ?
কোথা যাবে ? ঝরে ফল মৃত্তিকায় আসিতে হবে না ?
সুগন্ধির পার আছে ? সে-ও মম বক্ষে ঝরে পড়ে।

২৫

চামেলির দুইখানি বাড়ি ছিলো — এখন আঁধারে
ও দুটি ব্যাপকভাবে হয়ে যায় অরণ্য বাড়ির।
হৃদয়ের দুই অর্ধ চামেলির অনেক হৃদয়
হয়ে যায় অতর্কিত, স্বতন্ত্র, শস্যের সমাহারে।
আমি চামেলির কোন বাড়িতে ছিলাম মনে নাই —
সেখানে চামেলি ছিলো ? চামেলি কি এমনই তৎপর
সরে গেছে আঁধারের অসম্ভব মশারি সাঁতারি —
কিংবা সমুখেই আছে, দেখি নাই হিন্দুর ঈশ্বর !
চামেলির মতো আমি মানসিক বাস্তু-বিভাজন
মানুষে তাবৎকাল দেখিয়াছি — জন্তুতে কচিৎ

ওরা স্পষ্টতার মানে বোঝে প্রাণ, কোনো আলোড়ন
চিন্তায় ও সত্যে নাই। ওদের দুয়ারে যতক্ষণ
থাকি, মনে হয় আছি প্রাসাদের পালঙ্ক শয়ান
হে প্রাণ, হে ধিক প্রাণ — বিফলতা, চামেলির প্রতি !

২৬

সারারাত আমাদের পিছু পিছু ছুটেছে পুলিশ
কেননা, বিকেলে মজা গঙ্গাতীরে সূর্যের হত্যার
একমাত্র সাক্ষী এই আমরা তিন উল্লুক কাঁহাকা
কলকাতার প্রকৃতির অশ্লীল তদন্তে চমৎকার
পোঁদের জ্বালায় হু হু করতে-করতে দিক্‌বিদিকহারা
— তবে নাকি কলকাতায় নিরঙ্কুশ প্রাণিহত্যা হবে ?
শিল্প হবে ? তেজাবতি কারবার খাওয়াবে ভিখিরিরে ?
মাঙ্গল্য বিদেশ থেকে আনা হবে, হে শিক্ষানবিশ
ন্যূনতম টেলিফোন পোঁতা হবে পাহাড়ের শিরে —
পাহাড়বিজয় হবে, যদিবা অজেয় থাকে কেউ !
মানুষ, মানুষ করে একদল কবি তোলে ঢেউ
পুকুরেই — আহাম্মক, চোর, বদমাস লক্ষ্মীছাড়া
সম্ভ্রম জানলি না, শুধু লিখে গেলি পদ্য পাতপাত !
আমরা তিনজন কবি কারে লক্ষ্য করেছি দৈবাৎ ?

২৭

শুভ্রতাই শুধু জানি পবিত্র ও অতিব্যক্তিগত :
শুভ্র তুলা উড়ে যায় বাতাসের কাশ্মীরের দিকে —
পশমের মতো যতো ভেড়াগুলি উদাসী চরাও
ক্ষেতের সবুজ তৃণ দেবে না তোমারে আলিঙ্গন।
তুমি ও-তৃণের নও, তুমি নও কার্পাসতুলার
তুমি নও পশমের উষ্ণতার মতন স্বাধীন
তুমি ধর্মপ্রাণ নও ; ভেড়াগুলি শুধু রাখালের
তুমি মায়ামোহভরা বিকালের প্রতিবন্ধকতা।
ওগো মেঘ হতে তুমি মাত্রাহীন করো রক্তপাত

আমার শিহর লাগে ! সকল হত্যারে মনে হয়
অতি ভালোবাসাভরা ঐকান্তিক সাধের পতন—
শেষ নাই, ত্রুটি নাই, অনিমেষ আঁখিগুলি নাই
শুভ্র তুলা উড়ে যায় বাতাসের কাশ্মীরের দিকে—
তুমি শুভ্রতার মতো পবিত্র ও অতিব্যক্তিগত।

৩১

অনেক শেফালি আমি দেখিয়াছি, এ-জীবনে আর
দেখিতে চাহি না কোনো শেফালিরে, শেফালি দেখুক
ঝরিতে-ঝরিতে পারে দেখে নিক্ অপাঙ্গে আমায়
আমি কোনোদিন কিছু দেখিব না, ডুবিয়া মরিব।
অনেক জেব্রার খেলা দেখিয়াছি—ম্যুজিয়ম-লুণ্ঠিত জেব্রার
খেলা দেখি নাই, তার অলৌকিক গায়ের বুরুশ
ঝরে গিয়েছিলো জানি ; মৃত্যু ও স্মৃতির অবধেয়
রূপ ও মুখশ্রী নাই, জীবিতেরই কায়ক্লেশ আছে।
তাই আমি শেফালির, কিছুতেই বকুলের নয় ;
শেফালি ঘড়িতে ঝরে গত মুহূর্তের স্তব্ধ কাঁটা
হলুদ বোঁটার জোরে করে দেয় চলচ্ছক্তিময়—
তাই আমি শেফালির, সৌজন্যের, অতিরিক্ততার…
তাই আমি শেফালির, আপাদমস্তক শেফালিরই
চাহি কোনোদিকে কিছু দেখিব না, ডুবিয়া মরিব।

৩৩

চূড়ান্ত সঙ্গম করে কুকুরেরা। সমসাময়িক
নগরে, বৃষ্টির দিনে, নরনারী পুত্রার্থে ধেয়ায়
দোতলার লাল মেজে হাঁটুতে বিস্তৃত করে বল
অভ্যাসবশত মদ্যপান হয় রতিক্রিয়া-শেষে।
এ-বছর শীতকালে কলকাতায় মৌসুমী-শিল্পের
প্রদর্শনী হয়েছিলো, ডালিয়ার-চন্দ্রমল্লিকার
আখাম্বা গতর কেড়ে নিয়েছিলো আদি পুরস্কার
কুচ্‌কাওয়াজ-অন্তে গাইলো পুলিশেও রবীন্দ্রসঙ্গীত !

তবু ন্যূনতম কিছু কবিতাও লেখা হতে থাকে
'প্রতিপ্রাপকতা' নাম্নী শব্দ নিয়ে করে না তোলপাড়
এইসব লেখকেরা। এইসব লেখকেরা, হায়
বেশ্যার নিকটে গিয়ে বলিল না, সম্ভ্রম উঠাও
দেখি হে তদ্‌বির-ভরা দেহখানি — কিংবা কম্যুনিস্ট-
পার্টিতে যোগ দিলে পাবে পুরুষানুক্রম যজমানি !

৩৭

মহীনের ঘোড়াগুলি মহীনের ঘরে ফেরে নাই
উহারা জেব্রার পার্শ্বে চরিতেছে। বাইশ জেব্রায়,
ঘোড়াগুলি অন্ধকার উতরোল সমুদ্রে দুলিছে
কালের কাঁটার মতো, ওই ঘোড়াগুলি জেব্রাগুলি
অনন্ত জ্যোৎস্নার মাঝে বশবর্তী ভূতের মতন
চড়িয়া বেড়ায় ওরা — কথা কয় — কী কথা কে জানে ?
মানুষের কাছে আর ফিরিবে না এ তো মনে হয়
আরো বহু কথা মনে হয়, শুধু বলিতে পারি না।
বাইশটি জেব্রা কি তবে জেব্রা নয় ? ময়ূরপঙ্খীও
হতে পারে এই ভৌত সামুদ্রিক জ্যোৎস্নার ভিতরে ?
বামনের বিষণ্ণতা বহে নেয় ও কি নারিকেল
ও কি চলচ্ছবিগুলি লাফায়ে-লাফায়ে যাবে চলে ?
ও কি মহীনের ঘোড়া ? ও কি জেব্রা নয় আমাদের ?
অলৌকিকতার কাছে সবার আকৃতি ঝরে যায়।

৪০

যেবার ওদের সঙ্গে যেতে হলো বেড়াতে পশ্চিমে —
মানুষ বেড়ায় ! তাই বহুদিন সাহাবাবুদের
কালো ছেলেটির কাছে ছিলে তুমি, মোটে ফর্সা নয়
আমার মতন, আহা প্রাতেরো, তোমারই কষ্ট হলো !
পশ্চিমের থেকে কিছু ঘাস আমি তোমাকে পাঠাই
খামের ভিতর, তুমি পোস্টাপিস থেকে চেয়ে নিও
খামটা খেয়ো না, ওতে আঠা আছে, কালিতেও বিষ —

পেটের অসুখ হলে কে তোমারে দেখবে প্লাতেরো ?
মনে আছে, কিছুদিন আমাদের বাড়ির উঠানে
তোমার চারিটি পায়ে জুতোমোজা পরিয়ে বলতাম :
প্লাতেরো, অঙ্কের ক্লাশে এইভাবে ফাঁকি দিতে হবে —
এইভাবে খেতে হবে কড়াইশুঁটির প্রস্রবণ।
মনে আছে, মনে আছে, মনে আছে প্লাতেরো আমাকে
— সাহাবাবুদের কালো ছেলেটি আমার চেয়ে কালো !

৪২

প্লাতেরো আমারে ভালোবাসিয়াছে, আমি বাসিয়াছি
আমাদের দিনগুলি রাত্রি নয়, রাত্রি নয় দিন
যথাযথভাবে সূর্য পূর্ব হতে পশ্চিমে গড়ান
তাঁর লাল বল হতে আলতা ও পায়ের মতো ঝরে
আমাদের — প্লাতেরোর, আমার, নিঃশব্দ ভালোবাসা।
প্লাতেরো তুমিও চলো সঙ্গে, আমি একাকী প্রস্রাব
ফিরিতে পারি না, কারা ভয় দেখায়, রহস্যও করে !
ছেলেবেলা থেকে কিছু ভীরু হতে পারা বেশ ভালো।

আমায় অনেকে ভালোবেসেছিলো — ফুল দিয়েছিলো
টুপি কিনে দিয়েছিলো, পুরী থেকে মুরলি মাছের
লেজের শাসন এনে দিয়েছিলে — কতো উপহার !
আমি ছেলেমানুষের মতন ওদেরও ভুলিনি তো ?
প্লাতেরো আমার আর আমিও প্লাতেরো ছাড়া নই
— আমাদের দেবতা কি পা ঝুলিয়ে বসেন পশ্চিমে ?

৪৩

দুর্বলতা ছাড়া কোনো দোষ নাই।   যখন ডালিম
সবুজ পাতার চাপে ফুলে ওঠে, লাল হয় — জ্বলে
তখন আক্রোশভরে চাদর টানিয়া দিই খুব
মাথার ওপরে, তুমি ডেস্কভরা চিঠি লেখো যতো।
অরফ্যান্ ছেলের দল এবারেও ক্যাম্প পেতেছিলো

জানুয়ারি মাসে তারা রেখে গেলো শক্তিশালী ঘড়ি
অথচ উৎপল একা পুরীর মন্দির সারাবার
হাতচিঠি পেয়েছিলো — তবু হাত হতাশ হয়েছে !
তোমার পাগল তুমি বেঁধে রাখো, একদল যাবে
নারীদের সাথে করে অগোছালো গোধূলিবেলায়
ক্যারম খেলার ছলে মারাত্মক দুঃখ বিনিময়
ঘটে গেলো — চিরদিন কে আর ক্যারম খেলে বলো ?
অথচ অভ্যাস নয়, দুর্বলতা ছাড়া বোঝাবার
হয়তো মাধ্যম আছে — তুমি জানো, ডালিমেও জানে ·

৪৫

দেশে তিলধারণের জায়গা নেই, উত্তরে ইঁদুর
দক্ষিণে ইঁদুর ; কোনো সূর্য নেই, মানবতা নেই।
দেশান্তর পেতে চায় মুহুর্মুহু গোপন রপ্তানি
এই ইঁদুরের লক্ষ প্রবলতা, পবিত্রতা-গ্রাসী।
জাহাজ তোমার কাজ নির্লিপ্তভাবেই করে যাও
নিয়ে যাও বুকে করে স্বাগতসাপেক্ষ মূল্যবান
ইঁদুরের স্তম্ভগুলি, আব্গারিকে, মুদ্রায় স্খলিত
করে পুঁতে দাও আজ ভয়হীন দণ্ডিত পতাকা।

কেবল ইঁদুর ঘোরে পৈশাচিক মণিবন্ধে ঘড়ি —
ঘড়ির উপরে শুধু ইঁদুর শাসন করে কাল
আর কেউ নেই, আর কিছু নেই সৌন্দর্য-কঙ্কাল
সমার্থবাসিনী, দেশে স্বপ্ন নেই সমর্থন করি।
জাহাজ, তোমার কাজ আজ হতে সোজা পথে ভাসা
আজ হতে জাগরণ, নিদ্রাহীন, প্রিয়তমহীন।

৪৯

এখনো যায়নি বেলা হাওয়া দেয় পশ্চিমা-তুফানী
এ-বন্দর ছেড়ে গেলে বন্দর পাবে না বহুদিন
গেলে কি জাহাজ ? ঘাট ছেড়ে গেলে এখনো তো জানি
আমারে জানাবে, যাই।   বেলা হলো চপলতাহীন।
কোনোখানে বেলা যায়, কোনোখানে বেলা ফিরে আসে
ছায়ায় — কপোলতলে ভাগ্য খেলা করে মুহুর্মুহু
কোমল বলের মতো শৈশব জড়িয়ে থাকে ঘাসে
বন্দরে, জাহাজঘাটে মানবিক বিদায় মিহিন !
বন্দরের মাঝখানে ঘনবদ্ধ কাঠামো-বেষ্টিত
দুর্দান্ত জাহাজ আছে কোনো এক — তোমার চেহারা
ওই জাহাজের মতো হয়ে গেছে।   বহুদিন পরে
আ-পরিপ্রেক্ষিত প্রেম কেঁপে ওঠো, হও রোমাঞ্চিত।
বহুদিন পরে ব'লে মনে হয় তুমিই জাহাজ
বন্দরে, জাহাজঘাটে প্রেত হয়ে বিচরণ করো !

৫৫

একটি জাহাজ শুধু স্রোতে নয়, সতর্কতা থেকে
মাটির প্রান্তের দিকে একদিন সরে এসেছিলো
অথচ যন্ত্রের কোনো মন নেই, অভীপ্সাও নেই
আমরা মানুষ যেন সব জানি, জানি না ভি মেলো
ভারতের ক্রিকেটের কতবড় উদ্‌গাতা ছিলেন !
তাহলে জাহাজে কোনো যন্ত্র নেই, কুশলতা নেই
আছে মানুষের চিৎ-সাঁতারের মনোবাঞ্ছারাশি
বিশাল মানুষ নাকি হে জাহাজ ? নীল অহিফেন
থেকে, পারহীন থেকে, ক্রমাগত ভেসে আসা পারে ?
আমরা মানুষ হয়ে জাহাজে দূরেও যেতে চাই
কাপ্তেন ভজিয়ে খুব, কানে কানে বলে মিথ্যাকথা —
এদেশে কি পাবে শান্তি ? শান্তিনিকেতন পরপারে —
এবং তুমুল স্তব্ধ জ্বালাতন নেই, প্রেম নেই,
সকলে, মানুষ নয়, গণ্ডারের চামড়া ভালোবাসে !

৬১

কখনো জাগিনি আগে ভোরবেলা ঘাসের মতন
শিশিরে, চপেটাঘাতে, কিংবা ঝাউবন চূর্ণকরা
হাওয়ায় জাগিনি আগে ভোরবেলা, কখনো এমন
জাগিনি আমার চিত্ত চিরকাল ছিলো জয়করা
বিকালবেলার। আমি মাঝরাতে ঘুরেছি বাগানে।
এ কি স্বাভাবিকভাবে আজ তুমি জাগালে আমায়—
জন্ম কি এমনই ভালো ? সন্ধ্যা হতে দেয় না সেখানে
অহংকার আলো করে রেখে দেয় মলিন জামায়।

কখনো জাগিনি আগে ভোরবেলা, না জাগিলে আর
কেমনে পেতাম ঘাসে শিশিরের নৈঃশব্দ্যে করুণা
অবিরাম বুকে হেঁটে পার হওয়া—জীবনে পাহাড়
বাঘেরও অসাধ্য, আমি বাঘ হতে বড়ো জন্তু কিনা !
এ কি স্বাভাবিকভাবে আজ তুমি জাগালে আমায়
এ কি এ একাকী জন্ম ভোরবেলা উজ্জ্বল জামায়।

৬২

আমার বেদনাময় বাংলা ভাষা যদি বিদ্ধ করে
নির্মলতা-হারা প্রাণ, তবে পূর্বে প্রণতি-স্বীকার।
ভালো নির্মলতা, ভালো শান্তি—জানি সুখের কদরে
আয়ু দীর্ঘতর হতো, হতো স্নিগ্ধ বারি দীর্ঘিকার।
আমার বেদনাময় বাংলাভাষা যদি বিদ্ধ করে
অজেয় অমর শ্বেতপাতার প্রচ্ছন্ন জাগরণ
তা কি নয় স্বর্গচ্যুত মন্দার সহসা বুকে ধ'রে
স্পর্শে প্রতারিত হওয়া ? তা কি নয় নিশ্চিন্তে মরণ ?

তবুও স্বর্গের মতো কিছু নেই, যা থেকে পতন
হবে অধোভূমে, কিংবা পাতালের প্রচণ্ড গহ্বরে
মর্ত্যের দণ্ডিত মর্ত্যে পড়ে থাকে অভ্যর্থনাহীন ;
আমার বেদনাময় বাংলাভাষা তাকে বিদ্ধ করে।

তোমাদের দরজা-জানলা ফুটোফাটা বন্ধ করে দাও
ফুলের বাগানে ভূত মারাত্মক প্রস্রাব ছিটোয়।

৬৩

ভালোবাসা পেলে সব লণ্ডভণ্ড করে চলে যাবো
যেদিকে দুচোখ যায় — যেতে তার খুশি লাগে খুব।
ভালোবাসা পেলে আমি কেন আর পায়সায় খাবো
যা খায় গরিবে, তাই খাবো বহুদিন যত্ন করে।
ভালোবাসা পেলে আমি গায়ের সমস্ত মুগ্ধকারী
আবরণ খুলে ফেলে দৌড়-ঝাঁপ করবো কড়া রোদে
'উল্লুক' আমায় বলবে — প্রসন্নতাপিয়াসী ভিখারী —
চোয়ালে থাপ্পড় যদি কম হয়, লাথি মারবো পোঁদে।

ভালোবাসা পেলে জানি সব হবে। না পেলে তোমায়
আমি কি বোবার মতো বসে থাকবো? চিৎকার করবো না,
হৈ হৈ করবো না, শুধু বসে থাকবো, জব্দ অভিমানে?
ভালোবাসা না পেলে কি আমার এমনি দিন যাবে
চোরের মতন, কিংবা হাহাকারে সোচ্চার, বিমনা —
আমি কি ভীষণভাবে তাকে চাই ভালোবাসা জানে।

৬৫

এমন দিনেই শুধু বলা যায় তোমাকে আমার
বড়ো প্রয়োজন ছিলো। এমন দিনেই শুধু তুমি
প্রতিজ্ঞার চেয়ে বড়ো করাহত কপালেরে চুমি
আমারই নিমিত্ত! যেন এতদিনে গভীরে নামার
পথ বলে দিলে, আমি নেমে গেলাম সংশয় না রেখে।
এমন দিনেই শুধু বলা যায় তোমাকে আমার
বড়ো প্রয়োজন ছিলো। মুখ ঢেকে আস্তিনে জামার
চলছিলাম সমস্তক্ষণ, বিষণ্ণতা মানে না চিবুকে —
স্বাভাবিকতাই ভালো। মূর্তি মম সর্বস্ব আঁধারে
খেতে চায় এ-সামান্য ছায়ার সরিয়ে সুজনিখানি

স্থির রসাতলে, যেথা সাংঘাতিক শৈত্যে-হাহাকারে
সব অন্ধকার, বন্ধ, রন্ধ্রে লোল পাপাত্মা সাবধানি।
এমন দিনেই শুধু বলা যায় তোমাকে আমার
বড়ো প্রয়োজন ছিলো — প্রয়োজন গভীরে নামার।

৬৮

এ কি আলিঙ্গন ? এ যে ওতোপ্রোত গ্রাসের গঠন
পদতল-মধ্য-মাথা তাল ক'রে ওষ্ঠ পেতে দেওয়া
খেতে ও খাওয়াতে। এ কি তামসিক কলঙ্কমোক্ষণ
নিষ্প্রভ প্রাণের, এ কি বদ্ধমূল স্ববিরোধী খেয়া ?
এবার চুরমার ক'রে দেবে দাও কান্তি-সভ্যতার
প্রয়োগনৈপুণ্য, ধর্ম ; ধর্ম অনুসারে শিল্পরীতি
বাক্ ও মুমুক্ষা — পরিপুষ্ট কোষে মূর্খ জ্ঞানভার
সমস্ত চুরমার ক'রে দিতে বক্ষে থাক্ করো প্রীতি।

এ কি আলিঙ্গন! এ কি সভ্যতার জড়ানো চণ্ডালে
আশিরগোড়ালিনখ! এ কি আলিঙ্গন মানুষের
ঘোরতর, ব্যবধান গ্রাসচ্ছলনার অন্তরালে
অনৈসর্গিক কাম, এ কি জীবনের চেয়ে ঢের
কাঙ্ক্ষিত শিল্পের কাছে ? শিল্প কি বিমূঢ়
অনাসৃষ্টি আলিঙ্গন, সাংঘাতিক পুরুষে-পুরুষে ?

৭০

তোমারে আবহমান কাল থেকে চেয়েছি জানাতে
আমি ভালোবাসি, আমি সব চেয়ে তোমারই অধীন —
রটেছে, শুনেছো কানে — প্রবঞ্চনা, চাতুরি ও হীন
নিশ্চিত শঠতা কতো। আদালতে বোবা ও কানাতে
সাক্ষ্য দেয়, কাজি শুধু এ-পাপের শাস্তি মরে খুঁজে,
পাপীর প্রতিভা চায় মুক্তি — আমি মুক্তি মানে বুঝি
তোমার বুকের 'পরে বসে-থাকা, গায়ে থাবা গুঁজি
তোমারে জাগাতে যেন কুমোরের মতন গম্বুজে।

জগতে সমস্ত সৃষ্টি ওতোপ্রোত মিথ্যা ও ব্যর্থতা
তুমি ছাড়া, দয়াময়ি! যুক্ত করো কণ্ঠ ও গরাদে
ফাঁস-মক্‌চেনে, আমি স্বরাজের মর্মের বক্রতা
মানে বুঝি পরিত্যাগ, তোমারে শাসাতে আমি বাদে
এগিয়ে আসে না কেউ — এমনকি ভিক্ষুক সভয়ে
পার হয় খোলা-দরজা যাত্রাহীন, বদ্ধ করতাল।

৭২

আজ সাধ্যাতীত ভালোবাসবো ব'লে সকাল আমার
এতো ভালো লাগে, এতো সুন্দর, আলস্যভরা বায়ু
ঘর না বাহির, নাকি ঊর্ণাময় স্বপ্নের ফোয়ারা —
আমি বসে আছি, আমি শুয়ে আছি চারিদিকে কার
পশ্চাতে পাঠানো শাস্তি লেগে গেছে ভালোবাসবো ব'লে
আমি ভালোবাসবো, আমি হৈ হৈ করবো সারাদিন।
একবার মাঠের পাশে শুযে দেখছি প্রতিভা তোমার
ওদের খেলায় ব্যস্ত। দুঃখ হলে সংক্ষিপ্ত শহরে
কাকে বলবো, কথা দাও — দেড় হাজার চুম্বনের কম
এ-দুঃখ যাবার নয়, কাকে বলবো গান ধরো জোরে ?
অর্থাৎ স্বীকার করো, আনন্দে-আনন্দে সারাদিন
কাটতে পারতো, কাকে বলবো — নচেৎ হেমন্তে বেলা যেতো ?
প্রেমেও কি শান্তি পাই পরস্পর — শান্তি কোলাহলে
আজ সাধ্যাতীত ভালোবাসবো ব'লে সহসা সকালে।

৭৪

হাতে ধ'রে শিখায়েছো বালুকায় হাঁটিব কেমনে
দয়াময়! শেফালির ফুলে ও পাতায় ভ'রে আছো —
কোমলতা দেখে দেখে চোখগুলি কঠোর হয়েছে
যা ধরা দেবে না তারে ধরিব না, দেখিতে-থাকিব
ফলের স্বকীয় রসে কেমন শৌখিন হয় বেলা
নগ্ন নারী-পুরুষের মতো হয়ে যায় অকাতর

দিতে কোনো শ্রদ্ধা নেই, নেবারও দীনতা যথাযথ—
হাতে ধ'রে শিখায়েছো বালুকায় হাঁটিব কেমনে?

হাঁটিতে শিখেছি সেই কবে থেকে, এখনো তোমার
হাতখানি ধরা চাই, বুঝে নেওয়া চাই—বুঝিব না
কিছুই ব্যতীত তুমি, এ কি অবলম্বনের ঘোর
এ কি পিতৃপরিচয়?   ছিলো মোর নিযুক্ত বাসনা—
একাকী বাসিব ভালো, একাকী মরিব, সে-ও ভালো
তুমি আসি বামনেরে উপযুক্ততায় তুলে ধরো।

৭৫

কমলালেবুর প্রতি যাওয়া ভালো।   বহুদূর হতে
উহাদের ব্যবসায় শুরু হয়—ক্রমশ মেধায়
রক্তের চাপের ফলে তালকানা-হওয়া থেকে ওই
কমলাফলের হেতু ভেসে উঠি, জ্বরোভাব কাটে।
কমলা এগিয়ে আসে—ব্যবধান ঘুচে যেতে থাকে,
প্রধান অরুচি, তৃষ্ণা অনুভব করেছে কমলা
মানুষের, যেন তার রূপ কোনোমতে নক্ষত্রের
শোভার আধেকশায়ী, আধেক শিল্পের আস্বাদন।

একভাবে কমলার হেতু হতে চেয়েছে কবির
জিহ্বা ও ব্যক্তিত্ব।   তবু ব্যক্তি হতে জিহ্বা বড়ো নয়
ফানুশ, ফুলের চেয়ে মহত্তর সৌরভ নগরে!
ঢিঢি পড়ে যায়, গাল-গল্পে ফোটে কবির শূন্যতা
যাহাদের স্মৃতি আছে, যাহারা লৌকিক ধ্যানী নয়
তাহাদের প্রতি চেয়ে কমলারা ব্যবসা ফেঁদেছে!

৭৭

একটি রুমাল আমি পাই নাই কোনোদিনই খুঁজে
মহিলা-যাত্রীদের কামরায় খুঁজিতে উঠেছি
কখনো গিয়েছি ট্রামে কলুটোলা নার্স-কোয়ার্টারে
খুঁজেছি অনেক আমি মানসের বোনের সহিত।
ছাত্রী-নিবাসের কাছে প্রতিদিনই ঘুরিতে গিয়াছি
এমনই মারাত্মক রুমালের স্বার্থে, বিপর্যয়ে
কখনো পড়েছি আমি, কাটিয়ে উঠেছি ফের, তবু
গিয়েছি দোকান হ'তে দোকানির নিভৃতির কোণে
বহুদিন বাদে কালই খবর পেয়েছি মধ্যরাতে
ও-প্রান্তে রুমাল শুরু করিয়াছে খুঁজিতে আমায়
পথে নামিয়াছে কিংবা উড়িয়াছে খবর পাই নাই
হায়, ওর খোঁজা হবে মানুষের সাহায্য ব্যতীত!
আমি পুরস্কার ঘুড়ি ফানুশ কতই উড়ায়েছি—
রুমালের কাছাকাছি ঘুরিয়াছি আমিও অনেক।

৭৯

কমলালেবুর মতো আরো একজন খুঁজেছিলো
আমারে বোঝাবে—তারও দূর-হতে-আনা ব্যবসায়,
পারে কি ভজাতে? শেষে বলে গেলো, আসবে প্রতি সনে
কাশ্মীর গড়িয়ে দিলো এইভাবে পশমের বল।
মনোহরণের মাঝে শারীরিক সমর্পণও আছে
মনের শরীরও কিছু কম নয়! বেশ্যাবৃত্তি শুধু
শরীর ও রক্ত দিয়ে খালাসের ব্যাপার ব'লেই
প্রচারিত হতে থাকে—একইভাবে প্রচারিত হয়
গোধূলির আলোগুলি, মর্মের চামরীগাইগুলি
অটুট রমণী দেখে একইভাবে রসপাত ঘটে
যেথায় চলে না অঙ্গ-সঞ্চালন-কিংবা মুষ্ট্যাঘাত
নির্যাতন চলে জোর মুখশ্রীরে মুখোশ বানাতে
পাংশু ও কর্কশ নখে ছেঁড়া যায় শালের মাফলার—
মাফলার হৃদয় নয়, ভারি নয়, বিবরণহীন।

৮৫

সাবলীলভাবে আমি ভালোবাসা বাসিব তোমারে,
দুটি হাত ধ'রে ধীরে কথা যেন কর্ণেরে উন্মুখ
করে, মুখে বোধময় হাসি ও তামাশা একযোগে
উপস্থিত হয় যেন, আঁখির পলক যেন পড়ে,
তুমি তো বাদলে নাই কিংবা বাষ্পহীন কোনো ঘরে,
আছো হে আছোই তুমি স্মরণীয় মাধবীলতায়
অন্য কোনোখানে নাই, যবে আছো আমার সম্মুখে
সাবলীলভাবে আমি রহস্যের অনন্তবর্তিনী।
ভুলে যাও বিকালের আলোগুলি, চামরীগাইগুলি
ভুলে যাও আমাদের সনাক্ত প্রেয়সী, ও সম্বার—
ও সম্বার ভুলে যাও সেই পুরাতন পাখাগুলি
উড়োজাহাজের মতো ঘোড়াগুলি, হাওদায় মাহুত
সব কিছু ভুলে যাও, ও সম্বার ভুলো না আমারে
সাবলীলভাবে আমি সকলেরে বাসিয়াছি ভালো।

৯০

সোনালি ফলের মতো দিন, তাকে রাত্রি টুকরো করে
শাণিত বঁটিতে, ঐ বারান্দার এককোণে ব'সে
দজ্জাল বিধবা এক, যেন তার হিংসাতে চিকুর
দেয় থেকে-থেকে; আর ফল পোড়ে বিষণ্ণ আক্রোশে।
পুড়ে-পুড়ে ছাই হয়, ছাই জমে দেয়াল পেরিয়ে—
পাহাড়, অহল্যামূর্তি; একদিন ঝঞ্ঝা হয় ঘোর,
ওড়ে পুরাতন ছাই, রীতিমতো পাহাড় এড়িয়ে—
কোথায়? স্বর্গের দিকে এবং পাতালে যায় চোর।
ভাগ্য যেন, কপালে সংকেত রেখে মুখর পবনে
ভেসে চলে দিগ্‌বিদিক, স্বেচ্ছাচারী মান্দাস কলার—
কিংবা বাসি বনগন্ধ বৃষ্টিপাতে হয়েছে বিস্তৃত;
তেমনি সোনালি ফল, দিনরূপ, পড়ে খড়গফলা
কর্তৃত্বের কড়া হাতে এবং অখণ্ড বাংলাদেশ
দেহ-মনে টুকরো হয়, টুকরো হয়, টুকরো হতে থাকে।

৯২

দীর্ঘদিন তার কাছে, ছেলেবেলা থেকে তার কাছে
মানুষ হয়েছি আমি, তার পাঁশ-ঢিবির উপরে
খেলেছি অনেক খেলা, কোষে বিষ করেছি লেহন
মরিনি, শিখেছি বাঁচতে, জিভ দেগে — গেরস্তের ঘরে
মানুষ হয়েছি আমি, একবার মানুষই থাকতে চাই।
ভেঙে টুকরো হতে চাই না, যাতে সে স্বচ্ছন্দে যাবে ভুলে
অর্থাৎ যেতেও পারে ; সে তো নয় দৃষ্টিতে দারুণ
তুখোড় মায়াবী কেউ, অটুট ব্যক্তিত্বে কাছা খুলে
যায় তার, এঁটে রাখে, কোনোমতে ভদ্রতারক্ষাই
জরুরি সমস্যা তার। আমি যে মানুষই থাকতে চাই —
এ তো পাঠশালে শিক্ষা, তারও পরে, ইস্কুলবাড়িতে ;
ভেতরের মনুষ্যত্ব বাইরে থাকে, বাহুত ফাঁড়িতে
কাটে দিন। দেয়ালে ঢুকিয়ে সিঁধ, ন্যায়নিষ্ঠ দেশে —
কুকুর-কেত্তনে ভাগ্যি আড়ে ঠেকা দেয় রায়বেঁশে।

৯৪

আমার কবিতা থেকে যতগুলি নালা ছিলো তার
অধিকাংশ বুজে গেছে, একটি খোলা, প্রাকৃতিক ত্যাগ
করার জন্য, আর অন্য আছে নিতান্ত বাঁচাতে
ভঙ্গুর খাঁচাটি, যাতে পাখি নেই, মর্কটে পালক
আকণ্ঠ বোঝাই ; আমি কায়ক্লেশে রেতঃপাত করি।
সন্তানধারণক্ষম নারী আমি পুষেছি সর্বদা
কিন্তু, তাহা ফক্কিকারি আমার জন্মের বীজধান
না মাটি, না জলে উলসে ওঠে তার আগ্রাসী অঙ্কুর
শূন্যগর্ভ, প'ড়ে থাকে, যেন দিনে বারাঙ্গ-গলির
অর্ধেক স্বভাব তার — গুরু কাজ ঘটে না কপালে।
আমার বিশ্বাস, আমি একা থাকবো — উত্তরাধিকৃত
কিছুতে হবো না ছার কবিতার কিংবা ছা-বালকে।
নিতান্ত-তরুণ কবি ছাড়া আমি রসে জব্দ নই
নিষ্ঠুর, উদ্ধত আমি, রঙ্গী ছাড়া সঙ্গী কোথা পাবো?

৯৫

শব্দ গুলিসুতো, তাকে সীমাবদ্ধ আকাশে ভাসতে
আমার পেট্‌কাটি চাই, কিংবা কাঁথা, মায়াভরা পাড়
সংসারে গেরস্ত-মেজে জুড়ে থাকবে মাটির উপরে—
এরই নাম ভালোবাসা, এরই নাম চড়ুই-মুখর
কাঁচা কিছু মানুষের বেঁচে থাকা—ইটে, খোড়োঘরে ;
সামর্থ্য বাসনা মিশে এ এক মায়াবী ছেলেখেলা !
তোমরা, যারা বড়ো, তারা শ্রুতি বন্ধ ক'রে থাকো দূরে
আমি ভালোবাসবো, জানি গাছে ফুল ফোটানো দুষ্কর
খর জল মূল খায়, জানি শাদা পিঁপড়ের ফুরফুরে
শত্রুতা ; অবশ্য জানি, শব্দ কতো আদর্শ নির্ভর—
শব্দ কোলজোড়া ছেলে-হাসে কাঁদে, হিসি করে বুকে
খুচরো ক'রে দেয় টাকা এবং যা সোনালি সম্বিৎ
তাকে করে তামা, গায়ে জামা নেই, সুক্ষ্ম নতমুখ—
এ-ভাবে শব্দকে জানি, একদিন তারও মৃত্যু হবে ।

৯৬

ঠিক কী কারণে গেলো বোঝা ভার, কিন্তু গিয়েছে সে
জলের সাঁতারে তেল কিংবা বলা ভালো সে গন্ধের
ভিতরের তীব্র, তাই ব'য়ে গেছে হাওয়ার উদ্দেশে
ঠিক কী কারণে গেলো বোঝা ভার, কিন্তু গিয়েছে সে ।
তাকে তো চিনতো না কেউ, আমরাও অস্পষ্টভাবে জানি
তবু তারই জন্য সব অগোছালো গুচ্ছে সাবধানি
মায়ার অঞ্জনকাঠি, কাঁথা ও কল্পনা ক্রমে মেশে—
ঠিক কী কারণে গেলো বোঝা ভার, কিন্তু গিয়েছে সে ।
একমুঠি স্পষ্ট মাংস, ঠাণ্ডা-হিম যেমন প্রকৃতি
পাংশু ও নিশ্চেতন, তেমনি সে, মৃত্যুর লাঞ্ছিত
সদাগর কিংবা যেন আমারই মুখের অনুকৃতি !
ভুলে যাবো, ভাড়াটে যেমন ভোলে পরাশ্রয়, পেলে
অবশ্য নতুন, শুধু মাঝে মাঝে অযুক্তি-কল্লোলে
ভেসে উঠবে মাংস, মুখ নিদ্রাতুর, বিষণ্ন, করুণ ॥

কিসের জন্যে

সমস্ত যন্ত্রণার চেয়ে বড়ো ধরনের যন্ত্রণা পাই
আঁচড়ে-কামড়ে নিজেই মরি
গা-ভর্তি ঘা, রক্ত পড়ে, জিউলি গাছের আঠার মতন
রক্ত আমার রক্ত পড়ে—বড়ো ধরনের যন্ত্রণা পাই
কিসের জন্যে নিজে জানি না। মেঘের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে
কারণ, নাকি উড়োজাহাজ? কারণ, নাকি হলুদবাড়ি?
বলতে এলে বেঁধে ঠেঙাবো, কারণ আমার ছ্যাকড়াগাড়ি
উল্টোপথেই চলবে শুধু, আমি তোমার দেশেও স্বাধীন।
যার করতল নেই সে কাকে ভিক্ষে দেবে?
যার করতল নেই সে বুকে হাত বুলোবে?
উলুকঝুলুক করবে এবং বলবে—অসীম
ভালোবাসার রোদন আমার হে কস্তুরী—

এই সমস্ত তুমিই পারো সহ্য করতে, তোর লালসা
সবার দৃষ্টি কেড়ে নিচ্ছে—মন চেতনা কেড়ে নিচ্ছে
বলছে, বেঁধে ফেলাই হলো, শুভবিবাহ।

অনেক কথা বলবো বলে উঠেছিলাম মঞ্চে যখন
মিটিং হঠাৎ ভেঙে যাচ্ছে—লম্ব ঘড়ি
গা ঘষছে গোল ঘড়ির সঙ্গে—দুই নাবালক
বলছে, ভারি যন্ত্রণা পাই—
যন্ত্রণা কি চালের কাঁকর? ফুটবলে ফাঁক? হাঁটুর ব্যথা?
যন্ত্রণা কি ভালোমানুষ সবার হাতেই তালি বাজাবে?
মিষ্টি খোকন, তোদের লেখা পড়তে পারি
এমন লেখা লেখ্‌ না যেমন লম্বালম্বি দীঘির ধারে পথের রেখা।

সমস্ত যন্ত্রণার চেয়ে বড়ো ধরনের যন্ত্রণা পাই
আঁচড়ে-কামড়ে নিজেই মরি
গা-ভর্তি ঘা, রক্ত পড়ে, জিউলি গাছের আঠার মতন

রক্ত আমার রক্ত পড়ে — বড়ো ধরনের যন্ত্রণা পাই
কিসের জন্যে নিজে জানি না ॥

ওরা

হারায় ওরা হারায়, ওরা এমনি করে হারায়
মেঘের থেকে রোদ বুঝিবা এমনি করে ছাড়ায়
ওরা জানে অনেক, অনেক
পথ চলতে দাঁড়ায় ক্ষণেক
গলির মুখে জিরাফ ওরা, মানুষ খোঁজে পাড়ায়।

কোথায় যেন যাবার কথা আজকে ছিলো ভোরে
কিয়ৎ দাবি-দাওয়ার কলস ছিলোই তো কোমরে
এবং মুঠি রক্তঝুঁটির হাতগুলো সব নাড়ায়
হারায় ওরা হারায়, ওরা এমনি করে হারায়
বাধা যে দেয় তাকে — এবং সম্মুখে পা বাড়ায় ॥

শব্দ শুধু শব্দ

যেন পাহাড় ভাঙতে আমার একটি জীবন নষ্ট হবে
প্রভু কি তাই ভাঙলে তুমি ?
বাউলগানের মতন সৃজন হয় না ব'লে অগৌরবের
প্রভু আমার জন্মভূমি
নাকি হিসেব সমস্ত ভুল, কালবিনাশী সহাস্যতায়
নদীতে বাঁধ বাঁধলে কথায়
শব্দ শুধু শব্দ এবং শব্দ মানেই সাশ্রু কুমীর।

হৃদয়, মানে

হৃদয়, মানে আজ যেখানে ঐ উঠেছে উরুস্তম্ভ
কিংবা বালিয়াড়ির মধ্যে ভীষণ গর্ত, ছন্দভাঙা
পাগল ছেলের গল্প যেমন, উড়োনচণ্ডি কারখানার
দেয়াল গেঁথে বন্দী করা আত্মা — মানেই বহ্বারম্ভ ॥

হৃদয়, মানে সবাই করে পাল্লাভাঙা দরজা জড়ো
জীবনবিমুখ নাম বাড়িটার, সেইখানে যার বসতঘর ও
গ্রিল-দেওয়া বারান্দাখানির প্রান্তে ফোটে ফুলের দম্ভ
হৃদয়, মানে জবরদখল — এক পা রেখেই যাত্রারম্ভ ॥

একটি পরমাদ

বহুকালের সাধ ছিলো তাই কইতে কথা বাধছিলো
দুয়ার খুলে দেখিনি — ওই একটি পরমাদ ছিলো ।
যখন তুমি দাঁড়াও এসে
আন্ধারে-রোদ্দুরে ভেসে
হাসির ছটা ভুলিয়ে গেলো — ভিতরে কেউ কাঁদছিলো
বহুকালের সাধ ছিলো, তাই কইতে কথা বাধছিলো ।

ও মন দরদ দিয়েছো তায়
রাত-ভেজানো বনের লতায়
একদিবসের প্রেমে প্রখর স্মরবিরহ বাদ ছিলো
দুয়ার খুলে দেখিনি, ওই একটি পরমাদ ছিলো ।
ডাকাত ভালোমানুষ সেজে
আড়ালে হাত কামড়ে নিজের
রক্তচোষা এক ছাপোষার হৃদয়হরণ সাধ ছিলো ॥

পেতে শুয়েছি শব্দ

শব্দ হাতে পেলেই আমি খরচা করে ফেলি
যেন আপন পোড়াকপাল, যেন মুখ-ঢাকানি চেলি
ছলাৎছলো দিনের শেষে না যদি গান মেলে
শব্দ হাতে পেলেই আমি খরচা করে ফেলি।

শব্দ নাকি মোহর ? ফাঁকি ? শব্দ নাকি জ্ঞানী ?
শব্দ শতরঞ্চ এবং শব্দ কাঁথাকানি
তা যদি হয় শব্দ, তাকে করেছি মহাজব্দ
এবং পেতে শুয়েছি শব্দ — ক'রো মরণে টানাটানি ॥

বাঘ

মেঘলা দিনে দুপুরবেলা যেই পড়েছে মনে
চিরকালীন ভালবাসার বাঘ বেরুলো বনে···
আমি দেখতে পেলাম, কাছে গেলাম, মুখে বললাম : খা
আঁখির আঠায় জড়িয়েছে বাঘ, নড়ে বসছে না।

আমার ভয় হলো তাই দারুণ কারণ চোখ দুটো কৌতুকে
উড়তে-পুড়তে আলোয়-কালোয় ভাসছিলো নীল সুখে
বাঘের গতর ভারি, মুখটি হাঁড়ি, অভিমানের পাহাড়···
আমার ছোট্ট হাতের আঁচড় খেয়ে খোলে রূপের বাহার।

মেঘলা দিনে দুপুরবেলা যেই পড়েছে মনে
চিরকালীন ভালোবাসার বাঘ বেরুলো বনে···
আমি দেখতে পেলাম, কাছে গেলাম, মুখে বললাম : খা
আঁখির আঠায় জড়িয়েছে বাঘ, নড়ে বসছে না ॥

শুদ্ধসীমা থেকে

শুদ্ধসীমা থেকে যাত্রা কবিতার সর্বাঙ্গে, যেমন
মধুর বিহ্বল পায়ে পিঁপড়ে পড়ে ছড়িয়ে সুধায়—
বিষে ও নির্বিষে, আমি যাই, যেতে-যেতে বাধা পাই
আনন্দে পশ্চিমে চলি, টানে পূর্ব উৎকৃষ্ট ক্ষুধায়।

প্রসঙ্গত কোনো দিক, কোনো তৃষ্ণা-বিতৃষ্ণার মোহে
আমাকে যেতেই হবে, পূর্ণাপূর্ণ, প্রাণে ও অপ্রাণে
ক্ষমতার কূট যদি শাস্তি দিত, হতাম অক্ষম
জড় ও জীবিত পিণ্ড, নৌকা ভাঙে ঘাটের সন্ধানে।

কোথা ঘাট ?   জলের প্রচ্ছদে কোথা পরিপাটি শুকনো অন্ধকার
ভ্রূ-র !   কোথা, কই কাজ কাজলের ?   ও মর্ত্যলোকের—
ইতস্তত পড়ে-থাকা মানুষের শ্মশানের ছবি
ওঁ কৃষ্ণ কৃষ্ণ···লেখে সমুৎপন্ন, সুস্থ এক কবি
রক্তে, টক চক্ষুজলে ; আর করে আমাকে উদ্ধার
শুদ্ধসীমা থেকে যাত্রা করি আমি সর্বাঙ্গে তোমার ॥

শব্দ, মানে দুইদিকে তার মুখটি

শব্দ, মানে দুইদিকে তার মুখটি থাকে বিশ্ব জুড়ে
রামধনুকের মতন রঙিন সার্বজনীন পন্থ খুঁড়ে
যেমন চলে নদী এবং ধারাবাহিক মনের ক্ষত
তেমন আমি নই আবাসিক, দ্বিধায় ছেঁড়া, লজ্জানত

সঙ্গী বরং কলধ্বনির ভিতর-বাহির কৌতূহলের
মধ্যে আমিই ময়ূরবাহন, প্রতীক-প্লুত বর্ণমালার
সুগন্ধ ফুল, হলুদ পরাগ কিংবা পোড়া হৃদয়জ্বালার
অবশ্য ক্রোধ, সিক্ত হবো নির্নিমেষের বৃষ্টিজলে

শব্দ, মানে দুইদিকে তার মুখটি থাকে বিশ্ব জুড়ে
রামধনুকের মতন রঙিন সার্বজনীন পন্থ খুঁড়ে
যেমন চলে নদী এবং ধারাবাহিক মনের ক্ষত
তেমন আমি নই আবাসিক, দ্বিধায় ছেঁড়া, লজ্জানত

আমি ভাঙায় গড়া মানুষ

মায়াবী এই আলোয় ওড়ায় মায়া ভাঙার ফানুস
যে জন ছিল গোড়ায়, তাকে পুড়িয়ে মারে মানুষ
আর যারা সব পথিক, শুধু তার পিছনে চলে
মানুষ গিয়ে ছোঁ মারে সেই এক মুঠি সম্বলে—
স্বেচ্ছাচারী স্বাধীনতায়, তার মানে, ঐকিকে
জড়িয়ে করা বহু ; যেমন করেছেন বাল্মীকি !

মানুষ কাকে বাঁচায়-?
যদি এমনি ক'রে খাঁচায়
পোরে পাখির চেয়েও খালি
নিবিড়, নরম গেরস্থালি ?
আমার ভয় করে, ভয় করে
কেবল ভয় করে, ভয় করে
যদি নিজেই তাকে মারি···
এবং এটুকু তো পারিই, আমি ভাঙায় গড়া মানুষ

ভুল থেকে গেছে

নিশ্চিত কোথাও কোনো ভুল থেকে গেছে···
প্রধান অসুখ নিয়ে কলকাতায় ঘোরে লক্ষ লোক
আজ কিছুদিন হলো তারই মধ্যে বসন্ত এসেছে
প্রত্যক্ষ পলাশে, পাশে মুচকুন্দ চাঁপার নোলক—
নিশ্চিত কোথাও কোনো ভুল থেকে গেছে
ব্যবহারে।

মানুষের সব গিয়ে এখন রয়েছে হিংসা বুকে
প্রেম-পরিণয় গিয়ে এখন সে রক্তের অসুখে
মোহ্যমান, প্রাণ নিতে পারে
নিশ্চিত কোথাও কোনো ভুল থেকে গেছে
ব্যবহারে।

মানুষের সঙ্গে আর মেলামেশা সঙ্গতও নয়—
মনে হয়, এর চেয়ে কুকুরের শ্লেষ্মাও মধুর॥

কে যায় এবং কে কে

গাছগুলো আর পাথর এবং পাথরভরা কামিন
বনের মধ্যে আমি তখন বনের মধ্যে আমি
মনের মধ্যে কে যে
মনের মধ্যে বিবাদ করে স্বপ্ন দেখায় যে যে
বনের ভিতর কে যায়
মনের ভিতর বৃষ্টি আমার বর্ষাতিটা ভেজায়
কে যায় এবং কে কে
এক ভাঙা ইট থাকলো পড়ে—হায় রে, আমার থেকে॥

এখানে সেই অস্থিরতা

অস্থিরতার সূত্র কোথায় ?
খুঁজতে-খুঁজতে বনস্থলীর সব ক'টি ঘাট পেরিয়ে এলাম —
সামনে নদী

পাথর পেতে পরীরা পা ঘষেন একলা
ইট মেরে ডুম্ ভাঙতে যেমন, মেঘ ছুটে খায় জ্যোৎস্না যদি
তখন দ্রুত পাথরচ্যুত — অস্থিরতার সূত্র কোথায় ?···
এমন কথা বলতে-বলতে কোন্ পথে যান ক্ষুব্ধ পরী ;

শান্তিতে তাঁর স্নান হলো না !

আবার আমি একলা হলাম
বনস্থলীর মুখ দেখা যায় — আয়না-নদী ছাড়িয়ে গেলাম
এবং নদীর সূত্র কোথায় ?   বলতে-বলতে, পাহাড়তলি···
একটা গল্প তোমায় বলি :
চোখ বুজে কান রাখলে খোলা
নদীর সূত্রপাতের গন্ধ, আঁতুড়ঘরের সামনে দোলা
আর বাঁকেবাঁক্ টিয়া,
আমার ও মন দরদিয়া···চোখের
জল গড়ালো প থর, বুকের অস্থিরতার পাথর !

আবার আমি একলা হলাম
বনস্থলীর পরে নদীর পরে পাহাড় ছাড়িয়ে এলাম
শহরে, আজ শহর দেখবো
গলির ঘরে শুয়ে আকাশ
যদি দেখায় দু'খানি পা
শান্তিতে তাঁর স্নান হলো না···
এখানে সেই অস্থিরতা, নবজাতক, বারুদগন্ধ !

কবিতার সত্যে

কবিতার সত্যে আমি একঝলক মিথ্যের বাতাস
লাগাই, কী পালটে যায় কবিতার সত্য একদিনে
তাহলে সত্যের নেই সেই বুক, সেই দাঁড়সাঁতার,
সত্য নয় শিশু, নয় রাজনীতি, নয় মুথা ঘাস।

সত্যই নিষ্ঠুর — এই শুনে আসছি নিরবধিকাল
যেন সত্য আমাদের পূর্বপুরুষের পাটরানী,
শতাব্দীর একতীরে বসে শোনে, অন্যতীরে তাল
পড়ে ভাদ্রমাসে, হায় প্রকৃতি-প্রাক্তন রাজধানী।

সত্যকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাই গঙ্গার বাতাসে
গা জুড়োতে, তারপর কষে মারি দু'গালে থাপ্পড়
পোঁদের কাপড় তুলে ছেঁকা দিই দু'পাটা মাংসের
উপরে কলঙ্কের দাগ ; তৎক্ষণাৎ মিথ্যে হয়ে আসে —
বিপুল, অমিততেজা, জাহাঁবাজ সত্যের ভ্রূকুটি···

আমি উঠি, কবিতার হাত থেকে মুক্ত হই, উঠি, উঠে পড়ি ॥

সে — তার প্রতিচ্ছবি

একটি চূড়া, স্থির যেন সে একটি চূড়ার মতো
সাদৃশ্য তার খুঁজলে আছে, হয়তো উঁচু গাছের কাছে
নয় পাহাড়ের সঙ্গে তুল্য খানিক অসুন্নত
একটি চূড়া, স্থির যেন সে একটি চূড়ার মতো।

একটি নদী, স্থির যেন সে একটি নদীর মতো
কেউ বা ছিলো কপোতাক্ষ, কেউ হয়েছে ক্ষীণ গবাক্ষ

কেউ বা ধূলা, কে চুলখোলা—লুকোনো, স্পষ্টত…
একটি নদী, স্থির যেন সে একটি নদীর মতো।

একটি শিকড়, স্থির যেন সে সেই শিকড়ের মতো
যে চায়, কাড়ে, শিকড় বাড়ে—হাতের ছোঁয়া চোখের আড়ে
পাতালে যায়, পাতালে যায়…তুরন্ত, সংহত
একটি শিকড়, স্থির যেন সে সে-ই শিকড়ের মতো॥

দুই শূন্যে

দুদিকে যায়, দুদিকে যায়—একদিকে কেউ যায় না
দুটি জীবন চাখতে গেলেও একটিকে হারায় না
এমন মানুষ পাওয়া শক্ত, চতুর্দিকের বেড়ায়
বন্দী করে রাখছে এবং যে নেই তাকে এড়ায়

সমস্তদিন সমস্তরাত এই খেলাটির কাছে
আমার হৃদয় ভাগ ক'রে দুই শূন্যে বসে আছে

কেউ নেই

কে আছো ওখানে,   কে হে
হয়তো আমার চেয়ে   ছোটো—
গাছের ফুলগুলি ফুটে ওঠো।

মৃত্যু ও মানুষে কিছু পেয়ে
কে আছো ওখানে?   তুমি কে হে?
হয়তো আমার চেয়ে   ছোটো—
গাছের ফুলগুলি ফুটে ওঠো।

কেউ নেই। কে আমাকে নেবে ?
ও ফুল, তোমার মতো দেবে।
কেউ নেই। কে আমাকে নেবে ?

যেভাবে যায়, সকলে যায়

পথের উপর একটি গাছের মধ্যে আপন অন্য গাছের
গভীর কাছে-থাকার দৃশ্য দেখতে-দেখতে দেখতে-দেখতে
আমার মনে পড়লো, আমি আগাগোড়াই ভীষণ একা।

গাছ দুটি কি সবার দেখা ?
গাছটি কি নয় সবার দেখা ?

এমন কথা ভাবতে-ভাবতে, আলতো কথা ভাবতে-ভাবতে
পুকুরে মুখ গেলাম ধুতে
আর একটি মুখ আমায় ছুঁতে – আসতে-আসতে ভাসতে গেলো
যেভাবে যায়, সকলে যায়, যেমনভাবে যাবার কথা
একলা রেখে

ভিক্ষাই মনীষা

ইচ্ছে করে তার কাছে গিয়ে বলি, মা আমাকে দাও
একমুঠি অন্ন কিংবা রুটি কিংবা মৌন নীল জল
শুকনো প্রাণ নিয়ে আমি বহুদিন জীবন্ত ভিক্ষুক
কিন্তু তা কী করে হবে ? সে আমার পছন্দ প্রাক্তন
সে আমার প্রেম কিংবা আমি তার শান্ত কুয়োতলা
যোগাযোগ ছাড়া যেন নদী হিম, উজ্জ্বল, প্রখর
ইচ্ছে করে তার কাছে গিয়ে বলি, ভিখারি তোমাকে
একদিন ভালোবাসতো, আজ তার ভিক্ষাই মনীষা ॥

দুঃখ যদি

দুঃখ যদি ভুল করে তাকে আমি জঙ্গলে বেড়াতে
গিয়ে ফেলে আসবো দীর্ঘ গাছেদের কাছে
যে-গাছে কাঁটাও নেই, ফুল নেই, অভ্যর্থনা নেই
ছোটোদের কাছে নয়, নিজ দুঃখে ছোটোরা দুঃখিত
আমিও তো ছোটোখাটো মানুষ, আমার সঙ্গে থেকে
এতোদিন সোজা দুঃখ হঠাৎ কেন যে গেলো বেঁকে।

অন্ধ আমি অন্তরে-বাহিরে

পাহাড়ের চূড়া থেকে আমার নিঃশ্বাস ঠেলে
ক্রমাগত অন্ধকার পড়ে
দূরে-কাছে জনপদ, সিংহাসন জেগে ওঠে
মানুষের হৃদয়ের কাছে

দুই সিংহাসন নিয়ে মানুষের এই খেলা, মানুষের এই বর্ধমান
শোক আর সাধ আর সিঁড়ি ও নরম জলরেখা···
স্পষ্টত সবাই চেনে, সকলের চিন্তা ও কাজের
ভিতরে মসৃণ হয়, মসৃণ করার চেষ্টা হয়, হতে থাকে।

আমি প্রাণপণ এক শিরোনাম নিয়ে নির্যাতন
পেতে থাকি রক্তে ঐ আধভাঙা রবীন্দ্রনাথের
উচ্চারণ : অন্ধ আমি [হায় অন্ধ] অন্তরে-বাহিরে।

মানুষ অনেকে অন্ধ, অনেকের অন্ধতা গিয়েছে
বুঝেছি যাবার নয় আমার চোখের ভিক্ষা, চাপ···
যদি কৃপা করো, যাই, সন্তানেব মুখ দেখে আসি

একদিন

মানুষের ভালোবাসা মানুষেরই কাছে ছিলো দামি
একদিন, সুস্পষ্ট গন্ধ ছিলো তার সন্ন্যাসী গুহায়
অর্থাৎ হৃদয়ে ঘ্রাণ, মনঃপ্রাণ ভক্তের প্রণামী
নিতেও উৎসুক ছিলো, চারিদিক আত্মহত্যাকামী
আজ, কেন ? কী কারণে ? জেনেও নিশ্চিন্ত সুবিধায়
মানুষ লুকিয়ে থাকে ঘাস হয়ে মনের গভীরে···
সাড়াহীন, শ্রুতিবদ্ধ, প্রজড় জীবিতমাত্র প্রাণে
মানুষই ছুটেছে দেখি মৃত্যুর নিষ্ঠুর অনুষ্ঠানে
সারবদ্ধ পোকা যেন বাদলের, তাড়িত বিষের
কিংবা তারো চেয়ে নীল, শোণপাংশু, মালিন্যের হারে—
মানুষ ? মানুষই তাকে বলা যায়, অন্যকিছু নয়
উৎকৃষ্ট বিশ্বাস নিয়ে জন্মে যদি শিশুর হৃদয়
এখনো আমার দেশে, তার কানে-কানে বলি আমি :
মানুষের ভালোবাসা মানুষেরই কাছে ছিলো দামি
একদিন ॥

সব হবে

ভালোবাসা সবই খায়—এঁটো পাতা, হেমন্তের খড়
রুগ্ন বাগানের কোণে পড়ে-থাকা লতার শিকড়
সবই খায়, খায় না আমাকে
এবং হাঁ করে রোজ আমারই সম্মুখে বসে থাকে।

আমি একটু-একটু তাকে অবসন্ন হাওয়া দিতে পারি
একটু এনে দিতে পারি আমরুলের পাতার প্রকৃতি
স্মৃতির কাঁথায় তাঁর স্পর্শ—যিনি উপস্থিত নে
এইসব—দিতে পারি, এতে কি ও শ্রীমুখ ফেরাবে ?

আমার ভিতরে কোনো গোলযোগ নেই, প্রেম নেই
অন্যমনস্কতা লেগে আমার ভিতরে হয়ে নেই
কিছু বা পাথর, নেই ফুটোফাটা, ফেলে-রাখা ধুলো
আমার ভিতরে আছে সর্বাঙ্গ রঙিন পথগুলো —
এতে সবই হবে ॥

সংযোজন

আসতে পারে

খুব সহজেই আসতে পারে কাছে
ওই, যা কিছু—বুকের ভিতর আল্‌গা হয়ে আছে।
পাতার ফাঁকে উঠছে শামুক, শিকড় কাটে উই
আমার মতন একলা মানুষ দুখান্‌ হয়ে শুই।
চোখের পাতা বন্ধ,—কেবল একটি-দুটি নাচে
খুব সহজেই আসতে পারে কাছে।

চাঁদের দেশে

ওই যে দূরে দেখছো বাড়ি—ওখানে পৌঁছাতে
অনেকগুলো রাস্তা ছিলো চলন্তিকার হাতে
একটি ঘুরে, একটি দূরে, একটি চোখের সোজা—
গোপন যিনি ছিলেন, তাকে বয়েসকালে বোঝায়।

কেউ বা যেতো মাঠ পেরিয়ে, কেউ বা যেতো উড়ে
রামধনুকের রঙিন খেলা ছিলো আকাশ জুড়ে
এখন যেতে সর্ষে ক্ষেতে উল্টে পড়ে মেঘ—
হট্‌রাপেটা চাঁদের দেশে থামে হাওয়ার বেগ।

বলেছে, হৃদয় তুমি

বাসনার সুতো আমি জ্বালিয়ে দিয়েছি মধ্যরাতে—
পুড়েছে দেহের মুখ, পশ্চিমা জানালা
ওপারের নদী-বনে লেগেছে আগুন
তবু ভালোবাসা নামে এক পথিকও
পেয়েছিলো একদিন পথের ঠিকানা !

বাসনার সুতো তারই জ্বালিয়ে দিয়েছি মধ্যরাতে
সে গেছে দুরন্ত এক পাহাড়ের ধারে—
কোলের পার্বতী নদী মাছরাঙা জল
বয়ে যায়—সমগ্র নিষ্ফল
দেবতার কাছে ধ্যান, তার মতো হাতে
জ্বলন্ত হলুদ ফুল নিয়ে মধ্যরাতে
বলেছে, হৃদয় তুমি কোথা, কতদূর ?

ও ফুল আমার

ফুলগুলো সব ফুটে উঠতো আমার কথা মনে পড়লে
মনে পড়লে কেবল আমি একক ছিলাম ভালোবাসায়
ভিজতে-ভিজতে পার হয়েছি সম্মুখে মাঠ আকাশসিন্ধু
যেন বুকের বৃষ্টিবাদল সব ঢেলেছে মাথায় আমার
ভিজিয়েছিল কাপড় যখন খুঁট ছিলো ভিতরে বন্ধ
এবং কথা, তোমার কথা ও ফুল আমার মনে পড়ছে।

বিরহ তার পাত্র থেকে আগুন ঢালছে

নেই এখানে, দেখতে পাচ্ছি, কোথায় গিয়ে রাখছে ঢেকে
নষ্ট শুভ্র মুখচ্ছিরি, জড়িয়ে তাকে থাকছে কে কে ?
উরুৎ, বাহু, পদ্মনাভি এবং নকল স্তম্ভ খিলান
জঙ্ঘা, মোচড় — গর্তগুহার পার্শ্ববর্তী দীর্ঘ টিলার
মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে — সমগ্রকে করছে গুঁড়ো
সাধের নারী নষ্ট করে পুরুষ, যেন পাহাড়চূড়ো।

এই এখানে, থাকতো যখন, এক বাগানে থাকতো একা —
সঙ্গে ছিলো পুষ্প বকুল, কৃষ্ণচূড়া আমার দেখা।
আর ছিলো যুঁই কনকচাঁপা, পোড়া কপাল থলকমলা,
সমগ্রে তার চক্ষু প'ড়ে থমকে যেতো আমার চলা।

আসল অর্থে — ছড়িয়ে দিলাম, তাকালে চোখ নামতো নিচে,
বিরহ তার পাত্র থেকে আগুন ঢালছে আজ পিরিচে।

কবিতার কাছে

কবিতার খুব কাছে এসে গেছে নষ্ট ফুলগুলো
যন্ত্রণায় ভারি হয়ে, মৃত্যুতে পাথর হয়ে গেছে
মাটিতে পড়েছে ঢলে ধুলোবালি যা কিছু স্নেহের
কথা বলে, মহিমায় একদিন ও ছিল আত্মীয়।

কবিতার খুব কাছে এসে গেছে নষ্ট ফুলগুলো
যে ভাবে মানুষ যায় মানুষীর মনের গভীরে —
সেইভাবে, এসে যায় নষ্ট ফুল কবিতার কাছে
মানুষের কাছাকাছি ফুল এসে পড়েছে ধূলায়।

মেঘ ডাকছে

মেঘ ডাকছে, ডাকুক
আমার কাছেই থাকুক
ভালো থাকবো, সুখে থাকবো — এই বাসনা রাখুক।

কষ্ট হয়তো একটু হবে, এই তো ছিরির ঘর
আমার কাছে অল্প সময় বাইরে অতঃপর —
বৃষ্টি ভালো লাগছে যখন, পদ্মপাতায় রাখুক।

ওইটুকু তো মেয়ে
ছোট্ট আমার চেয়ে
এতোই যদি লজ্জা তাহার, দুহাতে মুখ ঢাকুক
আমার কাছে থাকুক, তবু আমার কাছে থাকুক।

ছট্‌ফটিয়ে উঠলো জলে

ছট্‌ফটিয়ে উঠলো জলে, হারিয়ে গেলো কেউ
চিহ্ন পড়ে রইলো ঘাটে — অন্যরকম ঢেউ
ছড়িয়ে যেতে চাইলো দূরে, অনেক দূরে দূরে
হাওয়ার মতো সহজ ঘুরে ঘুরে
ছড়িয়ে যেতে চাইলো কিছু অনেক দূরে দূরে।

কী সেই কিছু? সেও কি কোনো জন?
আমার মতো নিভন্ত, নির্জন —
ছড়িয়ে যেতে চাইলো কাছে — কিম্বা দূরে দূরে।

এখানে কবিতা পেলে গাছে-গাছে কবিতা টাঙাবো

একটি সভায় আমি গেছি বসে কাঠের চেয়ারে—
সম্ভবত টিন, যার রং লাগে প্রত্যেকের পিছে
তাই দেখে পথচারী গোয়েন্দার চোখের মতন
মেয়েদের চোখ হয়, মেয়েরা কী যেন ভাবে তাকে···

এ বাবা গেরস্ত নয়, আলাভোলা, কবির আত্মীয়
হয়তো নিজেই লেখে, না তো ছাপে অন্যের প্রতিভা।
কিছু একটা করে ওই কবিত্বের সঙ্গে মিলেমিশে
হাত মারে, হেগে যায়—রঙিন পিচকারি কিনে ভরে
ভাষার সাবান-জল তারপর ছড়ায় ছিটোয়
বিভিন্ন কাগজে···
এভাবেই, যেন গাছ, ছাদ ফুঁড়ে আকাশের দিকে
বেড়ে চলে, জীবন্ত বলেই বাড়ে, প্রাসাদ বাড়ে না—
বোদ্ধার ইটের দাঁতে ছায়া মেলে, বরং ঝিমায়
ঘরবাড়ি, ফলমূল, স্বপ্নরাজ্য, কুকুরের বিচি।

তেমনি সভায় আমি বসে আছি টিনের চেয়ারে
পাশেরটি হাত দিয়ে ঢেকে রেখে ছিলাম খানিক
কাউকে বসাবো যার মুখে টক পচা গন্ধ নেই
পরিচ্ছন্ন ভদ্রলোক, কবি নয়, নোংরা শ্রোতা নয়
গন্ধে গোলাকার নয়, অধিকন্তু, দুই কানে শোনে।
এখানে শোনে না কেউ, কথা বলে, বর্ণনার কথা
ভিতরের কথা নয়, কানে-কানে কথা নয় কোনো।

সেই সভাটিতে গিয়ে, শুয়ে বসে, মলত্যাগ করে
আমি খুবই বিষণ্ণতা বোধ নিয়ে বর্তমানে আছি
একাকী, বান্ধবহীন। ওরা স্থির সুস্নিগ্ধ যেহেতু
কবি ব'লে-দুঃখ পায়, শরীর তছরূপ করে পায়
আনন্দ, আনন্দ! হায়, আনন্দ কোথায়, কে তা জানে?

বাস্তবিক যেন হাওয়া, দুরন্ত অবাধ্য ঝঞ্ঝা আমি
ছুটেছি যেখানে হেঁটে যাওয়া ছিলো প্রকৃত সঙ্গত
গাছের ভিতর দিয়ে একদিনই পরিত্রাণ নেবো
মানুষের শহরের হাত থেকে ছুটি নেবো ঠিকই
যেদিকে দুচোখ যায়, চলে যাবো, ভ্রূক্ষেপ করবো না
এলোমেলো করে যাবো গ্রাম, বন, মানুষ, বসতি
সমস্ত, সমস্ত। কিন্তু, এভাবে কি কিছু পাওয়া যাবে ?

কিছু, মানে কোন্ কিছু কার কিছু ? কার জন্যে কিছু ?
উত্তর জানি না বলে সেই কোন্ প্রত্যূষে উঠেছি
উঠে থেকে হেঁটে চলা — কোনোদিকে, হাঁটার অসুখে
শুধু যাওয়া শুধু যাওয়া — যেতে যেতে পিছু ফেরা নয়
পিছনে সভায় দীর্ঘ কাব্যপাঠ, কাব্য-আক্রমণ
আমায় হাঁ করে খাবে শহরের উদ্ভিদ-গলিতে।

আমাকে চেনে না কেউ এদেশের নুড়ি ও পাথর
যেখানে এসেছি আমি বুঝে নিতে এবং বোঝাতে
মহিষের পিঠে চড়ে চলে যেতে উদাসীন সুখে···
আমার পিঠেও তাকে কোনো কোনো দিন তুলে নেবো —
এ‹ পরস্পর, এই সর্বশক্তিমান দেওয়া থোওয়া
কখনো বুঝিনি আগে, কখনো চড়িনি বলে মোষ।
এখানে কবিতা পেলে গাছে গাছে কবিতা টাঙাবো।

এই বাংলাদেশে ওড়ে রক্তমাখা নিউজপেপার বসন্তের দিনে !

দূরের পাহাড়তলি কিংবা তুমি দিনান্তের রেখা
নীল জল অথবা হাউই
তুমি তীরন্দাজ কবে খরগোশ ধরেছো
অতসী কুসুমশ্যাম হৃদয় তোমার
স্বদেশে বিদেশে মিশে শ্রাবণ কি তুমি ?

ভালোবাসা দিলে তবে ভালোবাসা পাবে
তোমার যোগ্যতা গূঢ়
নিশ্ছিদ্র অতীত নিয়ে তুমি করো খেলা
তোমার লাটাই ভালো
চাঁদ বেনে উড়ে যায় কোঙ্কন সিংহল
ব্লিজার্ড! ব্লিজার্ড!

পুবদিকে দেখা যায় চার্চ, সলোমন
তোমরা যেখানে করো বসবাস সেখানে অন্তত
বিস্তর নাপিত আসে—
এই ঘনিষ্ঠতা, এই এজেন্সি মারফৎ
তোমাদেব কাটাছেঁড়া, ধর্মযুদ্ধ—নীল ও লোহিত
পোপের জন্ম ও মৃত্যু
'উনি কি ক্যাসিষ্ট?'
এই বাংলাদেশে ওড়ে রক্তমাখা নিউজপেপার
বসন্তের দিনে
বসন্তের দিনে করে বসবাস নেপথ্য ও স্টেজ
হিন্দু ও অহিন্দু করে কোলাকুলি, হত্যা, মুষ্ট্যাঘাত।

চেতনাব মতো এই অচেতনা শিখিয়েছো তুমি
তুমি ধর্মমত তুমি যৌন তুমি কামিনীকাঞ্চন
তুমি কোষাগার তুমি উচ্চাকাঙ্ক্ষা তুমি ধানজমি
তোমাব দুষ্কৃতি তুমি ব্রাহ্মণের, চণ্ডালের নও।
অন্তরের ঘাম থেকে মুক্তি নেই—মুক্তি নেই কোনো
আবিল পাঁকের থেকে মুক্ত নেই বিদগ্ধ হ্রদের
মাছরাঙাদের মতো ওড়ে পেটিকোট
তুমি সন্তর্পণ, তুমি শ্মশানের মাঝে বাড়ি করো
হৃদয়ে দিনের মতো চঞ্চল তোমার আনাগোনা
দুপুরের থরো-থরো শটিক্ষেত, আখরোট বাদাম
তুমি সব পেতে পারো ধর্মাধর্ম—তুচ্ছ ক'রে প্রেম!

এই পথে দেবদারু — বাদুড়, বনের ভাঁট ফুল
দেয়ালে দেয়ালে জমা ম্যাজেণ্টা ক্রিমজন
মজাদি কি, ভাঙাগ্রাম, দোলমঞ্চ - ব্যর্থ স্থপতির
নশ্বর হাতের কাজ,
ভালোবাসা ?
জোনাকির আলো —
এ কি সব ?

চাঁদের অপরিসীম ক্লান্তি, তাই দূরে আধোলীন
নিকটে আসে না যেন ভুল হবে
চরিতার্থতার শেষে আছে কি বিস্ময়ে-ঘেরা দেশ
মুক্তির সংশ্রবহারা এ দিনযাপন ?
কিংবা মুক্তি মৃত্যু ও শৈশবে।

রাজার বাড়িতে আজ ভোজসভা
তীর্থে প্রিয়নাম
তুমি না আড়াল থেকে জনতার, চাক্ষুষ রাজার !
তুমি কোন্ পথে যাবে ?
কার সংবৎসরের ধৈর্য নেবে ? কোন্ অন্নকূট ?
তুমি ধর্ম-পুরোহিত
নিষ্ক্রিয়তা তোমার নিয়তি
একত্রে করেছো তুমি বর্তমান অতিবর্তমান
ছায়া ছলনাকে করো সমাসীন
তুমি সব পারো
তোমার যোগ্যতা আর স্বাধীনতা অনির্বচনীয়।

ধীরে ধীরে দ্বার খোলে গূঢ়তার, রহস্যবোধের
শুকতারা তুলে ধরে অন্ধকার কুঁড়ির চিবুক
— পছন্দ না হয়ে যায় !
আরো পরিস্ফুটতর হবে

পৃথিবীর অতীতের পারা তাকে স্বচ্ছ করে তোলে
মুহূর্তেও ধরা পড়ে প্রতিমুহূর্তের ভূকম্পন
মানুষের ধর্ম থেকে মানুষের এই ফিরে যাওয়া
স্তব্ধ হয় চিরঅকস্মাৎ
দ্বার খোলে গূঢ়তার, দ্বার খোলে রহস্যবোধের
শুকতারা তুলে ধরে অন্ধকার কুঁড়ির চিবুক
—পছন্দ না হয়ে যায়।
আরো পরিস্ফুটতবু হবে।

ভালোবাসার প্রাধান্য

একটি মধ্যবয়স গাছে নিজেকে বিন্যস্ত
ক'রে দেখেছি দীর্ঘকাল, শাখার মতো আপন
কেউ কিছু নেই গত আমার মনুষ্য-সংসারে।

একটি মধ্যবয়স গাছেব শিকড়ে আজ হস্ত
রেখে দেখেছি উষ্ণ সে কি বাঁচার কৌতূহলে
এবং চলে প্রকৃষ্ট তার ক্ষমার দিনযাপন।

মধ্যবয়স গাছের পাতা, যারা মুখের ভক্ত
তারাই শুধু ছড়িয়ে পড়ে, উর্ধ্বের নির্জনে
বাকি সবাই পাহারা দেয়, ছায়া পাঠায় নিয়ে।

মধ্যবয়স গাছের ফুলে গাছ কি অনুরক্ত
আগে ছিলেন? নাকি আমার আসার পরে স্বেচ্ছা
বন্দী হলেন ভালোবাসার প্রধানা নীল বন্যায়।

আজ সকলই কিংবদন্তী

আজ সকলই কিংবদন্তী, পাতালে বাস করলে শুঁড়ো
সন্ধ্যেবেলা পা ছড়িয়ে বসতে নাকি পাহাড়চুড়োয়?
নিত্যি নতুন পোক্ত তাড়ি
সর্বনাশের স্বপ্নে-মেশা আঁধার-করা বিষের হাঁড়ির—
শক্তি, খেতে একচুমুকে, মন্দ নয় সে-কাণ্ডখানা!
জগজ্জীবন চমকে দিয়ে ভাসতো সুবাস হাস্নুহানার—
আজ সকলই কিংবদন্তী!

রগচটা কোন্ পঞ্চে জবর
থাকতো লেগে জাদুর ছিটে, সন্ন্যাসিনীর গোপন খবর
গোমাংসবৎ পরিত্যাজ্য—
আজ জিতেছো নকল রাজ্য সৌদামিনীর···
হয়তো ভালো
এই জীবনের সবটুকু নয় তীব্র আলোয়
জ্বলতে থাকা
পথ বলে সব ন্যাংটো তো নয়? পুচ্ছে ঢাকা।

কিন্তু যারা বহির্মুখী
বিষণ্ণ ধান ভাঙছে নোড়ায় জনমদুখী
শব্দে রঙে সাত শ ঝাউয়ের কান্নাতে ছাই
ছড়িয়ে দিয়ে বলছে, তাকে এমনি সাজাই—
মতান্তরে, অঘোরপন্থী
আজ সকলই কিংবদন্তী।

কবির মৃত্যু

[কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য স্মরণে]

মৃত মুখ, তাকে আমি কুয়োর জলের মতো শুদ্ধ মনে করি
পাতালের তাপ যদি কিছু থাকে, তাকেও স্থিরতা
কঠিন আঙুল তুলে ঘুম পাড়ায়
ধ্যানমগ্ন করে···
আমি ভয় পাই, আমি মুখ ঢাকি, বাস্তবে তবুও
কবির গণনা বলে, ও-মুখ-পাষাণই প্রিয়তম
রূঢ় সুষমার পঙ্‌ক্তি, ওই শব্দ, স্মৃতির জননী···
কিন্তু সে-কবিও যান হাতে-গড়া শস্যক্ষেত্র ছেড়ে
একদিন
পাকা ও প্রসন্ন ফল ঝরে পড়ে তপোক্লিষ্ট ভুঁয়ে
শীতের বাদাম করে ওড়াউড়ি, ময়দানের ঘাস
গভীর আগুনে যায় উড়ে-পুড়ে···
দেখে মনে হয়
কলকাতা কবির মৃত্যু সমর্থন করে ॥

উদ্ভিদের মতো কৃতী

উদ্ভিদের মতো কৃতী, তবু তাকে বর্জন করেছি
পাগল যেমন করে সুচেতন আশ্রয় সহসা
একদিন, মনে মনে, কাছে থেকে দূরত্ব-প্রয়াসী
নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে, গুণমুগ্ধ তারই ভগ্নদশা
দেখে সে সংবিৎ পায় ফিরে, কিন্তু নিজে থাকে দূর
পাগল ফেরে না ঘরে, ফেরে তার সংশ্লিষ্ট মধুর—
উদ্ভিদের মতো কৃতী, তবু তাকে বর্জন করেছি ॥

এক হতচ্ছাড়া যুদ্ধ চাই

কথা বলতে বলতে এক নদীর ধারে পৌঁছুলুম
সেখান থেকে বিনি-মাগ্‌নার খেয়া
এপারের হাতছানি ওপার থেকে আমায় টেনে এনেছে।

কথায় কথায় জন্মমৃত্যুর উড়ো হাওয়াটা পাক্ খেয়ে গেলো
মধ্যিখানে রাতুবাম্‌নির চর
তার ভেতরে পানকৌড়ির বৃষ্টি মাথায় খোলাছাতা
এবার তাহলে আসল ব্যবসার কথাটাই তুলি ?

কানেতে মন লাগলে দেনা-পাওনায় আটকাবার জো নেই
নিন্দুকেও জানে, দুপারের লোক কিসের জন্যে কোমর বেঁধে বসে আছে
মোটকথা, এক হতচ্ছাড়া যুদ্ধ চাই, নদীর বুক-শুকোনো যুদ্ধ
যাতে ক'রে এ-জমির কান ও-জমির প্রাণে গিয়ে বাঁধা পড়ে।

আমি সহ্য করি

আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে আমায় ক্ষুধা আর প্রাণপণ গাছের শিকড়
যেন আমি মাটি, যেন কলকাতার প্রধান সহরের রাস্তা, যেন আমি
দেড়বস্তা রাক্ষুসে বাচ্চার জন্যে দুধহীন মাই খুলে রেখে বসে থাকি
আর দাঁত চিবোয় চামচিকে মাংস তার···খেলা করে, তাছাড়া মৃত্যুর সঙ্গে
আর কোন্ কূট কাজ ওর ? ঐ ছেলেদের ?
আমি সহ্য করি ··
আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে আমায় ক্ষুধা আর প্রাণপণ গাছের শিকড়
যেন আমি মাটি, যেন, পড়ো ঘর, পুকুরের পাঁক
যেন আমি সমস্ত নিষ্ফল চেষ্টা শিল্পপথিকের, যেন ভ্রষ্ট রাজনীতি
যেন আমি সকল নির্ভুল অঙ্কে গোলযোগ, সাহিত্যে তীক্ষ্ণধী
সহ্য করি প্রেমতাপ, ছেড়ে-যাওয়া গাড়ি ইষ্টিশানে

যেন আমি কিছুকিছু মানুষের জন্মে নয়, সকলের জন্যে বেঁচে আছি
যদি বেঁচে থাকা বলে, যদি একে চলচ্চিত্র বলে !

মাঝে মাঝে মনে হয়, কলকাতার পয়ঃপ্রণালীর
মধ্যে থেকে উঠে আসে, আজীবন যে শুয়ে রয়েছে···শিশু
যার সামাজিক মাতা-পিতা নয় স্তম্ভিত ক্রীড়ায়
যে বোঝে সবার মধ্যে লক্ষ্যণীয় স্থান নেই তার—
নিতে হবে, ছলে-বলে, কেড়ে ও কৌশলে
রক্তে ও চোখের জলে ভেসে যাবে গাঙ্গেয় কলকাতা···
শিরার সড়ক খুলে ঢালা হবে প্রসিদ্ধ বিদ্যুৎ
জ্বলবে ও জ্বালাবে তাকে এবং কলকাতা জ্বলে যাবে ॥

দূরে ঐ যে বাড়িটা

দূরে, ঐ যে বাড়িটা দেখছো
এক সময় ওখানে বহুদিন ছিলুম, ছোটো
মশারির ভেতরে ছোটো ছোটো হাত-পা
সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনার বাইরে ঐ
আপন মশারির ভেতর দূরে ঐ যে বাড়িটা দেখছো
এক সময় ওখানে বহুদিন ছিলুম ।

আজ এখানে আছি ।
সুখ-দুঃখ ব্যথা বেদনার ভেতর
কিন্তু আমার মশারির বাইরে—

খারাপ নেই । আগেও ঠিক যেমনটি ছিলুম
আজো তেমন ।
গা গত্তি ভরে শ্যাওলা, ছোটো
হাত-পা বড়ো কিন্তু কাঁকালসার ।

যাবার আগে বোঝা হালকা রাখাই রীতি,
নইলে যে বাহকদেরই কষ্ট ॥

কার জন্য এসেছেন ?

অদ্ভুত ঈশ্বর এসে দাঁড়িয়েছেন মৃন্ময় উঠোনে
একদিকে শিউলির স্তূপ,
অন্যদিকে দ্বাররুদ্ধ প্রাণ
কার জন্য এসেছেন—
কেউ কি তা স্পষ্ট ক'রে জানে ?
ঈশ্বর গাইছেন গান, তাঁর পথশ্রমে ক্লান্ত ধুলো
লেগে আছে দুটি পায়,
তবু তা স্পন্দিত হলো নাচে
কয়েকটি চিট্‌কেনা ছোটে
চেতনার আনাচে-কানাচে
একটু গেলে, শিমুলের তুলো…
ঈশ্বর কাঁদছেন একা,
সভায় যে কাঁদে সে সংসদে
মানুষের শুভ পণ্য বিক্রি ক'রে দেশবন্ধু সাজে
বন্যার আখুটে বালি সভ্যতাগঠনে লাগে কাজে
এই বলে যে ভাষায়,
সে কখনো ঈশ্বর গ্যাখে নি।
আমার ঈশ্বর এসে দাঁড়িয়েছেন সবার উঠোনে
একদিকে শিউলির স্তূপ, অন্যদিকে দ্বাররুদ্ধ প্রাণ
কার জন্য এসেছেন—
কেউ কি তা স্পষ্ট ক'রে জানে ?

আমাদের সম্পর্ক

ঈশ্বর থাকেন জলে
তাঁর জন্য বাগানে পুকুর
আমাকে একদিন কাটতে হবে
আমি একা —
ঈশ্বর থাকুন কাছে, এই চাই — জলেই থাকুন !

জলের শান্তিটি তাঁর চাই, আমি, এমনই বুঝেছি
কাছাকাছি থাকলে শুনি মানুষের সঙ্গে দীর্ঘদিন
সম্পর্ক রাখাই দায়
তিনি তো মানুষ নন !
তাছাড়াও, দূরের বাগানে
— থাকলে, শূন্য দূরত্বও
আমাদের সম্পর্ক বাঁচাবে ॥

তুমি আছো — ভিতের উপরে আছে দেয়াল

আমাব হাতের উপর ভারি হ'য়ে বসেছে প্রেত
ফুটপাতে শব্দ হয় ক্রমাগত
বৃষ্টির মুখ-ঝোঁকা মেঘ দূরে সরিয়ে দিলো হাওয়া
আমরা বিকেলবেলা চাঁদ দেখেছিলাম
তরমুজের লাল কাটা কলার মতন ধরণী-সবুজ চাঁদ

পৃথিবীতে যতো কঠিন সমস্যা ছিলো সব চাঁদের নিচে জড়ো হ'য়ে ততো
কঠিন ছিলো না আর
চাঁদের মতন কোমল, পাংশু ছিলো জীবন আমাদের — জীবনাকাঙ্ক্ষা
পৃথিবীতে বদ্‌না-গাড়ু পরিষ্কার ছিলো সোনার মতন

সোনার মতন মুসলমান নেমে গিয়েছিলো ওজু করতে

ওদের আল্লা করাতে খান্ খান্ হয়ে গিয়েছে কাল

তার কাশফুল উড়ছিলো হাওয়ায় — তার কানের পৈতা হয়েছিলো

নির্ঘাত কুটি কুটি

কুশাসনে বসতে আমার ভালো লাগে না

ভালো লাগে না আমার ইন্দ্রজাল — মোহরের গল্প

আলিবাবা ভালো লাগে না আমার

ভালো লাগে না আমার সাধারণতন্ত্র — দেহ-বিক্রি

আমেরিকার কোনো কিছুই ভালো লাগে না আমার —

কেনেডির মৃত্যুই আমার ভালো লেগেছিল।

আকাশমণির মাথায় হাওয়া লাগছে

ফুল-বেলপাতা সমস্ত আমার হাত থেকে পড়ে গেলো

ডাকছে তক্ষক — শিবের ধিঙ্গি লিঙ্গ করছে খাঁ খাঁ

মাঠ ভেঙে রোদ্দুর এসে পড়ছে গায়ে তার

দেবতার সবই আছে — ছাতা নেই — নেই ওয়াটার-প্রুফ

বৃষ্টির বিরুদ্ধে, ঝোড়ো হাওয়ায়

দেবতাদের দেশে ইংরেজি নেই — হিন্দী নেই

নেই ভাষা কোনো আর

ইংগিতে ইংগিতে বাংলাদেশের মতন কথা আছে তার

আছে যোগাযোগ — আছে কলংকের কাল —

আছে চলাফেরা

দেবতাদের দেশে ইংরেজি নেই — হিন্দী নেই

আছে লরির আওয়াজ, মুক্তি-যুদ্ধ

আছে গড়নির্ণয় দেয়াল-ঘড়ি

আছে সবই যাকে তোমরা বলো 'অ্যাসেট্' !

মৃত্যুর অনেক আগে জন্মেছি আমরা —

জন্ম আগে — মৃত্যুর কাছে যেতে হলে পথ,

পথের পরে পথ ফেলে যেতে হবে আমাদের

সেখানে মাইল-পোস্ট নেই — নেই টেলিফোন-তার

মৃত্যুর কাছে যেতে হলে পথ —
পথের পরে পথ ফেলে যেতে হবে আমাদের
তুমি আছো — ভিতের উপরে আছে দেয়াল
আছে কুলুঙ্গি, দেয়ালগিরি
আছে আসবাব উপঢৌকন মেহগনি-খাট পাশবালিশ
আছে পিকদানি পানের বরজ কাবুলী কলাগাছ
আছে ঘেটো রুই হাতছানি শ্যাওলা দাম
আছে প্রকৃত পিছিয়ে-যাওয়া শিশু ভোলানাথ শ্মশানের ছাই

তুমি না দিলে, আমার নয় কিছুই
কেননা, তোমায় আমি বিবাহ করেছি —
তোমার খেয়েছি লালা, কেটেছি পকেট — বগলের খাঁজে
উপুড় ক'রে দিয়েছি পাউডার-কৌটো
তোমাকে ভালোবেসেছি ভালোবেসেছি
যেমন ক'রে কুকুর ভালোবাসে যেমন ক'রে মশারির গর্তে গর্তে মশা বসে যায়
মৌমাছির মতন মাংসাশী
পৃথিবীতে বাঁচার কোনো প্রয়োজন ছিলো না —
বৈতরণী পার হ'য়ে তারাপীঠ যেতে হয়
আমাদের এঞ্জিন আমাদেব লাল-হলুদে-মেশা বগিগুলো ফেলে গিয়েছিলো
পথেই !

শাস্তিতে কিছুদিন বিদেশে থাকা চলে — দেশের অদ্ভুত
গোলযোগ বিড়ম্বনা ভালো লাগে আমাদের চিরদিনই
গাধা ভালো লাগে, ভালো লাগে র‍্যাদার উপর কাঠ-বরফের কুঁচি
পরিত্রাণহীন খাটা পায়খানা ভালো লাগে আমাদেরও —
আমাদের দেশের যা কিছু আছে — পেঁপে গাছ
ভালো লাগে আমাদের — আমরা সুখী !

['তুমি আছো — ভিতের উপরে আছে দেয়াল' অক্ষর ক'টির পিছনে যেন এমন অর্ধসত্য রাখা যেখানে ভিত দ্বারা দেয়ালের স্থাপনও সম্ভব। পদ্যটির কাট'-ছেঁড়া শরীর-ব্যাপী দ্বিতিবিরক্ত ভাব আছে, তা লেখকের

তৎকালীন মানসিক অবস্থার পরিচায়ক। অহোরাত্র বহ্নিসেবনের পর সকালে কম্পিত আঙুলে ততোধিক দাঁড়িকমাহীন একটানা চলচ্ছবি—অর্থ অনর্থের মাঝামাঝি! ধর্ম-মূলক দাঙ্গার প্রতি ঘৃণাও আছে। ইতস্তত গ্রামের ইতস্তত ছবি লেখকের বাল্যস্মৃতি চব্বিশ পরগণার বাদশ দেউল, চলনবিল, বামুন-পুকুর, মুসলমান পাড়া, রেলইষ্টিশান, মৌচাক প্রভৃতির—সর্বোপরি, অতীত আর অস্তিত্বের মুহুর্মুহু গোলযোগ আর কোলাহলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এক বিহ্বল আর অর্ধসচেতন মূর্তি যা তোমার, নারীর চিরন্তন অভিপ্রায়-মাখা।]

জন্মে থেকেই মাটির ওপর

জন্মে থেকেই মাটির ওপর আছাড় খেয়ে পড়তো
কাটতো মাথা ছিঁড়তো হাতা জামার
উঁচুয় উঠে ভয় পেতো সে নামার
নামতে গিয়ে বন্ধ চোখে হোঁচট খেয়ে পড়তো।

এমনি ক'রেই ভাঙতে-ভাঙতে ভাঙতে-ভাঙতে কবে
দিন ফুরোলে সন্ধ্যা যখন হবে
একাকী এক গাছ ছিলো, তার মাথার ওপর চড়তো।

এছাড়া তার কাজ ছিলো না কোনো
খানিক চোখের দেখা এবং খানিকটা দুঃস্বপ্ন
বাগান পুকুর উঠোন জুড়ে গেরস্থালি গড়তো।

কিন্তু, সে তো জন্মে থেকেই মাটির ওপর পড়ছে
বস্তু থেকে নিচ্ছে বিকাশ, আর কিছুটা গড়ছে
মনের মতন বনের মতন—যেমন লোহায় মরচে
এবং সে তো জন্মে থেকেই মাটির ওপর পড়ছে ॥

যে যায় সে দীর্ঘ যায়

একজন দীর্ঘ লোক সামনে থেকে চলে গেলো দূরে —
দিগন্তের দিকে মুখ, পিছনে প্রসিদ্ধ বটচ্ছায়া
কে জানে কোথায় যাবে — কোথা থেকে এসেছে দৈবাৎ-ই
এসেছে বলেই গেলো, না এলে যেতো না দূরে আজ !

সমস্ত মানুষ, শুধু আসে বলে, যেতে চায় ফিরে ।
মানুষের মধ্যে আলো, মানুষেরই ভূমধ্য তিমিরে
লুকোতে চেয়েছে বলে আরো দীপ্যমান হয়ে ওঠে —
আশা দেয়, ভাষা দেয়, অধিকন্তু, স্বপ্ন দেয় ঘোর ।

যে যায় সে দীর্ঘ যায়, থাকা মানে সীমাবদ্ধ থাকা ।
একটা উদাত্ত মাঠে, শিকড়ে কি বসেছে মানুষ-ই ?
তখন নিশ্চিতই একা, তার থাকা — তার বর্তমানে,
স্বপ্নহীন, ঘুমহীন — ধূলা ধূম তাকে নাহি টানে ।
একজন দীর্ঘলোক সামনে থেকে চলে গেলো দূরে —
এভাবেই যেতে হয়, যেতে পারে মানুষ, মহিষ !

চাঁদ, তুমি থেকো

চাঁদ চলে লুটিয়ে কাপড়
কোথাও লাগে না জল, ধুলো কিংবা ধোঁয়া ও চোরকাঁটা
আবশ্যক শুকনো থাকে, পরিচ্ছন্ন থাকে
কেবল মেঘেরা তাকে তৃণাঞ্চলে ঢাকে
যেন তালি-তাপ্পি দেওয়া গরীবের কানি !

আমি জানি
তুমিও চাঁদের মতো বহুদূর থেকে
আলুথালু কাপড়ের বশবর্তী নও ।

সে-কাপড়ে লেগে যায়, ধুলোবালি চোরকাঁটা সবই
তুমি ঠিক চাঁদ নও, চাঁদের মতনও নও কিছু।
ভালোবাসা থেকে তুমি বহুদূর, বহুদূরে, নিচু
সেখানে একাকী তুমি থেকো চিরদিন—
এই-ই চাই ॥

তাঁকে

কখনো সমুদ্রে তাঁকে করেছি সন্ধান
কখনো পাথরে
কখনো হেমন্তে শান্ত মানসিক ঝড়ে
বৃষ্টিতে ধরায় ফুলে শিকড়ে কখনো
কে যেন বলেছে : দেখো, শোনো—
কিছুই বলো না তুমি এক পা বাড়িয়ে
যে যেখানে আছে থাক্, শিকড় নাড়িয়ে
তোলার সরল কাজ তোমার তো নয়!
তুমি শুধু ক'রে যাবে প্রবৃত্তি সঞ্চয়
আর বাকি
তোমাকে যা ছোঁবে না, তা ফাঁকি।
কখনো সমুদ্রে তাঁকে করেছি সন্ধান
কখনো পাথরে
কখনো হেমন্তে শান্ত মানসিক ঝড়ে ॥

ঝর্না শুধু যাবে বলে

ভিতরে আছে কি কেউ ? রক্তের ভিতরে কেউ আছে ?
মনে হয় ঘুমঘোরে তাকে দেখে চেনাও সম্ভব
জেগে কখনোই নয়, সচেতনভাবে যেন নয়
তাকে পেতে গেলে দীর্ঘ ঘুম চাই, হিম মৃত্যু চাই
রক্তের ভিতরে আছে, রক্তের ভিতরে কেউ আছে
নিশ্চিত, জেগেই আছে, সতর্ক প্রহরী হয়ে আছে
মহাল পৃথক রেখে জেগে আছে ভবিষ্যৎভরা
মানুষের দেহ থেকে রক্ত যেন স্বতন্ত্র, স্বাধীন।
অথচ কী ভাবে হবে ? ব্যবচ্ছেদ, কোন্ ভাবে হবে ?
ঝর্নার সজল পৈতে ছেঁড়া যায় গা থেকে তোমার
পাহাড় — জঙ্গলময় উত্তেজক অন্ধকার নিয়ে
এখনো একাকী থাকো, পাহাড়, একাকী থাকো কেন ?
তোমার ভিতরে যেন রক্ত নেই, পারম্পর্য নেই
ঝর্না শুধু যাবে বলে তোমার ভিতরে মুখ তোলে ॥

সুন্দরের স্বেচ্ছাচার

সুন্দর সমুদ্রে যেতে ভালোবাসতো
রাতদিন সমুদ্রের পাশে একা, উজ্জ্বল হাওয়ায়
বসে থাকতো যেন এক নিবিড় গোপন আকর্ষণে
ঐ নীল দূরত্বে গভীর কোনো নৌকা দেখা গেলে
কিংবা তার পরে কোনো মানুষের মতন সপ্রাণ —
দেখা গেলে, সুন্দর ফেরাতো মুখ
মানুষ বা মানুষের ব্যবহৃত বস্তুর বিরুদ্ধে
সুন্দরের স্বেচ্ছাচার একদিন এরকমই ছিলো।

আজ সে সুন্দর এসে বসে আছে মানুষের পাশে
সমুদ্রের কাছে থেকে, সমুদ্রের কাছে নয় খুব — এরকম
বসে থেকে ক্রমাগত ভিতরে চলেছে, মানুষেরই
মুখচোখ, মানুষেরই স্থায়ী ঠিকানার
গভীর বসত ঘরে আজ সুন্দরের সিংহাসন
এবং নিশ্চিন্ত সুখে ছোটখাটো দর্পণে মজেছে

সমুদ্র দর্পণ ঐ আকাশের, পাখির, নৌকার ॥

জল পড়ে

সূর্য যায়, সূর্য ডুবে যায়
তখন দরজায় জল পড়ে
কে যেন ছড়ায়
শাঁখ বাজে ধূপধুনা পোড়ে
কয়েকটি বাদলপোকা কেন যেন ওড়ে ?
ওদিকের মাঠে হাঁটে চাষা
আকাশেও সোনালি বাতাসা
জল পড়ে বুকের ভিতরে
দুরন্ত বাদলপোকা ঘুরে ঘুরে ওড়ে
জল পড়ে, শুধু জল পড়ে ॥

রক্তের দাগ

বিষণ্ণ রক্তের দাগ রেখে গেছে অন্ধকারে ফেলে
মুণ্ডহীন তরুণের উজ্জ্বল বিমূঢ় এক দেহ।
খোলা ছিলো গলির গৃহস্থ জানলা আর
কোষমুক্ত তরবারি ঘাতকের হিংস্র সাংঘাতিক…
একটি জিজ্ঞাসা নেই ওই দৃষ্টিহীন দর্শকের
চোখে বা কণ্ঠেও নেই একটি অস্পষ্ট উচ্চারণ :
কেন এই নিদারুণ হত্যা ? কেন মায়াহীন ক্রোধ
এই বাল্যকালে ওই আমার সন্তান কী করেছে ?
কোন্ অপরাধে এক প্রাণবন্ত জীবন আঁধারে ?
ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, ও শুধু বিপ্লব চেয়ে দোষী।

ঐ গাছ

একটি নিষ্পাপ গাছ আমাদের মাটিতে বসেছে
বাস্তুর নিকটে আছে, বুকভরা মায়ার নিকটে
পিতৃপুরুষের স্নিগ্ধ স্মৃতির ম ন কেশপাশ
এলিয়ে রয়েছে ছায়া, সীমাহীন রোদের ভিতরে—
যেন ঠাণ্ডা প্রেম তার কুয়োতলা নিয়ে আছে কাছে
মানুষের অগোছালো শান্তি ও অগ্নির
পারম্পর্য মেনে নিয়ে, প্রকৃত চিন্ময়
রূপ তার, ঐ গাছ আমাদেরই মাটিতে বসেছে ॥

তিনি এসে উঠেছেন

আমি জানি, দিনের সংস্পর্শ তাঁকে চিরদিনই দেবেন বিদায়…
তিনি এসে উঠেছেন আমাদেরই নিবিড় বাড়িতে
তাঁর জন্য, একটি অস্পষ্ট ধূপ জেলে দেওয়া ভালো, এইখানে
তাঁর জন্য বেঁধে-রাখা একটি হরিণ — ঐ গাছে

হরিণ সম্পর্কে আমি কিছুদিন লেখাপড়া করেছি, বিস্তর…
হরিণ সম্পর্কে আমি কিছুদিন — গণ্ডগ্রামে ঘুরে
চাষীদের, হরিণের ঘাস খাওয়া এবং না-খাওয়া
দেখেছি·যথেষ্ট আমি…তার মানে, এই লক্ষ্যহীন
ভালোবাসাবাসি থেকে পূর্ণ থাকা অথবা না-থাকা ॥

পাথর গড়িয়ে পড়ে গাছে পড়ে বোধে

হঠাৎ হারিয়ে গেলো, এলোমেলো হাওয়া, ভুল চাঁদ
তার নিচে দাঁত খুলে খোয়াই পেতেছে নীল ফাঁদ
বনের ভিতরে হিংস্র জন্তু আছে, মানুষেরা আছে
গাছের শিরার মতো সাপ আছে ছড়িয়ে সেখানে —
এখন কোথায় সে কে জানে ?
এখন কোথায় সে কে জানে ?

তাকে ছন্নছাড়া করে অগ্নির গণ্ডূষ
মানুষের সব হুঁশ ছেড়ে তাকে পাথর করেছে
পাথরের খেলাধুলা নদীর ভিতরে —
নদীতে কোথায় সে কে জানে
নদীতে কোথায় সে কে জানে ?

খুঁটিয়ে দেখেছি বন, বনাঞ্চল, গাছের শিখরে
যদি সে আনন্দ কিছু করে
গভীর রাত্রের খেলা যদি তাকে পায়
আমোদ বিন্যস্ত থাকে লতায় পাতায়
যদি তাকে টানে
এই প্রান্ত থেকে ভুল চাঁদ অন্যখানে—
তাকে পাওয়া !
কেন বা সন্ধান দেবে এলোমেলো হাওয়া ?
—ইন্দ্র, ইন্দ্র, ইন্দ্রনাথ ? প্রতিধ্বনি ফেরে
বিপুল অসহ্য শব্দে ভাঙে নির্জনতা ।

পাথর গড়িয়ে পড়ে, গাছ পড়ে বোধে
মানুষ হারায়, তা কি মানুষেরই ক্রোধে ?

প্রতিক্রিয়াশীল

অন্ধকার পথ মন্দিরের পাশে, ঝাঁটি গাছ চেপে ধরে হাত
কিংবা নিরঙ্কুশ ভয় যা কারো চৈতন্যময় জাগে
এরকম অবস্থার মধ্যবর্তী হলে পর । আকস্মিকতার কাছে
মানুষের খট্‌কা লাগে, তারপরেই স্বাভাবিক হওয়া, যেমন নারীর কাছে
অন্ধকার দেবতার ধুপধুনো পচা পুষ্পগন্ধ—তার কাছে
তবু কিছুকাল গেলে ফেরে স্বাভাবিক—মন্দির মণ্ডপ ছেড়ে
আলো পেলে, আলোর আড়ালে কিছু পেয়ে গেলে তবে

মন্দিরের পথ গেছে মন্দিরের অত্যন্ত ভিতরে ।
সেখানে কি যেতে পারে—ফুলপাতা ? বিরহ ব্যাপক ?
জানি না, দুয়ারে হাত দিয়ে আমি দাঁড়িয়ে দেখেছি
প্রকৃত পাণ্ডার কণ্ঠে কলকাতারই রাজনীতিবিদ
মানুষের মধ্যে অন্য মানুষকে দোষারোপ করে

যে চায় তৃষ্ণার শান্তি, তাকে যেন জলের নিয়মে দূরে রাখা,
বালি ও পাথর কতো শান্তি দেবে অমল সন্ন্যাসে ?

মৃত্যু ও জীবনে শুধু একটি ঊর্ধ্বে উঠে-আসা মেঘ
কিংবা এক জলজ হিংসা লেজ ঝাপ্‌টে লুপ্ত করে নেবে—
গান গাওয়া !
তেমনি প্রসিদ্ধ কোনো কবিতার পংক্তি নষ্ট করাও সহজ
আর থাকে করে থাকে ভার্সিটির নীল গুবরে পোকা—
শিক্ষার গোবরে করে মাখামাখি এবং যা চায়
মৃত মাথা রেখে দেয় স্বরচিত বই-এর বালিশে—
আহম্মক !
মানুষেরই আহাম্মকি মানুষকে ভালুক নাচায়—
এমন দেখেছি আমি বিবেচনাপ্রসূত মণ্ডপে
সভাস্থলে, কোথা নয় ? এমন কি ময়দানের ধারে—
যেখানে বক্তৃতা চলে : এখনি শুদ্ধতা দিতে পারি
যদি তুমি ভক্ত থাকো—যদি শ্রুতি না মানে কবিতা
বাংলাদেশ গ্রাম থেকে উঠে আসে উজ্জ্বল দুপুরে
এবং সন্ধ্যায় ফেরে রিক্ত নিঃস্ব মুখ সারি সারি
যে-মিছিল ভেঙে যায়, বাড়ি ফেরে—তার দুঃখ দেখে
অন্ধকারে কেঁদে ওঠে রেড্‌ রোড
গঙ্গার ঢালা জলে...

একদিন, মিছিলের ডগা-মধ্য-লেজে বসে থেকে, অনেক ঘুরেছি আমি
কলকাতা, বিপুল বাংলাদেশ...
মানুষের খুব কাছে গিয়ে আমি প্রত্যক্ষ করেছি—
ভোলানো সহজ তাকে, তার মধ্যে স্বপ্নের করবী
তাকেও ফোটানো সোজা—শুধু তার বীজে শক্ত বিষ
এ-সম্পর্কে কোনো কথা ভালো নয়, এড়ানোই ভালো
একদিন, মিছিলের ডগা-মধ্য-লেজে বসে থেকে, অনেক ঘুরেছি আমি
কলকাতা, বিপুল বাংলাদেশ...

একটি সতর্ক পথ — মুড়ো খোলা, লেজে চেপে জাঁতি
আমার ঘরের কাছে রেখে গেছে।
আকাশের মতো তাকে মনে হয়, কিংবা ফালিকাটা
দরজির দোকানে টুকরো কাপড়ের মতো ব্যর্থ মুখ
যাকে শুধু রজঃস্বলা তুই উরু ঢেকে দিতে পারে
আর কেউ পারে না।

ঐ ব্যর্থ আকাশের টুকরো দিয়ে কলকাতা আমার
নিচে থেকে কাকচক্ষু ছবির মতন মনে হয়···
পাতালে যে পড়ে আছে, সে ছ্যাখে এভাবে দর্শনীয়!
মানুষের বুকে আজ সাংঘাতিক ক্রোধ···
মানুষেই পারে তবু রক্ত দিয়ে সে বুক ভরাতে
এবং যে দেয়, তার উপকারে এক আকর্ষক
তাঁবু ফেলে রাখা হয় কিছুদিন, যা করে পৃথক
তুইজন মানুষের বর্জনীয় রক্তের পিপাসা
যে মারে সে কিছুকাল বাদে গিয়ে বলে, বন্ধু ভালো?
আমিও তোমার পাশে শুয়ে থাকবো নিরবধিকাল।
এইভাবে
পৃথিবীতে কিছু সত্যিকার ক্লেদ ধুয়ে মুছে যাবে
ভুল হবে রুদ্ধশ্বাস তৃষ্ণা হবে পাথরে সংযমী
আর ছার রাজনীতি! বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করবে ভোট
এবং যে ভিখারিকে দয়া করে, সে কত নির্মম —
ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করবে ভিখারির বাচাল ব্যগ্রতা
এইভাবে
পৃথিবীর কিছু সত্যিকার ক্লেদ ধুয়ে মুছে যাবে —
যেভাবে প্রতিমা ধোয়, সেভাবেও ধোবে একদিন
বের হয়ে পড়বে খড়, কাঁচা বাঁশ — সাধ্য ও দালালি।
ভালোবাসাবাসি থাকে মুখোমুখি এবং শত্রুতা
আরেকরকম রোদ বাধা পেয়ে তেরছা হয়ে পড়ে
ছায়া বাঁকাভাবে পড়ে আপন স্বভাবে···
তেমনি মানুষ!

হিংসাপরবশ সড়কি বিঁধে দেয়, লুকোচুরি খেলে
অমাবস্যাময় বনে, তার মুখ থাকে না প্রত্যহ
যেমন সহজ ছিলো, ঠেকে যায় আদর্শে, হিংসায়
অথচ জিজ্ঞাসা এক, সিংহাসন একই, নিরুদ্দেশ
ভাগ্য মন্দ — তাই পড়ে থাকা
উত্থানক্ষমতাহীন মেরুদণ্ডে এসে লাগে ঝড়
ঝগড়ার শরিকি তাপ এবং এ-দৈনিক ধ্বংসের
আমিও উচ্ছিষ্ট এক, কায়ক্লেশে বুঝি বেঁচে আছি···
নিরবলম্বনে।

ঐ ঘাস আমাকেও খায় — অর্থাৎ সারল্য, তার কাচপোকা, ছুঁচে
এবং তল্লাট জুড়ে জীবনের শাস্তি, থেকে থাকা
আমার চাঞ্চল্য টানে যেন সাপ সরলরেখায়
আকাশ পাতাল আমি কী কারণে উত্তপ্ত হয়েছি ?
বরং নিশ্চিন্ত আনে বোতলের নেশা
দারুণ চপেটাঘাত মধ্যরাতে করে ভগবান —
বাড়ি যা, অবোধ ছেলে···মুখোমুখি দাঁড়া জীবনের —
ভালোবাসাবাসি থাকে মুখোমুখি এবং শত্রুতা।

বড়ো ভালো লাগে এই পৃথিবীর মূঢ়তার দ্যোতক ইস্কুলে
ছুটি-লেগে-থাকা ঘর, হাইবেঞ্চ, পেটা ঘণ্টাধ্বনি
বড়ো ভালো ভাঁটফুল, তীব্র গন্ধে বৃষ্টিতে মুখর
ভাঙা সাতমহাল ঐ বড়োমানুষ বোসবাবুদের
ঝিল, তার পানাফুল, আমলকি ও অর্বুদ বকুল
হাটের ধুলোয়
বড়ো ভালো সব ঐ যাতে হিম স্যাপ্‌থল মাখানো।
ডেকে আনো
যেখানে ও যাকে পাও ডেকে আনো, হিসেবনবিশ
আমার মাথার ধারে এসে গেছে, রোগীর ডাক্তার···
কিংবা মজ্জাতৃষ্ণা নিয়ে যেভাবে মন্থর পশু গেরস্তের
সেভাবে এসেছে

বাহুল্যবর্জিত, তবু দ্রুত নয়, শিক্ষিত ভ্রমণে
এখন প্রকাশ্যে, মনে মনে, শুধু তোমাকেই চাই, তুমি
কাছে এসো, ভেঙে দাও ভুল
আমার শিমুল আমারই ঘরের পাশে ফুটে আছে
ফেটে তার তুলো
আমার বাগানে পড়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে বকুলও
ছেলেবেলা থেকে তার ধুলোমাখা উচ্ছন্ন প্রকৃতি
আমাকে করেছে বটে অনায়ত্ত, আলস্যমদির
কিন্তু জানি, যুক্তি কাকে বলে
জানি কাকে বলে এক খরশান্ জীবনযাপন
জানি কার নাম ক্রোধ, খাদ্য যার তুঁষ ও কর্পূর
জানি দেবার্চনা, যদি দেবতাও প্রচ্ছন্ন পাথরে ?
'যশো দেহি' বলে আমি কোনোদিন করিনি প্রার্থনা
শুধু এই
পশুর অলঙ্ঘ্য শৃঙ্গে করি আমি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত
কবিতা, কল্পনালতা
এবং হে ভঙ্গুর বিধাতা
তোমার বিখ্যাত ভালো, তোমাকে ফিরিয়ে দিতে চাই।

এক তিক্ত, নষ্ট ফলে তবু থাকে প্রত্যাশা মধুর —
কিন্তু, কেন এ-আড়াল ? মাজা ভেঙে ন্যাংটো হয়ে বলি :
তিক্ত ও বিরক্ত আমি, নিজভূমে দীর্ঘ পরবাসী ··
ওদের প্রবাসবোধ আমাদের থেকে আধুনিক
এমনি তো মনে হয়, যখনি সঠিক কথা বলে
যেন পেটকাপড়ে ঢেকে নিয়ে যায় ঝিউড়ির মতন
কিছু বা গূঢ় ও গুহ্য ; মন্ত্র নাকি ? পাবে না সকলে।
সেই পুরোহিততন্ত্র ! অসম্ভব বিংশশতাব্দীতে
এবং যা কিছু খাঁটি তার জন্য সংহিতা, পোস্টার
সর্বজনগ্রাহ্য ঘৃণ চরিত্রের ঝাঁঝরা করোটিতে
ব্যাগ্‌পাইপ বাজায়
হায় হায়, কাকে বলে জন্মপরবাসী !

চলো, গিয়ে দেখে আসি
দেশ আমার, দেশ আমার, মা ··
অর্থাৎ এক মুঠো ধুলো, অন্য মুঠে ছাইমাখা কেশ
মুঠিভরা স্মৃতি

এবং অনন্ত এক সহ্যের প্রতিমা,
চলো, গিয়ে দেখে আসি
দেশ আমার, দেশ আমার, মা
এবং তাকেও চাই, জীবনের সার্থক খেলায়
যে তোমার সঙ্গে যাবে, কোনদিন পিছনে ফিরবে না
সঙ্গে যাবে মেঠোঘর, গঙ্গাজল, তুলসীর মতো
আমিষ গন্ধের মতো বর্ম ঘিরে বাঁচাবে তোমাকে
এবং দেখাবে মন্ত্র প্রতিচ্ছবি তোমারই বালকে···
আধুনিকতার পাপ — একটি রোগের কাছে তুমি নও ভ্রষ্ট ও পাতক
সাধারণ কবি তুমি
ঘুরে ফিরে, নর্তনে-কুর্দনে, সঞ্চয়বিহীন, তুমি মন্দ তুমি মূঢ়মতি
এ যুগে প্রজড়
তোমার রক্তের চাকা, তুমি নও অর্জুন অর্জুন
তুমি আত্মরক্তপ্রিয়, এ-শতাব্দে কবির মতন নও
গূঢ় ও তামাটে —
মমতাপিয়াসীমাত্রে স্তন্য দাও নারীর মতন···
প্রতিক্রিয়াশীল।
ঘৃণ্য এক সড়ককুকুর তুমি, গ্লানি ক্লেদে, প্রগতিবর্জিত
হেঁটোয় ওপরে কাঁটা জীবন্ত সমাধি দিতে চাই
তোমাকে, তোমার মতো যারা কবি, নিতান্ত কানীন !

নদীর পাশে সবুজ গাছে

দুঃখিত সে নদীর পাশে একটি সবুজ গাছের মতন
দুঃখিত সে আলোর কাছের এক লহমা ছায়ার মতন
দুঃখিত সে দুঃখিত সে –
যেমন কথা বললো এসে
অম্‌নি সুখের ঝড়ের ঝাঁটায়
সতীন কাঁটা উড়েই গেলো !
উড়লো ধুলো ও পরচুলো, ঠোঁটের প্রান্তে উঠলো বাঁশি,
দুঃখিত সেই মুখটি জুড়ে জ্বলে উঠলো সুখের হাসি···

নদীর পাশের সবুজ গাছে ফুটলো কি ফুল অনন্তকাল ?

যে-কিশোর হৃদয়ে বসেছে

গাছের পাতার থেকে বৃষ্টি নেয় ধুলোকে সরিয়ে
শিকড়ের থেকে তা কি নি[illegible]ত পারা হবে স্বাভাবিক ?
মানুষের বাহিরের ধুলো যদি নিত [illegible]ষ্টি মুছে
তাহলে অন্তর হতো বহুদূর মালিন্যবর্জিত ।

গাছেদের মানুষের দুজনের জীবনও আলাদা ।
মৃত্যু হয়তো এক, হয়তো অপৃথক, নিশ্চিত একাকী !
তার কোনো ঘর নেই, গেরস্থালি নেই, শান্তি নেই
একক অশান্ত তার জীবনেব ছিদ্রে বসে মাছি ।

গলিত মাংসের স্তূপে তার সাক্ষ্য কীট ও শকুন ।
এভাবেই বেঁচে থাকা, মরে গিয়ে, মায়াহীন হয়ে,
পাথরের মতো নাকি ? হিংস্রের বিপ্লবী তরবারি –
নাকি তার মতো ওই যে-কিশোর হৃদয়ে বসেছে ?

বয়স হয়েছে ঢের, দেখেছি বস্তুত খুঁটিনাটি
নিতেও হয়েছে বহু মিথ্যা — তাকে, সত্য ব'লে, খাঁটি ॥

কিছুক্ষণের জন্যে

রোদ্দুরে কলকাতা পুড়ছে, উড়ছে ধুলো চৈত্রের বাতাসে
তারই মধ্যে কৃষ্ণচূড়া ছায়া ফ্যালে আশ্লেষমধুর
যুবক যুবতী বসে যেন হাঁস পুকুরের পাড়ে —
উলোটপালোট মুখ গুঁজে থাকে পালকে পিঠের
এই দৃশ্যে একদিন আমারো সংযুক্তা ছিলে, নারী,
আমার নিকটে ছিলে, কাছে ছিলে, কলকাতায় ছিলে ।

সেই কলকাতা আজ পুড়ে যাচ্ছে বলে দুঃখ হয়
রোদ্দুরের মধ্যে বসে তোমরা কী করে শান্ত আছো ?
ধুলোর বাতাস তুচ্ছ, তুচ্ছ শহরের পরিশ্রম
এই স্থির পাথরের পবিত্রতা কোথায় পেয়েছো ?
কতোদিন বসে আছো একভাবে — বয়স বাড়ে না ?
ভালো হয় ? যদি আমি গিয়ে বসি তোমাদের পাশে —
কিছুক্ষণ !

মনে পড়ে, মনে পড়ে যায়

মনে পড়ে স্টেশন ভাসিয়ে বৃষ্টি রাজপথ ধ'রে ক্রমাগত
সাইকেল-ঘণ্টির মতো চলে গেছে, পথিক সাবধান···
শুধু স্বেচ্ছাচারী আমি, হাওয়া আর ভিক্ষুকের ঝুলি
যেতে-যেতে ফিরে চায়, কুড়োতে-কুড়োতে দেয় ফেলে

যেন তুমি, অলক্ষ্যে এলে না কাছে, নিছক সুদূর
হ'য়ে থাকলে নিরাত্মীয় : কিন্তু কেন ? কেন, তা জানো না।
মনে পড়বার জন্য ? হবেও বা। স্বাধীনতাপ্রিয়
ব'লে কি আক্ষেপ ? কিন্তু, বন্দী হ'য়ে আমি ভালো আছি।

তবু কোনো খররৌদ্রে, পাটকিলে কাকের চেরা ঠোঁটে
তৃষ্ণার চেহারা দেখে কষ্ট পাই, বুঝে নিতে পারি
জলের অভাবে নয়, কোনো টক লালার কান্নায়
তার মর্মছেঁড়া ডাক। কাক যেন তোমারই প্রতীক
রূপে নয়, বরং স্বভাবে — মনে পড়ে, মনে পড়ে যায়
কোথায় বিমূঢ় হ'য়ে বসে আছে হাঁ-করা তৃষ্ণায়।

মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি

[শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি]

মানুষের মৃত্যু হলে মানুষের জন্যে তার শোক
পড়ে থাকে কিছুদিন, ব্যবহৃত জিনিসেরা থাকে
জামা ও কাপড় থাকে, ছেঁড়া জুতো তাও থেকে যায়,
হয়তো বা পা-দুখানি রাঙা হলে পদচ্ছাপ থাকে
অনুপস্থিতি আর মরা পদচ্ছাপ রেখে ওরা —
যাদের পিছনে ফেলে দিয়ে গেলে, তারা মনে করে
তোমার স্বভাবস্মৃতি তোমার ভালোর সীমাহীন
তোমার সমগ্র নিয়ে আলোচনা হয়না কখনো
হতেও পারে না বলে মনে হয়, হতে পারে নাকি ?
মৃত্যুর দুদিন আগে তোমাকে কী সুন্দর দেখালো।

গল্প বলেছিলে বটে, আর কোনো কাজ বাকি নেই
ঋণ নেই কারো কাছে, পাওনা নিয়ে করিনি তদ্বির —

আমি সুখী, তুমি জানো সুখ কাকে বলে ?
সুখ সেই বিষণ্ণতা যে আমার কোলে বসে থাকে

অনন্যা একাকী কন্যা সেও তার নিজস্ব গৃহের
বারান্দায় বসে থাকে রাজার পুত্রের খেলাঘরে —
তারো কাছে আমি এক বাতিল বাবার
স্মৃতি ছাড়া কিছু নয় — অতীতের বিম্ব ও মধুর !

নিজেকে সরিয়ে নিতে চাই আজ, পূর্ণ আছি বলে
জানিনা কখনো যদি পূর্ণতায় ই দুরের দাঁত
চাম্ কেটে বসে আর ফুটো করে সজল বালিশ
তাহলে উজ্জ্বল তুলো বাতাস ভাসাবে
পঙ্গু অনর্থক দিন বৃথা চলে যাবে
দক্ষিণদুয়ারে এসে দাঁড়াবে নিঘাৎ
চতুর্দোলা নিয়ে যম —
অপমান লাগে···

মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি ॥

সকলের চেয়ে বেশী অহংকার নিয়ে

কেউ কি প্রকৃত ঠিক করে দিয়েছিলো ?
নাকি বাহুবলে তাকে বাগানের ভ্রূ-মধ্যে রেখেছি
এবং নিশ্চিন্ত আছি, কিছুদিন গাছ হয়ে থাকো
শিকড় যেখানে যায়, তুমি যাও — গিয়ে দেখে এসো
খোঁষ বালি চূন ক্ষার — মানুষের মহিমার চেয়ে
এদের দাবিও কিছু অল্প নয় সামান্যও নয় ।
ঘরে তাই জামা পরে বসে আছে করবী কাঞ্চন
এক পাটি জুতো পায়ে সুপারি দাবায় একা খেলে

লেবুর কাঁটায় কাঁথা, মলিদা নিয়েছে ক্ষিপ্র যুঁই
অলস গোলাপ বেলি শুয়ে আছে মাথার বালিশে —
ঘর ভরে গেছে মাংসে সবুজ হলুদ নম্র নীল

সকলের চেয়ে বেশী অহংকার নিয়ে একা আছি ॥

শব্দের বিষাদ

সাড়া পেলে ঘরে-ঘরে ছুঁড়ি পয়সা এক্কা-দোক্কা খেলি ।
ঠায়-পায় দাঁড়ানো হাঁস, ঠোঁট গোঁজা পশ্চিমা পশমে
ডানার ভিতর রৌদ্রে, তাপে ; আর শব্দে পাখা মেলি
কখন চকিত হাঁস উড়ে যায়, খেলা আসে থেমে
বালিকার, ধুলোমাখা উড়োপুড়ো সন্ত্রস্ত মুখের
উপরে নামে কি ক্রোধ ? এক্কা-দোক্কা-তেক্কার গঠনে
শব্দ হলো আত্মভুক, শব্দে শব ভেসে ওঠে মনে ॥

নিঃশব্দচরণে প্রেম

নিঃশব্দচরণে প্রেম এসেছিলো দুয়ার মাড়িয়ে —
ঘরে ও ঘরের বাইরে তখন ছিলো না অন্ধকার
আলো ছিলো, ভালো ছিলো — ছিলো তা, যা থাকে না কখনো
একটি মানুষ ছিল সুন্দরের অপেক্ষায় বসে —

নিঃশব্দচরণে প্রেম এসেছিলো দুয়ার মাড়িয়ে
যেন সরীসৃপ, যেন গন্ধ যেন হৃদয়ের দোষ
উল্লেখযোগ্যতা ভেঙে, বাদাবন ভেঙে এসে গেছে ।

মানুষও তো বৃদ্ধ হয়! ভোগের নদীতে পাড় ভাঙে
শরীরে, দুয়ারে, কাঠে কীট বাঁধে উপযুক্ত বাসা
গিঁট ভাঙে গাঁট ভাঙে — ভেঙে যায় উজ্জ্বল পাথর
গৃহবাড়ি ধ্বসে যায় পুরাতন প্রেমের কম্পনে
যে যায় যেভাবে যায় ভেঙে ভেঙে দিয়ে যেতে থাকে —
নিঃশব্দচরণে প্রেম তবু আসে দুয়ার মাড়িয়ে ॥

এবার আমি ফিরি

এবার আমি ফিরি ফেরার কুতূহলে
এবার আমি ফিরি ফেরার কামনায়
অনেক হলো দিন অনেক হলো বলে
এবার আমি ফিরি ফেরার কুতূহলে
এবার আমি ফিরি ফেরার কামনায়
অনেক হলো দিন অনেক হলো হায়
দিনের বেলা ঘরে, ঘরের বেলা দিন
রাতের মেঘ সবই গড়ায়ে যায় জলে
নিজেরে সাবধান করিতে হবে খুব
পরেরে সাবধান করিবে তুমি আসি
তোমার ভুলগুলি তুমি কি ভুলে যাবে
তোমার ভুলগুলি আমি যে ভালোবাসি
এবার ফিরি আমি ফেরার বেলা হলে
এবার ফিরে যাই ফেরার কামনায়
দিনের বেলা ঘরে রাতের মেঘ করে
রাতের বেলা ঘরে দিনের মেঘ নাই।

'অবসর নেই — তাই তোমাদের কাছে যেতে পারি না'

তোমাকে একটা গাছের কাছে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবো
সারাজীবন তুমি তার পাতা গুনতে ব্যস্ত থাকবে
সংসারে কাজ তোমার কম — 'অবসর আছে' বলেছিলে একদিন
'অবসর আছে — তাই আসি।'

একবার ঐ গাছে একটা পাখি এসে বসেছিলো
আকাশ মাতিয়ে, বাতাসে ডুবসাঁতার নিয়ে সামান্য নীলপাখি তার
ডানার মন্তব্য আর কাগজকলম নিয়ে বসেছিলো
'হ্যাঁ, আমি তাব লেখাও পেয়েছি।'

ক্বচিৎ কখনো ঐ পথে পথিক যায়
আমায় এসে বলে — 'বেশ নির্ঝঞ্ঝাট আছো তুমি যাহোক!'
আমার হিসাব-নিকাশ, টানাপোড়েন, আমার সারাদিন
'অবসর নেই — তাই তোমার কাছে যেতে পারি না।'

সন্ধ্যে হয়, ইস্টিশানের কোমরের আকন্দ ফুলগুলো ফুটে ওঠে
আমার কষ্ট হয় কেমন
আকন্দর নাকছাবি তোমায় মানাতো বেশ
'পাতার একটা থোক্ হিসেব পাঠাতে তৎপর হয়ো —
তাছাড়া, কম দিন তো হলো না তুমি গেছো!'

দুপুর রাতের কথা তোমাদের কিছু কানে গেছে
জ্যোৎস্নায় গাছের ভিতরে পা ছড়িয়ে বসো তুমি
'গত মাসে একটা রান্নাঘর তৈরি হবার কথা জানিয়েছিলে —
হোটেলের ভাত-ডাল তাহলে আর তেমন পুষ্টিকর নয়?

জীবনে হেমন্তেই তুমি ছুটি পাবে
'পুরীতেও যেতে পারো — ফিরতিপথে ভুবনেশ্বরটাও দেখে এসো,
আবার কবে যাও না যাও ঠিক নেই — '

আমার হিসাব-নিকাশ, টানাপোড়েন, আমার সারাদিন
'অবসর নেই — তাই তোমার কাছে যেতে পারি না !'

জানিনা কোথায় শব্দ

এ জলে নেভানো শব্দ, কার মতো — আমূল, অংশের
প্রসঙ্গে মেলাবে মুখ ?

কালো কয়লা টুকরো যে অগ্নিকে
ধ'রে রাখে, তার মতো ? না,ক তাম্রকূট নীল বিষ
নিশ্চিন্ত শিশিরে প'ড়ে মুছে যায় চোখের আড়ালে
মানুষের মৃত মুখ জানি পাবো তুই পা বাড়ালে
যদি পা বাড়াই, যদি নেমে পড়ি ছাউনির পাড়ায়
টুপির পাহাড় যদি অলম্বুশ গাছপালা নাড়ায়
তখন শব্দকে কিছু খুঁজে পাবো, যা বাংলার ইট,
বানাবো মন্থর বাড়ি পারম্পর্যে ঘাড় ধ'রে গেঁথে
তখন সনেট লিখবো কিংবা গায়ে-পড়া চতুর্দশী
লোকে বলবে, মিস্ত্রি বটে, ঘটে-পটে চূড়ান্ত স্বদেশি !
ঘুরে মরি গো-শকটে কিংবা যত্তো চাঁদ-খেকো গলির
নিশ্চিত সুড়ঙ্গে, পড়ে গুমোট গরম ইলেকট্রিক
গায়ে, বুকে হেঁটে যেতে শামুকের মতন করুণা
এবং যা লাগে, ছায়া, পিছু ফিরি — ছায়া পিছু ফেরে ।

ওখানে কি শব্দ ছিলো ? কলকাতার ধনসম্পদের
মতন স্বচ্ছন্দ শব্দ কিংবা মধ্যবিত্ত ও মর্কটে
ছেঁড়াকাঁথা শব্দ ছিলো ? লটারীর স্বপ্নের গোলাপি
শব্দ ছিলো ঘামে ভিজে, ছাতা প'ড়ে নরম নৈরাশে ?
জানিনা, কোথায় শব্দ জগজ্জ্যান্ত মোহের ভিতরে,
গর্তে যেন সর্পশেষ, লেজ ; কিংবা গন্ধের মতন
উষ্ণ ও প্রগল্ভ টান, গান যেন মৃদঙ্গ ভঙ্গুর ।

কিশোরগঞ্জে মামার বাড়ি

বাদামতলায় আজো শকটের দাগ···

গরুর গাড়িটি কার খড়ের সুসমাচার বুকে ?—এ জিজ্ঞাসা
টেনে নিয়ে আসে ব্যর্থ জনৈক মানুষের খৃষ্ট বাংলাভাষা
এইখানে···
গাড়ি গেছে গড়িয়ে বাদায়
ডাবের নৃমুণ্ড প'ড়ে ইতস্তত, জিগ্‌জ্যাগ্‌ ট্রেনচ্‌
ব্যাঙাচি-সাঁতারে এক অর্থ পেতো
আজ সব
বুড়োটে বাতাস মেখে হয়ে ওঠে শান্ত কলরব।

মামার বাড়িটি আছে, যেন তার না থাকলে নয়—
কিশোরের চেনাশুনো উলোঝুলো নাপিতের মতো
এইখানে, বাবার মৃত্যুর চিহ্ন মরচে-পড়া পেরেকে সূচিত
হয়েছিলো একদিন, আজো আছে ? নাকি চোখ ভুল
দ্যাখে এ-সময়···
এই বাদা, বাদাপারে গ্রাম,
হয়তো সঠিক আছে
প্লাটফর্ম জুড়ে লাল ধুলো উঠেছে সুপুরির খোলে
জাহাজের যেমন উদ্বেগ
ঐ দূরে চাষবাসে মেঘ
বৃষ্টির অপেক্ষা করে
শূন্যে নীল হয়েছে উতলা···
জল হবে

সিঁড়ির আঁধার জলে চকমকি পাথরে
মুখে মুখ ঠুকে যায়—অধঃরাষ্ট্র ঃক্তুচোষা ডাঁশ
প্রথম সংস্পর্শ পায়, ভালোবাসে, হারায় তখনি—

সিঁড়ির আঁধার জ্বলে চক্‌মকি পাথরে
এইভাবে
যেতে চায় যাবে
দিনগুলো, দিনের আড়ালে।

বাদামতলায় আজো শকটের দাগ…

একটি কবিতা খুঁজে

কবিতার সুতো ঐ নাগরিক পলাশের পাংশু জিভ রক্তের মতন
দোলপূর্ণিমার ছাদ ছুঁয়ে দেখে চাঁদ বহু দূর
এবং যা রীতি, ছন্দ, প্রতিমার নিজস্ব গঠন
তাকে করে কাচচূর্ণ, ঘুড়ির প্রকৃতপক্ষ মায়া
এবং কেবলই তার পিছু নেয়, যে নম্র ভাগ্যের
তারাদের রেষারেষি বন্ধ ক'রে অন্তত বসেছে
আপন দুয়ার জুড়ে — শান্তি, সাতমহাল, কবুতর
লক্ষ্মীর স্বজন পেঁচা বেঁচে থাকে রাত্রের মন্থর
সংসারে ধ্বংসের সুতো অথবা ধনের — মনে ক'রে।

তেমনি কবিতা
তার সুতো ছাড়ে প্রাজ্ঞ যে-সভায়
তারই কাছাকাছি কোনো চারুবাক্‌ ঈশ্বরে আঘাত
করে কাঠুরের অস্ত্র

খরশান্‌, সমস্ত পৃথিবী
দুঃখের মতন ন্যাংটো নেড়িকুত্তা যেন শীতকাতর
পায়ে পায়ে ঘোরে আঠা কবিতার কাদার কাঠামো —
সুতো ছেঁড়ে, জুতোর পেরেকে লেগে, পলাশের মতো
একটি কবিতা খুঁজে মরে কবি শান্ত, মুখ বুজে।

মিষ্টিগুড়ের ইস্টিশানে

এক পাড়াগাঁ থেকে আরেক পাড়াগাঁয় উঠে এলুম
রেলগাড়ি থামলো এসে মিষ্টিগুড়ের ইষ্টিশানে
হাতে রইলো টোপর-ঝোপর, বড়ি-বেগুন, দাদুর লাঠি
লটবহর বলতে আরশুলা আর পোকায় কাটা প্রচ্ছদছেঁড়া নোংরা বই
মনে রইলো টেঁ-টুঁই শঙ্খচিল বাগানভর্তি নারকোল গাছের
মাথায় ঝড়
উশিখুশি বাদলের দিন, বাদাবনের হাঁ-করা আলেয়া···এইসব।

কলকাতায় চলে এলুম প্রাণপণ ফাঁকা থেকে একটা ঝাঁকার মধ্যে যেন
ঐ আলু পটল মটরশাকের মনের সঙ্গে মন মেলাতে চ'লে
এলুম কলকাতায়
মাত্র ওটুকুই আজ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক, গা ঘষাঘষি
বাকিটা নাক-বরাবর দেয়াল গুমে-ভেজা জবড়জং বাড়িঘর
আর মাটি বিক্কিরি ক'রে যায় ঠিক তুক্কুরের ফিরিঅলা
বুড়ির মাথার পাকা চুল, দোরগোড়ায় ঘণ্টা নাড়ে পাটনাই ছাগল
কোথায় এলম্ হে-এ, এ কোথাকে এলম্
হর-ঘরকে ঝি-ঝিউড়ি গলি ভেজায় ঝেলম্
অর্থাৎ কিনা, মা-গঙ্গের জল রাস্তা'ব দুপাশে নামছে ঝোরায়
পাথরের খোরায় দম্বল
মা রাঁধতেন অম্বল
চপাৎ-সপাৎ টানতুম। টানতে-টানতে আঙুলগুলো
বাধতো টাগরায়
একবার আগ্রায় গেলুম পুজোয়
পেতেনের ওপর কুঁজোয় থাকতো ফটিক জল
মা বলতেন, খোকা, জানিস, ঐ জলের নাম জীবন
ঢোক্-ঢোক্ জল খা, খাবার-দাবার সময়ে খাবি
যখন যা পাবি, এখানে কেউ চায় না
আরশিকে বলে আয়না—
খোকা, ভদ্রতা বজায় রাখবি···

এক পাড়াগাঁ থেকে আরেক পাড়াগাঁয় উঠে এলুম
রেলগাড়ি থামলো এসে মিষ্টিগুড়ের ইষ্টিশানে ॥

টৈবোর বাংলোয় রাত

কে যে কোনপথে যেতো ?   কোন গাছ কার চোখে
প্রথম গভীর শব্দ
কোন নদী, পাথরের চাঁই ?
পথের মরুম, কোন চেয়ারে কে বসে ভেবেছিলো
জীবনের সমর্থন এখানেও, মরতে কেন আসা ?
পকেটে, জেব্-এর খাঁজে খুচরা ঠাস-কাগজ নিয়ে
এ-কোন মক্ষিকা-ভালোবাসা ?
কে যে কোন্‌পথে যেতো — আজ মনে পড়ে ?

শুকনো হয়ে আসে পাতা, ছেড়ে জল, শুকোয় পাথর,
এদিকে ব্যবস্থা তাই ; ধরে-রাখা এখানে কঠিন
এবং দরকারও নেই, শুধু পথে পা দিলে চঞ্চল
ক্রমাগত চোরাটানে তোমাকে ফোটাবে যেন ছুঁচ
বনের কাঁথায়···
আর তুমি যাবে, যেন চোখ বুজে
ডিঙোবে পাহাড় বন সেগুনের শালের কেন্দুর —

কে যে কোন্‌পথে যেতো — আজ মনে পড়ে ?
শহরে ট্রামের তার ছিঁড়ে গেলে, স্থগিত দুপুর
তক্ষক পাথরে ঘষে কণ্ঠ তারই কাছে, ভাবো দূর
এদিকে ব্যবস্থা তাই, ধরে-রাখা এখানে কঠিন
এবং দরকারও নেই···

আমরা দুজন ছড়িয়ে বসছি

ছাতার নিচে ছড়িয়ে বসছি — বৃষ্টি পড়ে রাত দুপুরে
আকাশে চাঁদ শায়া শুকোচ্ছে কি নরম জোছ্‌না-আলোয়
আমরা দুজন ছড়িয়ে বসছি, ছাতার নিচে রাতদুপুরে
চঞ্চলতার ঝড়কে বলি, বেশতো আছি মন্দে-ভালোয়

তুমি বরং বকুলগাছের মগ্‌ডালে দাও ক্ষিপ্র ঝাঁকি —
সঙ্গিনী চায় পাঁচটি কুসুম, উস্‌ম-কুস্‌ম সঙ্গে নিতে
আমরা পাথর মস্ত পাথর — তার কাছে সন্দেহ জোনাকি
তুচ্ছ এবং দরজিও নয়, তার হাতে কি মানায় ফিতে ?

আমরা দুজন ছড়িয়ে বসছি—ছাতার নিচে রাতদুপুরে
চঞ্চলতার ঝড়কে বলি, বেশ তো আছি মন্দে-ভালোয়।

দশমী

আগুনে তার মুখ পুড়েছে হঠাৎ যখন সন্ধে
বাতাস খুঁটে গা খেয়েছে, ফাঁক ভরাতে মন দে
নয়তো পাঁচিল পড়বে টলে, শেষরাতে তার সময় হলে
বাতাস বাঁধে ঝড়ের মাথা ধুলো-বালির গন্ধে
আগুনে তার মুখ পুড়েছে হঠাৎ যখন সন্ধে।

জলের মধ্যে দেহটি তার মাছের দাঁতে কাটছে
উলুক ঝুলুক শালুক ফুলের পাতায় দেহ চাটছে
ভালোবাসায় হুলুস্থুলুস এইভাবে তুই দুঃখ ভুলুস
পোড়া চাঁদের আকাশে মেঘ ঘুমের ভিতর কাটছে
জলের মধ্যে দেহটি তার মাছের দাঁতে কাটছে।

কষ্ট হয়

আমার ভিতরে কাঁদে
বর্ণচোরা শিশু এসে মৃত্যুর আহ্লাদে
কাঁদে, কথা বলে কাঁদে ।
কুয়াশা, মেঘের ফাঁদে চাঁদ
মানুষেরই যেন অপরাধ
মানুষেরই শুধু অপরাধ !

দৃষ্টি ও দর্শন আছে বলে
মানুষের উচ্ছিষ্ট কম্বলে
ধরে লোভ, হিংসা, অগ্নিশিখা
অস্তিত্ব পোড়াচ্ছে কনীনিকা
ক্ষার করে বুকে দেবে বলে…
মানুষেরই মায়ার কম্বলে
ধরে লোভ, হিংসা, অগ্নিশিখা

এ সমস্ত আমাদের দেখা
এ সমস্ত আমাদের শেখা ।

মানুষের ভিতরে পাহাড়ে
নদীর ঘুমন্ত মুখখানি
জানি আমি, এ খবরও জানি

তবু কাঁদে, তবু কেন কাঁদে
কাদের ফাঁদের শিশু ভিতরে, অবাধে ?
কষ্ট হয় ॥

যখন একাকী আমি একা

এখন সন্ন্যাসী দুইজন—
একজন আমি আর অন্যজন আমার পিতার
মমতাবিহীন চক্ষু
মাঝেমধ্যে রাত্রে দেন দেখা
যখন একাকী আমি একা
মাঝেমধ্যে রাত্রে দেন দেখা
কেন তাঁর নামও সন্ন্যাস
কেন তিনি মাত্র মায়াহীন
মনে ভাবি
এমন দেখিনি তাঁকে আগে
কোনোদিন
এখন সন্ন্যাসী দুইজন—
একজন আমি আর অন্যজন আমার পিতার
মমতাবিহীন চক্ষু
মাঝেমধ্যে রাত্রে দেন দেখা
যখন একাকী আমি একা ॥

আমি যাই

আমি যাই
তোমরা পরে এসো
ঘড়ি-ঘণ্টা মিলিয়ে
শাক-সবজি বিলিয়ে
তোমরা এসো
ততক্ষণে চোখের ওপরকার হৈ হৈ
শূন্য মাঠ পার হই
তারপর তো একনাগাড় জঙ্গল
সাপ-খোপ-জলা

সবুজ একগলা
দেয়াল বা দেয়ালের চেয়ে বেশি
মৃত্যু এলোকেশী
সাঁকো
যেখানেই থাকো
এপথে আসতেই হবে
ছাড়ান নেই
সম্বল বলতে সেই
দিনকয়েকের গল্প
অল্প অল্পই
আমি যাই

আকাশ নিঝুম
রুগ্ন ঘুম
ঝাঁট্ নেই, হাসপাতাল ময়লা
ছাগলদুধের গয়লা
কানাগলির দরজায়
হঠাৎই আকাশ গর্জায়
ম্যানসন, মুখ-চাপা বিদ্যুৎ
জুৎ
নেই, সবটাই মন-মরা
পর্দায় চড়া
যাকে বলো, আলো
সেই ভালো
আমি যাই

মস্করার মাঝখানেই বৃষ্টি এলো
এলোমেলো
হাওয়া
কাছে পাওয়া
শক্ত

বিদায়, অশ্রু — ব্যাঙ্কে রক্ত
বাস্তব বটে টাকা
ধুলো-ধোঁয়ায় ঢাকা
সন্ধে
মন দে
যাত্রা কর্, ঝাপটে
আগের ছায়াকে ধর্
কিউ — মরণকালেও লাইন
আগু-পিছুর ফাইন
মাইনে কাটা
সুতরাং হাঁটা, হাঁটাই
আমি যাই
কার্নিসে ভেজা কাক
বসে থাক্
আমি যাই

পথের প্রথম দিকটাই
গোলমেলে
পেরিয়ে এলে
বাকিটা সহজ
হিসেব মতন সাত কোশ রোজ
তাহলেই সিদ্ধি
আত্মানং বিদ্ধি —
আমি যাই

শিরীষে ফুল এসেছে
নাগকেশরের গন্ধ পাই
গোটা আকাশটাই
বদলে যেতে বসেছে
গোটা, মানে টুকরো টুকরো
ফাঁক-ফুক্রো

গঙ্গার কাছেই এক ঝুড়ি
রূপকথার বুড়ি
কলকাতা কাঁথা বিছিয়েছে
জলের মধ্যে বাগান
খান্‌খান্‌
সোনার বেড়া
ঠিক মাথার ওপর টেরা
চাঁদ
আঁধারে বাঁহাত্তি গড়, ফাঁদ
মেঘ ফাটিয়ে পেঁচা
চেঁচা, যতো জোরেই চেঁচা
চিচিং ফাঁক —
দরজা খুলবে না
চেনাজানা
সব পথই বন্ধ
কলকাতার অন্ধ
কিংবা কলকাতাই
আমি যাই

বাজারটা ঘুরে আসি
ছেলেবেলার বাঁশি
কিংবা জলছবি
কিনেই তো লুকোবি
মন, আমারি কাছে
সমস্তক্ষণ আছে
পোড়ারমুখো মিন্‌সে
মাগো, কি তার হিংসে
বরং ইস্টিশানে
যাই যদি তার মানে
হয় — শুধু কি তাই
বরং আমিই যাই

কুড়োর মায়ের কুড়ো
তার চেয়ে নই বুড়ো
যেতে পারবো
ফুটফাট কাজ সারবো
টিউকলে খাবো জল
ব্যামো তো অম্বল
চিরকেলে
আজ না হয় ফেলে
পালাচ্ছি দমছুট
সব ঝুট্ হ্যায়, ঝুট্
তবু
স্মৃতির জবুস্থবু
পাল্লার ক্যাঁচকোঁচ
আওয়াজেই একপোঁচ
কলি ফেরাই
যাই

পিতল কিংবা সোনা
কাছে
যা ছিলো তাই আছে
পকেট, তাও যে ফুটো
দুপাশে স্রেফ্ দুটো
সঙ্গী বলতে সাঁই
যাই ॥

নিচে নামছে

আজ একটা গোটা দিনই বাড়ি থেকে বেরুনো হয়নি
উদ্‌ভ্রান্ত বৃষ্টি পড়ছে, নড়ছে গাছের মাথা
বাতাসে হিম আর ছন্নছাড়া জলকণা ঝাপ্‌টে পড়ছে জানালায়
আলনায় রাখা আটপৌরে কাপড়ে গুমো
গন্ধ, যেন জালায় রাখা পুরনো চাল—
ভাতে বাড়ে। বৃষ্টি ছাড়ে না-ছাড়ে বাড়িতেই আছি
কট্‌কট্‌ করে ব্যাঙ ডাকছে ডোবায়
বাদ্‌লা পোকা উড়ছে এলোমেলো
সাপের জিব থেকে বিষ খসে পড়ছে
পলের পাহাড়ে, স্বর্গের ফুল কোঁড়ক-ছাতায়
বৃষ্টি ঝরছে উদ্‌ভ্রান্ত
গাছতলায় নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়েছে গাইবাছুর
ডাঁশ লাগছে পালানে
গা-জ্বালানে ধোঁয়া ওপরে উঠছে না আর
কার্নিসে কাক
বসে থাক।

যতোদূর চোখ যায় এককোমর উলু
মাঝেমধ্যে খাড়া তালঝাঁকড়ায় বাবুই-এর বাসা
নিজেকে ভালোবাসতে এরকম মেঘবৃষ্টি
চাই, নিজের কাছে চাই চুপচাপ বসে থাকার সময়
শিশু শালের পাড়ায় রাঙামাটি হাঁ করে গিলছে
বৃষ্টি, যতোদূর দৃষ্টি যায়—কি রকম
গা-ছমছমে সবুজ, চোখ তুললে ছাই
মেঘের রং-বর্ণ আর মায়াজাল, কেন্দ্রে বসে
জাল বুনছে বুড়ো মাকড়সা, কেউ বসে
নেই, আলস্যের পাথরও গড়িয়ে গড়িয়ে
নিচে নামছে॥

এই সিংহাসন, তার পায়ে বাজ

এই সিংহাসন, তার পায়ে বাজ, উড্ডীন ডানায়
আমাকে জড়তা থেকে নিয়ে যায় নক্ষত্রের দেশে —
'নক্ষত্র' অভ্যাসে লিখি, আমার নক্ষত্র এইসব
স্থানীয় গেরস্তঘর, কিংবা দূর কুহকী বাংলোয়
নিয়ে যায়, ভালোবাসে — ঐ বাজ চাঞ্চল্যে অধীর
হয়ে পড়ে বস্তুভারে, তবু মুক্তি করে না বর্জিত
আপন অন্তর থেকে, ঢেকে রাখে, জানায় না ঘোর
উড়ে পুড়ে চলে-যাওয়া বাসনার মর্মের আত্মজে।

মুক্তি, মুক্তি করে লোক, সব মুক্তি বন্ধনে জড়িত
শাপের আশ্লেষ যেন বিষে ফেটে চৌচির ভুবন
অমৃতের পাত্র ভাঙা, কানাতে শিল্পের কারুকাজ
মেখলাসুনীল মিনে, কার কাছে রাজসিংহাসন!
কিন্তু যেতে হবে দূরে, আত্মপরিচিত পথঘাট,
না গেলেই বিঘ্ন হবে প্রিয় যেন প্রোষিতভর্তৃকা।

পথ তোমার জন্যে

মেঘের ভেতরে ছোটাছুটি করছে বিদ্যুৎ
একেবারেই জুৎ করতে পারছে না, একপাল
বুনো মোষ দৌড়ে বেড়াচ্ছে হাওয়ায়, আকাশে
এলোমেলো গাছের মাথা, একটা ছাতা পেলে
বেরিয়ে পড়তাম, অনেকদিন ভেজা হয়নি বৃষ্টিজলে
ছলে বলে কৌশলে তাকে এড়িয়েই গেছি
অনেকদিন রোদ্দুরে পুড়িনি, গান জুড়িনি উচ্চস্বরে
অনেকদিন ভালোবাসার জন্যে টিনের কৌটো আর
দরবেশের তাপ্পি দেওয়া ঝুলি নিয়ে মানুষের ঘরদুয়ারে যাইনি

চাইতে পাইনি, না চাইতে পেয়েছিলাম অনেক
সেই থেকে, সোজা সরল পথ গিয়েছে বেঁকে
ঘর বন্ধ, বাইরে দিগন্ত পর্যন্ত খোলা
ঐদিকেই সূর্য অস্ত যাবে, দিনের আলো
গুঁড়ি মেরে পালাবে কোন্ গর্তে ?
মানুষের কাছে এক শর্তে আমি বন্দী — আমি বন্দী !
অনেক সময় সে বড়ো হলে আকাশে মাথা ঠেকে
আর কিছু চায় না, ওপর থেকে তার সহযাত্রীদের দেখে
যারা পিছিয়ে পড়েছে, তাদের ডেকে বলে —
সামনে পথ, হয়তো দুরূহ — কিন্তু দেখছি, তোমার যাওয়া সহজ
তুমি যেতে পারবে। পথ তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে ॥

চলে গেলো

সেই প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে ফিরে আসে পাগল কিশোর
যেখানে অনেকে ছিলো, শিকড় বসিয়ে তীব্র ভূমি
দখল করে ও সুখ অনুভব করেছে বিস্তৃত —
স্বাভাবিক অগ্নি-বৃষ্টি-বাতাসের বন্ধুতা ছিনিয়ে।

প্রতিষ্ঠানে কেন গেলো ? একাকিত্ব অসহ্য হওয়ায় ?
কিংবা কোনো চোরা টান জোর করে সংযুক্ত করেছে
মানুষে-সমুদ্রে-জলে, ভয়াবহ বশ্যতার কাছে —
একদিন।

প্রতিষ্ঠান ভাঙা, মানে নিজেকে কুঠার করে তোলা।
না হলে হবার নয় — রসে-বশে সম্পৃক্ত সংসার
গিলে খায় স্বাধীনতা, মুক্তমাঠ, বাতাসের রাশি,
একদিন, আসি — বলে, চলে যাওয়া, বাধ্যতামূলক।
যে যায় যে যেতে পারে সে অনেক বলিষ্ঠ পাগল,

কিশোর বেলার নাগপাশে বন্দী খেলাচ্ছলে ভরা—
হোক, তবু চলে গেলো, এমন কি বলেও গেলো না ॥

হঠাৎ কেন সঙ্গে নিলে ?

হাতের মধ্যে এক মুঠো চুল, আর ছড়ানো চতুর্দিকে
হঠাৎ কেন সঙ্গে নিলে আমার ঘরের পোষাকটিকে ?
এখন আমি ন্যাংটো, উদোম, রোদ্দুরে যাই কোন্ সাহসে।
বৃষ্টি পড়ে বাইরে ঘরে অনন্তকাল পর অবশ্য।

যখন আমার তৃষ্ণা পেতো, তার সরোবর জড়িয়ে ধরে
ঠোঁট দুটিকে কামড়ে খেতাম, পেতাম জিভের নিজস্ব বিষ
যখন ক্ষিদে, তখন খেতাম একমুঠি চুল একজোড়া ফল—
সমস্ত শরীরটা জুড়ে ঠুকরে-ঠুকরে খাবার হদিশ।
এখন কোথায় পোষাক পাবো, দীর্ঘ দিনের পোষাক আমার
হঠাৎ কেন সঙ্গে নিলে ?

মানুষের মধ্যে আছো

তোমাকে পাচ্ছি না খুঁজে, ঘাড় গুঁজে শস্য আর খড়ে
খুজে দেখছি আছো কিনা। প্রাসাদের প্রতিটি ইটের
গা থেকে প্লাস্টার ছেনে খুঁজে দেখছি আদ্যন্ত অক্ষর—
স্টেশন প্লাটফরমে গিয়ে মানুষের মুখের ধুলোয়
ফুঁ দিয়ে, উড়িয়ে দেখছি তুমি কিনা, মুখচ্ছিরি মনে
এখনো বিষণ্ন হয়ে পড়ে আছে শেফালির পাশে—
উঠোনে, বেড়ার ধারে যেন বাজবরণ লতার
মতন উৎসুক, সুখী গেরস্ত বাঁচাতে।

আগে কাছে থাকতে, আগে সারাক্ষণ থাকতে কাছাকাছি
যেভাবে মানুষ থাকে, পাথর-ইটের মতো নয় ;
অঙ্গে অঙ্গে লেগে থাকতে শাঁড়াশির মতন মাথুর।

সহসা কি ঝড়ে হলে নিরুদ্দেশ ? এই লুকোচুরি
খেলার প্রধান কাল ছেড়ে একি দুঃসময়ে, দূরে...
মানুষের মধ্যে আছো ? নাকি স্থির গাছের ভিতরে ?

মনে মনে, গাছের শিকড়ের সঙ্গে

মনে মনে, গাছের শিকড়ের সঙ্গে গড়াতে-গড়াতে অনেকদূর
পর্যন্ত চলে এসেছি
এখান থেকে চোখে পড়ে মৃদঙ্গ-ভাঙা নদীর একটা পাশ
দুঃখের মতন তীব্র
হলুদ, অন্যপাশ কুয়াশা আড়াল করে রেখেছে
আমি আর আমার আপন গাছের শিকড় চেয়ে দেখছি
মাটির নরম ফুটোর মধ্যে দিয়ে
এক চাপড় লাল কাঁকড়া, আর গেরস্থালি, গাঁ-গেরাম
চোখে বাইনোকুলর লাগানোর মতন, ঐ গর্ত, একটানে
পৃথিবীর যাবতীয় লটবহর
এনে হাজির করেছে—তার মধ্যে থেকে হবে ঝাড়াই-বাছাই,
গোছগাছ
কী নেবো আর কী ফিরিয়ে দেবার হিসেবনিকেশ
খাতাপত্তর...
মনে মনে, গাছের শিকড়ের সঙ্গে গড়াতে-গড়াতে অনেকদূর
পর্যন্ত চলে এসেছি।

দুঃখ

কবি যদি দুঃখ পায়, কলকাতাও দুঃখ পেতে থাকে।
অথচ সকলে বলে, তার মতো নিষ্ঠুর দেখিনি—
খল, শঠ, প্রবঞ্চক, হৃদয়বিহীন বৃদ্ধা লোল
এবং কখনো টেনে গৃহ থেকে শিশুকে চাকায়
থ্যাত্‌লায়, নিহত করে; ফেলে দেয় নর্দমার ধারে
গরীব দুঃখীকে, হায় কলকাতা কি দুঃখ.পেতে পারে?

আমি জানি দুঃখ পায়, কেঁদে হয় কলকাতা আকুল
মনের ভিতরে, তুমি একবার কান পেতে শোনো
মধ্যরাত্রে ফাঁকা রাস্তা, কান পাতো রাস্তার উপরে—
শুনবে, কে যেন কাঁদছে, মনে মনে দুঃখের নিঃশ্বাস
পড়ছে, যেন মেঘ ডাকছে নিচের গহ্বর থেকে রোজ
রোজই যাকে কাঁদতে হয়, সে কি আর দুঃখ পেতে জানে?

তাকে ডাকি

টালিখোলার ওপরে পড়েছে রোদ, অনেকদিন
পরে, আমাদের ঘরে ভাত ফোটানো হচ্ছে
দুটো ইট পেতে—যেন বনভোজন, খেলাচ্ছল—
পাটকাটির মুখ ধরিয়ে যেন গুঁজে দেওয়া হচ্ছে, দু দুটো
ইটের মধ্যিখানে ইন্ধন অল্পদুটো ঘুঁটে-গুল আছে
কিছু পাতা-পুতা কালো ভিজেলে ফুটছে ভাত
জোর বরাত, আমাদের ঘরে রোদ্দুর এসেছে
ভাতের গন্ধে পেটে ভোঁচকানি লাগে, রাগে
গা জ্বলছে, পেটে জ্বলছে খাণ্ডব
তাণ্ডব চলছে, তাণ্ডব—চতুর্দিকেই
তার মধ্যে একটু জো-সো করে চলা

কথা বলার সময় নেই এক ফোঁটা, গোটা
কলকাতা পুড়ছে — পোড়ার সময়, ভাসার
সময় ভাসছে, রাস্তার জঞ্জাল থেকে হচ্ছে সার।
আর কী চাই ? দো-ফস্‌লা ক্ষেতে তিন ফসল,
আমাদের ঘরে ফোটানো হচ্ছে ভাত
জোরবরাত, ঘরে আমাদের রোদ্দুর এসেছে, থাকতে —
তাকে ডাকতে হয়, এই তো সময়, এই তো
ভাত নেমেছে, কলাপাতা পুড়ে হচ্ছে কালো —
ভালোই, অনেকদিন বাদে ভালো — আসছে
তাকে ডাকি।

জ্বলন্ত রুমাল

হৃদয়ের খুব কাছে পড়ে ছিলো জ্বলন্ত রুমাল
তার অগ্নি স্পর্শ করে শুভ্র মুখ পাগলের মতো
ছোঁয় আর কামড়ে ধরে, জিহ্বায় আচ্ছন্ন হয়ে আসে
স্বাদু ত্বক, হিম রক্ত, বুকের সংশ্রব ভরা খাঁচা।
মানুষের মধ্যে থেকে ভালোবাসা শূন্য হয়ে গেলে
তাকেই পাথর বলে ছায়ারোদে ওঠে মুখোমুখি —
যেন বা সরল গাছ খোয়াই প্রান্তরে পড়ে আছে।
এই দীর্ঘ পড়ে থাকা মানুষের মৃত্যুরও অধিক ॥

ছিন্ন বিচ্ছিন্ন

[অংশ]

১

ছোট্ট হয়েই আছে
আমার, না হয় তোমার, না হয় তাহার বুকের কাছে
দুঃখ নিবিড় একটি ফোঁটায়—দুঃখ, চোখের জলে
দুঃখ থাকে ভিখারিনীর এক মুঠি সম্বলে।
ছোট্ট হয়েই আছে
একের, না হয় বহুর, না হয় ভিড়ের বুকের কাছে।
একটি ঝিনুক তাকে
জন্ম থেকেই, একটু-আধটু, বাইরে ফেলে রাখে।

৪

সুন্দরের হাত থেকে ভিক্ষা নিতে বসেছে হৃদয়
নদীতীরে, বৃক্ষমূলে, হেমন্তের পাতাঝরা ঘাসে
সুন্দর, সময় হলে, বৃক্ষের নিকট চলে আসে
শিকড়ে পাতে না কান, শোনায় না শান্ত গান
করতপ্ত ভিক্ষা দিতে বৃক্ষের নিকট চলে আসে।

৫

যদি কোনোদিন যাই মেঘের ওপারে
তোমাকেও নেওয়া যেতে পারে।
তারপরে, পথ নেই। ফুটে আছে ফুলের প্রদীপ
তুমি কি পোড়াবে কিছু ? জ্বালিয়ে নেবে না সন্ধ্যাদীপ ?
আরো কিছুক্ষণ যেতে হবে
পথ বড়ো সংকীর্ণ, কঠোর

তারই মধ্যে হাওয়া এলোমেলো—
বলে, শান্ত, কে এখানে এলো ?

৭

হারিয়ে যারা যাচ্ছে এবং হারিয়ে যারা আসছে
তাদের বুকে ভাসছে পাথর, তাদের বুকেই ভাসছে
জল ছিলো, তা রক্ত হয়েই এবং আছে কান্না
তাই ভেসেছে পাথর তেমন নদীর মাঝে যাস না।

৮

একা লাগে ভারি একা লাগে
তোমাদের ছেড়ে এসে অমূল বৈরাগে
একা লাগে ভারি একা লাগে।
এখানে লাফায় ঘাসে পোকা
আঙিনায় মানুষের খোকা
এখানে-দুরন্ত ঘাসে পোকা।
এখানে উদ্বেগ নেই মেঘে
দেখার মতন নেই জেগে
কেউ, একা দুঃখে ও আবেগে···
একা লাগে বড় একা লাগে।

১০

তুমি যেন নদী তার দুয়ার অবধি
কপোতাক্ষ জল এনে মুছাও দুঃস্মৃতি

যা কালো, কলুষ-ক্লিন্ন তাকে শুভ্র করো
তুমি যেন নদী তার দুয়ার অবধি।

তুমি যেন ধর্ম তাকে ধারণ করেছো
গর্ভে ; রক্তে প্রাণে মিশে হয়েছে মানুষ

সুখে দুঃখে লিপ্ত হয়ে হয়েছে মানুষ
তুমি যেন ধর্ম তাকে ধারণ করেছো।

১৩

মুখখানি যেন তার মতো
মুখখানি তবু কার মতো ?

১৪

এই যে আছি, থাকবো না আর
সময় হবে লুকিয়ে যাবার
তখন কি কেউ দেখতে পাবে
আমার সঙ্গে পথ হারাবে ?
কক্ষনো নয়, কক্ষনো না
আমি তো নই সবার চেনা !

১৫

বৃষ্টি নেই, মনে হয় বৃষ্টি পড়েছিলো।
উজ্জ্বল রোদ্দুরে তাকে ক্ষয়ে যেতে দেখেছে অনেকে,
অনেকে দেখেছে তাকে পালাতে মাঠের ঐ পারে--
যেখানে মানুষ নেই, আছে শুধু পাথর প্রকৃতি,
খরতর হাওয়া নেই, আছে মৃদু মন্থর বাতাস
সেইখানে।
বৃষ্টি নেই, মনে হয় বৃষ্টি পড়েছিলো।

১৭

দুঃখ কিছু গোপন এবং দুঃখ কিছু কাছের
হয়তো আমার মধ্যেও তার বসার জায়গা আছে
দুঃখ কিছু পাথর এবং দুঃখ থাকে কাদায়
দুঃখ আছে বাইরে এবং ঘরদুয়ারে বাঁধা

দুঃখ কিছু জমির বুকের শস্য-খোয়া নাড়ায়
দুঃখ, আমার সুখের ঘরে পারিস তো হাত বাড়া।

১৯

একটু নেমে দাঁড়াও, যদি আমার কাছে দাঁড়াতে হয়
একটু উঠে এসো, যদি আমার কাছে দাঁড়াতে হয়
দুখানি হাত বাড়াতে হয়, বাহিরে টান ছাড়াতে হয়
একটু উঠে একটু নেমে আমার কাছে দাঁড়াতে হয়।

২১

পথ যেন পথেরই উপরে
দেহের সংশ্রবে ঝরে পড়ে
ভাঙে না ব্যথার পাহাড়েরা
ঘাসের গভীরে চরে ভেড়া
রীতিমতো ঘাস হয়ে যায় —
যখন ভেড়াকে খুঁটে খায়!

২২

ঝিনুক কুড়াতে কত ছল
ঝিনুকে এখনো নীল জল!
গুঁড়ো গুঁড়ো পরিপূর্ণ বালি
জীবন যাপনে বাড়ে খালি।
কেউ কি কখনো মনে ভাবে —
ঝিনুক কুড়িয়ে দিন যাবে?

২৫

ভিতরে কে আছো আধো-ভাঙা
কার রক্তে পদতল_রাঙা
ভিতরে কে আছো আধো-ভাঙা?
কেউ নেই ঘরের ভিতরে
কেউ নেই বুকের ভিতরে
তবুও কে যেন মনে পড়ে
যখন-তখনই মনে পড়ে।

২৭

তখনো গাছের কাছে ছায়া পড়ে আছে
কিছু পাতা, কিছু ফুল
মানুষের মধ্যে ভুল
পড়ে আছে।
কুড়োয়নি কেউ তাকে
মাঝেমধ্যে ঢেকে রাখে
আদর চাদর মেঘ আর পিছে চাওয়া
মানুষের মধ্যে আছে মানুষেরই ছায়া।

২৮

রাত্রি বড়ো নিবিড় এবং রাত্রি বড়োই কালো
এখানে তার না আসাটাই ভালো
তার তো যাবার অনেক জায়গা আছে

বসত আমার পোড়া গাছের কাছে।

২৯

কার্নিশে বেড়াল কাঁদে, মাঝে মাঝে কান্না শোনা যায়
কখনো গভীর রাতে হিমঘুমে কাক কেঁদে ওঠে
কী যেন না পেয়ে এই ছন্নছাড়া গলির ভিতরে
মানুষ সতর্ক হয়ে, অন্ধকারে ফোঁপায় সর্বদা
আগুন যথেষ্ট আছে
কাঠ আছে
কর্তব্য রয়েছে
একমুষ্টি ভাত নেই, ভাতের গন্ধও নেই কোনো।

৩১

কেন এলে, কিন্তু, কেন এলে ?
পথের উপরে ঘাস, আগাছার দীর্ঘস্থায়ী মুঠি
যা ধরে ভেঙেছে ইট খোঁয় বালি পাথরের ছিরি —

এবং ভেঙেছে চাঁদ, টুকরো হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে
জলের সর্বত্র।
এলে, কিন্তু, কেন এলে ?
সন্ধেবেলা হাওয়া এলো, বৃষ্টি এলো, মুখাপেক্ষী ঝড়—
কোথায় উড়িয়ে নিলো, তাপিত সন্তপ্ত খেলাধুলো
বৈশাখের।
তুমি এলে, কিন্তু, কেন এলে ?

৩১

দেরি নেই, অসংখ্য সোনালি সুতো গাছে পড়ে আছে
পাতায় পাতায় তার নরম, কোমল তুলো আর
সোনালি তাঁতের পাশে কারিগর পণ্যের সম্ভার
নামিয়ে দিয়েছে।
দেরি নেই, জংলা শুঁড়িপথে
চলেছে হাটের লোক উঁচুনিচু খাড়াই পর্বতে
দেরি নেই, ফুরোবে এক্ষুনি
সহজ কাজের দিন, কান পেতে শুনি
সোনালি সুতোর টান, ফিসফাস, দূরে চলে যাওয়া…
ওরাওঁ ক্রিশ্চান চারচে খাঁ খাঁ করে ধর্মের আবহাওয়া।

৩৬

একটু কথা কইলে ভালো
একটু সবুর সইলে ভালো
এক মুহূর্ত রইলে ভালো
নইলে কিছুই পাচ্ছো না।
এক গলা বুক ডুবলে জলে
আমায় ভালোবাসতে বলে
যখন তখন হাসতে বলে
—নইলে আমায় পাচ্ছো না

৩৭

সহজ ভঙ্গিতে কথা, কিন্তু তারপরে
সুখের সন্তান পোড়ে দুচোখের জ্বরে
আমার সন্তান পোড়ে দুচোখের জ্বরে !
না হয় একাকী আছো, ভালো নেই মন
জীবনে কখনো নও একান্ত দুজন
তবু কি এভাবে কেউ সমর্পণ করে
উপবাস, একাকিত্ব, ভীষণ বিষাদ···
সহজ সন্তান পোড়ে দুচোখের জ্বরে !

৩৮

মনীষার সব কাজ ছেলেবেলা থেকে আমি করে দিই
সে পারে না কিছু
সে মূঢ় নিসর্গে ঘুম, ঘুমের আলস্যে মুখ নিচু
আকাশের দিকে পিঠে করে শোয়, ভঙ্গি তার ভালো
তবুও, আমায় দেখে একরাত্রে ভীষণ চমকালো !
সে, মানে মনীষা, তার নগ্ন দেহে তখন বিদ্যুৎ
অনেক চিকুর দেয়, আমি মেঘ, বৃষ্টি-ভেজা ভূত !

৩৯

আবার সুন্দর ! তুমি কেন আসো ভিখারির মতো ··
আমাকে জ্বালাতে ? কেন আছে আসো, দূরে যেতে চাই !
আবার সুন্দর তুমি ফিরে আসো ভিখারির মতো
আমাকে জ্বালাতে !

৪০

কী হবে জীবনে লিখে ? এই কাব্য, এই হাতছানি··
এই মনোরম মগ্ন দীঘি যার দু'দিকে চৌচির
ধমনী — নেহাতই টান, আজীবন সমস্ত কুশল
ফাঁস থেকে ছাড়া পেয়ে, এই মৃত্যুময় বেঁচে থাকা ?
কী হবে জীবনে লিখে ? এই লেখা, এই হাতছানি !

সুন্দর আমার কাছে শুয়ে আছে মানুষের মতো—
এই দেখে আমি তার পাশ থেকে দ্রুত উঠে পড়ি
এবং পালিয়ে যাই ঘর থেকে, সিঁড়ি বেয়ে নেমে—
সুন্দর কীভাবে থাকে তখনো আমার কাছে থেমে।
সেও কি সুন্দর, ওই আগেকার মানুষের মতো?

৪৩

চাঁদ চলে লুটিয়ে কাপড়
কোথাও লাগে না জল, ধুলো কিম্বা ধোঁয়া বা চোরকাঁটা
আবশ্যক শুকনো থাকে, পরিচ্ছন্ন থাকে
কেবল মেঘেরা তাকে তৃণাঞ্চলে ঢাকে
যেন তালি-তাপ্পি দেওয়া গরিবের কানি
আমি জানি
তুমিও চাঁদের মতো বহুদূর থেকে
আলুথালু কাপড়ের বশবর্তী নও
সে কাপড়ে লেগে যায় ধুলোবালি চোরকাঁটা সবই
তুমি ঠিক চাঁদ নও, চাঁদের মতন নও কিছু
ভালোবাসা থেকে তুমি বহুদূর, বহুদূরে নিচু
সেখানে একাকী তুমি থেকো চিরদিন
এই-ই চাই।

৪৫

নদীর কোলের কাছে বালি, নদীর
ভিতরে অন্ধকার, তাতে আলোর মতো মাছ
সোনালি রুপোলি।
দুপাড়ে পাথর, পাথরের কনিষ্ঠ নুড়ি
তার রং নানারকম, সেই নুড়ি নিয়ে
চলতে চলতে নদী পড়েছে সমুদ্রে।
মানুষের ঘরে ঘরে গাছপালা, সেই
গাছপালার সমুদ্রে কাগজের নৌকো,

বৃষ্টিবাদল — তার মধ্যে মাছের মতো
সোনালি রুপোলি মানুষের শিশু
মানুষের সঙ্গে সমুদ্রে যায়···
ওদের যাওয়া দরকার।

৪৭

সকাল থেকে সন্ধে অমন ঠ্যাং ছড়িয়ে কাঁদে!
যখন রঙিন অনেকটা লোক নির্বোধ আহ্লাদে
কিসে তোমার কষ্ট জানি, কোথায় তোমার দুঃখ —
না পেলে ভাত, তাকিয়ে থাকো প্রভুর অন্তরীক্ষে।
আর কেঁদো না, আর কেঁদো না ভাতের পচাই দোবো
আবার যদি কাঁদো তবে তুলে আছাড় দোবো।

৪৮

সবুজ ঘিরেছে তাকে, শস্য, খড় — যা কিছু সোনালি
সব দিয়ে, মানুষের যাতায়াত বন্ধ করে গেছে
এইভাবে, তবু যায় মানুষেরই গন্তব্যবিহীন
আলুথালু পথরেখা ঐদিকে — এদিকেও যায়
অর্থাৎ ফিরেও আসে, মনে মনে, ধেয়ানের মতো,
গোপন নামের মতো, যেন সাপ, স্বপ্ন, দুঃখ যেন
অনভিনিবেশ যেন পথে পথে পাগলে পোড়াতে।

৫০

কে যেন ঈশ্বর, তাই মাঠে বসে আছে
বল্মীকস্তূপের মধ্যে মানুষের মনীষার চেয়ে
ঢের বেশি আলুথালু, ঢের বেশি হতাশাব্যঞ্জক
তার মূর্তি, মনে করো, সে আমার নিজস্বও নয় —
কে যেন ঈশ্বর, তাই মাঠে বসে আছে,
মাঠে ও নদীর ধারে, বাঁধের উপরে বিসর্জন···
কে যেন ঈশ্বর, তাই বাঁধে বসে আছে

বালুকার মধ্যে সে কি, বালুকার মধ্যে সে কি নয় —
কে যেন ঈশ্বর, তাই একলা বসে আছে

৫১

মৃত্যুর অমূল চাপ মৃত্যুতেই আছে
দূরে কাছে
কেবলি সুগন্ধ ওঠে নষ্ট কিছু ফলে
আমার যা কিছু স্পষ্ট তাও কেন নেয় না সকলে ?
কেবলি সুগন্ধ ওঠে নষ্ট কিছু ফলে
দূরে কাছে
মৃত্যুর মূল চাপ মৃত্যুতেই আছে ।

৫

শীতল জলে জুড়োয়
হলো হাত পা এমন বুড়ো
ওরা শীতল জলে জুড়োয়
কিন্তু, নদীর কাছে নয়
ওদের নদীতে খুব ভয়
চপল নদীকে খুব ভয় !

৫৩

এভাবে নয়, এভাবে ঠিক হয় না
নদীর বুকে বৃষ্টি পড়ে, পাহাড় তাকে সয় না
এভাবে নয়, এভাবে ঠিক হয় না ।
কীভাবে হয় ? কেমন করে হয় ?
যেমন করে ফুলের কাছে রয়
গন্ধ আর বাতাস দুইজনে ··
এভাবে হয়, এমনভাবে হয় ।

৫৪

আমার কাছে আসতে বলো
একটু ভালোবাসতে বলো
বাহিরে নয় বাহিরে নয়
ভিতর-জলে ভাসতে বলো —
আমায় ভালোবাসতে বলো
ভীষণ ভালোবাসতে বলো ।

৫৭

এই যে শহর, একলা শহর চলছে
আমাকে সেই কখন থেকে বলছে :
লক্ষ্মীছাড়া, তোর উপমা তুই
মন হয়েছে তোর ভিতরে শুই
শুস্ না, শহর, শুস্ না
আমার মধ্যে জ্বলছে যা, তা তুঁষ না !

৫৯

নিজেকে চার টকরো করে একটাকে যাই রেখে
ঘরের মধ্যে চারদেয়ালের যত্ন দিয়ে ঢেকে
তিনটে নিয়ে শহর ঘুরি, একটা হঠাৎ হারায়
নাম-না-জানা শহর-বাজার গেরস্থালির পাড়ায়
একটা ফুটো, আধেক ঝুটো — তার জীবনে, ভরি
অস্থিরতার তিক্ত আগুন এবং অর্থকরী
পুড়ন্ত চাল, পাখির পালক, দেহের শীতল ছায়া
একটি ছোটে কুঠার কাঁধে পাগল রাতের হাওয়ায় ।

৬০

আমার ভিতর ঘর করেছে লক্ষ জনায় —
এবং আমায় পর করেছে লক্ষ জনে
এখন আমার একটি ইচ্ছে, তার বেশি নয়
স্বস্তিতে আজ থাকতে দে না আপন মনে ॥

৬৪

পাথর নিয়ে ছিলো গভীর রাতে
পাথর নিয়ে ছিলো সকালবেলা
পাথর রাখে বুকের ওপরটাতে—
পাথর নিয়ে কোন্ পাহাড়ের খেলা

৬৫

ওখানে যে থাকে, তাকে চোখে-চোখে রাখে
হারাতে দেয় না কেউ, দেয় না নির্জনে
বসে থাকতে অন্যমনে, একাকী কখনো
ওখানে যে থাকে, তাকে চোখে-চোখে রাখে

সে শুধু পালায় দূরে, ত্রস্ত ঘুরে ঘুরে
সে শুধু পালায় আর একলা বসে থাকে
ঘর থেকে দূরে গিয়ে প্রকৃত পোশাকে

সে শুধু পালায় আর একলা বসে থাকে।

৬৭

এইখানে সে আসতেছিলো
আসতে-আসতে ভাসতেছিলো
এবং বিষে ডুবন্ত হাঁস
ভাসতে-ভাসতে নাচতেছিলো
ভীষণ ভালোবাসতেছিলো!

৭২

আমার এখন ভারি জবরদস্ত অসুখ—
কপালের ওপর খাড়া চুল, মাথা ভর্তি উকুন
উলুবনে রাশি রাশি রাক্কুসে পিঁপড়ে।
বৃষ্টি দেরিতে আসবে
খুব দেরিতে আসবে

আমার এখন ভয় দেখাতে ভালো লাগে
শুধুই ভয় দেখাতে ভালো লাগে।

৭৩

তিনি আমার স্বপ্নে কিছু কথা বলেন
তিনি আমার সঙ্গে শুধুই হেঁটে চলেন
তিনি আমার সমগ্রকে ভাঙতে দড়
তিনি আমার অকস্মাৎ ও পূর্বাপর
তিনি আমার অংশবিশেষ, কোলের ছেলে —
তোমরা তাঁকে তন্মুহূর্তে ফেলে এলে!

৭৪

একটি জীবন পোড়ে, শুধুই পোড়ে
আকাশে মেঘ বৃষ্টি এবং ঝড়
ফুলছে নদী যেন তেপান্তর
চতুর্দিক শীতল সর্বনাশে —
পেয়েছে, যাকে পায়নি কোনোদিনও
একটি জীবন পোড়ে, কেবল পোড়ে
আর যেন তার কাজ ছিলো না কোনো

৭৫

ভেঙে দেবো — সবাই যেভাবে ভাঙে, সেভাবেও নয়
পরম আদরে ভাঙবো, যত্নে ভাঙবো, নেবো কোলে তুলে —
তারপর দু'হাতে মুখ প্রতিষ্ঠিত করে দেবো টিপে
সচেতনভাবে দেখবো — কীভাবে সম্পর্ক চলে যায় —
হায় মানুষের প্রেম, গেরস্থালি, জন্মদিনগুলি!

৭৬

একটি ঘর, অন্যসকল ঘরের মতন ঘর
দেয়াল থেকে চুণ খসছে, বালি খসছে হাওয়ায়
ব্যতিব্যস্ত সময় থেকে স্তব্ধ সময় পাওয়া'

এমন কি আর শক্ত, তোমার ঘরের মতন ঘরে ?
একটি টেবিল তোমার থেকে আমায় পৃথক করে

৮২

জলন্ত এক টুকরো আগুন গিলতে গিয়ে লাগছে বরফ
কঠিন, তুমি কেমন বিষে আমাকে আজ হত্যা করো ?

আজন্মকাল জ্বালার মধ্যে ঘোঁট পাকালে দিব্যি হরফ
কঠিন তুমি রসের বশের মধ্যে ভাঙলে বৃহত্তর

নীল সামাজিক বিষণ্ণতার কলস — মানেই পাত্রখানা
কঠিন তুমি আপনি পাগল, সূত্র কিন্তু আমার জানা।

৮৩

দরজা ছিলো দুটো, ছিলো বুকজোড়া তার ফুটো
তাই কখ্‌খনো নই একা
বাহির দুজনকে ভুল দেখায়

৮৪

মৃত্যুর সম্ভাব্য কাঁটা, মৃত্যুকে সরিয়ে রাখে দূরে···
তাই কানামাছি খেলা বন্ধচোখ বাল্যের নূপুরে
অতসীকুসুমশব্দ, তাই শব্দমাত্র শুনে কবি
মনে ভাবে, সঙ্গ পাবে বধূ তার নিশ্চিত লিচ্ছবি
বংশের রূপসী কেউ, মুখ দ্যাখে দর্পণ গোক্ষুরে
মৃত্যুর সম্ভাব্য কাঁটা মৃত্যুকে সরিয়ে রাখে দূরে

৮৬

শূন্যতার সব বোধ আমার সম্পর্কে থেকে গেছে
যেভাবে মানুষ থাকে দেয়ালের উপরে দাঁড়িয়ে
কিছু দেখবে বলে নয় — এমনি, খেলার প্রতি প্রেমে·
দেয়ালে দাঁড়ায় আর ছুটোছুটি করে, ভুল করে —

নিজের ছায়াকে ভাবে অন্য কেউ, অন্যবিধ কেউ
শূন্যতার সব বোধ আমার সম্পর্কে থেকে গেছে।

৮৭

সিংহাসনের উপরে চাপ মাংস থাকতো
পায়ায় চারটে ঈগলপক্ষী বেঁধে রাখতো
কোন্ সে রাজা উড়াল দিতো নীল আকাশে
উড়ন্ত সেই টুকরো নিতে ক্ষুৎপিপাসায়।

৮৮

এখান থেকে আমার
ইচ্ছে পথে নামার।
কিন্তু পথগুলো সব নদীই
রঙিন মাছটি হতাম যদি।

৮৯

মাথার ওপর আকাশ পুড়ছে
বাতাস বইছে অনেক জোরে
রোদ্দুরে ভয় করছে ভীষণ —
তাই কি আমায় রাখছো ধ'রে ?

৯২

ভুল হয়েছে ভুল
মাথার ভিতর দু'হাত, ওড়ে পেটের ভিতর চুল
কোথায় হাওয়া, চোখের চাওয়া, কোথায় বকুল ফুল ?
ভুল হয়েছেই, ভুল !
এই তো বনের ধার
কালো তিজেল, ঠাণ্ডা উনুন — বাড়ন্ত সংসার
কোথায় মানুষ, মেঘের ফানুস, কোথায় গলার হার.
দূর পাহাড়ে দেখা আমার বাড়ন্ত সংসার !

৯৩

আমার কাছে একবেলা খাও, একবেলা খাও ওর কাছে
পোকায় আমার কাটলে পাতা ফুল ফোটালে ওর গাছে !

৯৪

মনে হয় সুখে আছি এই হিংস্র বনেব ভিতরে
দুঃখ দাঁতে করে নিয়ে উদ্ধত হয়েছে গাছপালা
জ্বালা সব ধুয়ে গেছে সবুজ বৃষ্টিতে ঝড়ে মেঘে
আন্দোলন করে পাখি সন্ধ্যায় সকালে বায়ুবেগে ।
খরগোশ ইঁদুর আছে, ছোট প্রাণ নিয়ে আছে বুঁদ
এইখানে, ঝর্ণাজলে ঝিকিমিকি মাছ করে খেলা
এখানেই, মনে হয়, স্তব্ধ হয়ে আছে ছেলেবেলা
বড় দুঃখী মানুষের মানুষীর সুখেভরা মন ॥

৯৫

বনের মধ্যে আপনমনে একটি মানুষ হাঁটতেছিলো
কাঠুরে কাঠ কাটতেছিলো
আসা-যাওয়ায় কাটতেছিলো
তার ভিতরে অন্য মানুষ আপনমনে হাঁটতেছিলো
আমায় ভালোবাসতেছিলো, ভীষণ ভালোবাসতেছিলো

৯৬

শব্দের আড়ালে কিছু শব্দ ছিলো শিকড় জড়িয়ে —
পাতারা জানতো না, তাই নিশীথে কেঁপেছে ভয়ংকর
ভয়ে ও ভাবনায় — ওই কথা বলে, কারা কথা বলে ?
হলুদ জোনাকি এসে উড়ে উড়ে পড়ে
চাঁদের প্রচ্ছায়া জলে একাকী লুকোনো
প্রান্তর পাথর নিয়ে বৈশাখের ঝড়ে
— নীরবতা কোথা আছে, কান পেতে শোনো ।

৯৮

প্রকৃত নক্ষত্র নাকি ছায়া ফেলে রাখে
এই হিম, অলৌকিক জলের ভিতরে
নক্ষত্রের ছায়া নাকি সোনার দরজা
নেমে যায়...
যে পাহাড় ঝুঁকে ছিলো সে গেছে মিলিয়ে
আকাশে উজ্জ্বল পেঁজা মেঘের সমূহ
বনের কাপাস যেন দূরে উড়ে যায়।

১০০

বনের ভিতর থেকে ঝর্ণার অস্থির শব্দ আসে
এখানে বাতাসে
মানুষের ক্লান্তিহর কোন্ গন্ধ বনফুলে ভাসে ?
বুঝি না, বুঝি না গন্ধ কিছু
মানুষের সংঘ থেকে সরে এসে মাথা করি নিচু
বনের ভিতরে ঝর্ণা, তার কাছে যাবো
মুখটি বাড়িয়ে তার শান্তি ও কল্যাণ বুকে পাবো
আর কোনো কিছু যাচ্ঞা নেই
এই-ই সব ॥

১০২

আমায় সম্পূর্ণ করে দেবে বলে ফিরিয়ে দিয়েছো
এই ভেবে, দীর্ঘকাল কেটে গেছে, বাকিটাও যেতো :
কিন্তু, কোথা থেকে হলো, কোন্‌ভাবে হলো
—একটি অসম্পূর্ণ গাছ উঠোনের কোণে !
কী গাছ ? সামান্য কিছু—ফলের, ফুলের।
পাতা নেই, কাঁটা আছে, দীর্ঘ এলোমেলো
আঙুলের মতো আছে কিছু ডালপালা।
শিকড়ে লাবণ্য আছে, জোর আছে নখে—
সব আছে, সবই ছিলো, কিছু যেন নেই !

১০৪

সুন্দরের গান শুধু সুন্দরই শুনেছে
আমরা পাথর হয়ে পড়ে আছি নদীর ওপারে
ওখানের গাছপালা আমাদেরই কাছে
ওরাও শুনেছে গান, এপারের বাতাসে পাঠানো
কাছে আনো, দূরে নিয়ে যাও
সুন্দর সর্বত্র আছে, এই কথা জানো ।

১০৫

বাগানে একবার ঘুরে আসি —
কিছু বাসি ফুল পড়ে আছে
তুলে নিই ।
অন্য কারো দোষ, ওর নয়
ওর ঝরে যাবার সময়
সে ছিলো না কাছে —
দোষ তারই
দেখি, যদি পারি
কালও যাবো
বাসি ফুল, তোমায় কুড়াবো ॥

১০৬

নক্ষত্রের কাছাকাছি মেঘ উড়ে যায় --
মাঠের উপর শুয়ে এইসব স্বর্গের কাছের
প্রসন্ন মহিমা দেখে চমৎকার লাগে
তার আগে শস্যক্ষেতে গন্ধ উঠেছিলো
সম্পূর্ণ শস্যের গন্ধ, ভাতের, ফ্যানের
যদিও স্বর্গীয় নয়, চমৎকার লাগে ॥

১০৭

আকাশে অনেক পাখি
ঢেকে রাখি নিজেকে চাদরে

কেন, জানো ? তোমার আদরে
একদিন
পাখি হয়ে গেছি
পালিয়েছি, ফিরেও এসেছি
এখন, প্রকৃত ভয় করে
ঢেকে রাখি নিজেকে চাদরে
যদি যাই, যদি ওরা ডাকে
ভয় হয় ॥

১০৮

কে যেন কোথায় ডাকে ? কার কাছে ডাকে ?
আমি যাই । নম্রতা আমার খুবই, শ্রেণীবদ্ধ পাঁকে
আমাকে ডুবাতে চাও, কে তুমি লিচ্ছবি
বংশের, যে কেউ আছো, যথাতথা আছো—
কে যেন কোথায় ডাকে, কোন্‌খানে ডাকে ?

আমি যাই ।

১০৯

পথে পড়ে আছে চাঁদ, তাকে নাও তুলে
সংকেতের মতো রাখো রুক্ষ সিঁথিমূলে
জঙ্গলের, আর নিজে পাহাড়ে দাঁড়াও—
চূড়ায়, আকাশে এসে তোমায় শুধাবে :
এপথে নিঃশব্দে যাও, তার দেখা পাবে ।
গাছ আছে, পাখি আছে, চাঁদ আছে জলে
ঐখানে ঢাকো মুখ শান্ত করতলে –
তার দেখা পাবে, যদি চাও

জলে শুয়ে আছে চাঁদ, তাকে তুলে নাও ।

১১১

ফুলের মতো সহজ হয়ে আসে
তোমার কিছু বলার মতো ভাষা
দেয়াল নেই, দরজা নেই তাতে
তোমার হাত রেখেছি দুই হাতে
করতলের পুরানো সব রেখা
নতুন করে সময় হবে দেখার ?
কী সুখ দেখে অরূপ মুখখানি
তোমার কথা আমিও কিছু জানি ।॥

শব্দের ঝর্ণায় স্নান

শব্দের ঝর্ণায় স্নান করে ওরা, আকাশের নিচে
কালো পাথরের কোলে জল ও দুধের শব্দ ঝরে পড়ে, ছিন্নভিন্ন ফেনা
কোটরে হৃদয়ে জমে, স্থিরচিত্র বিংশশতাব্দীর
তরুণ কবির রক্ত, স্মৃতি, মেধা, তছনছ সংসার
বিষের মতন বদ্ধ শব্দ আসে মুক্তস্রোত থেকে
সেখানে সে-গর্তে ওঠে শরবন, ভাসে গুঁড়ো পানা
প্রতিষ্ঠান এইভাবে শিল্পের সংস্রবে সাড়া দেয়
অর্থ দেয়—টাকাসিকি, সম্বর্ধনা, তামার ফলকে
ছেনি দেগে নাম লেখে···এবং দেয় যা পচনের
আগুপিছু অর্ধসত্য

শব্দের ঝর্ণায় ওরা স্নান করে আকাশের নিচে

এই তার বনাঞ্চল, এইখানে সুখের বসতি
সুন্দর এখানে একা নয়, আছে সমভিব্যাহারে
সম্পদে-বিপদে-সুখে কাজে অবসরে আছে আলস্যে গভীর
কখনো-সখনো একা হেমন্তের পাতার আড়ালে

কিশোরবেলার ছেঁড়া ফ্রক, তাপ্পি-মারা লাল জুতো —
এইসব সঙ্গে নিয়ে, বড়ো একা, কখনো-সখনো

শব্দের ঝর্ণায় ওরা স্নান করে আকাশের নিচে

তার কানে শব্দ নয়, চোখে আছে বিষাক্ত ভুবন
ভালোবাসা থেকে এক কৃমিকীট উঠেছে পাথরে
এবং বিমূঢ় হয়ে চেয়ে আছে, অসহ্য সুন্দর
কীটের প্রবৃত্তি থেকে কীর্তিনাশা অগ্নি জ্বলে দেখে
ভয় পায় দুঃখ পায়। অভিমান যেন সে শিশির
বাতাসে পাতার মতো ঝরে যায় শব্দের শিবিরে
একা একা

এইভাবে দুজনের দেখা মধ্যরাতে, শ্বাপদসংকুল বনে

শব্দের ঝর্ণায় স্নান করে ওরা আকাশের নিচে
উৎসব শুরু ও শেষ, শোলাফুল চাঁদোয়ায় হিম
চাঁদের মুখের দিকে চেয়ে থাকে, মনে পড়ে তারও
আর কোনো কাজ নেই —
'এবারে অন্যত্র যেতে পারো'

শিকড়ের মতো, একা

মাথার ভিতরে শান্ত অগ্নি তাকে পাগল করেছে
সে বসে রয়েছে গর্ত খুঁড়ে মগ্ন শিকড়ের মতো
শাদা দুধ উই, গুবরে, সুদর্শন, গন্ধী পোকা যতো
আছে তার কাছাকাছি, কাছে নেই মানুষের পাড়া
মানুষ সকলে গেছে মন্দিরে ও মঞ্চের উপরে
কী যেন প্রার্থনা আছে, কী যেন বক্তব্য আছে তারও

পোকামাকড়ের নেই মন্দির মসজিদ প্রতিষ্ঠান
দলমত নির্বিশেষে ওরা আছে পাগলের কাছে
যে বসে রয়েছে গর্ত খুঁড়ে মগ্ন শিকড়ের মতো
একা…

কিছু কাজ

মানুষের কিছু কাজ বাকি থাকে, মৃত্যুর পরেও
তাকে ফিরে আসতে হয় বাসা খুঁজে মানুষের মতো
হয়তো সেলামি দিয়ে, হয়তো সেলা'ম দিয়ে নয়
অটুট ব্যবস্থা দেখে, বাসট্রাম সাবলীল দেখে
তাকে ফিরে আসতে হয়, কাজের ভিতরে কাজ নিয়ে
খেলা নয়, মেলা নয়, মঞ্চ নয়, সংবাদপত্রের
ধারেকাছে নয়, কিংবা মগ্‌রাহাট টিরেট্টাবাজারে
ব্যবসার জন্যে নয়, কারবারের জন্যে নয় কোনো
একেক জনের জন্যে একেক রকম কাজ থাকে
মানুষ জানে না, এই জীবিতেরা, তাই ভয় পায়
ভয় পেয়ে বাড়ি ছাড়ে, ভয় পেয়ে ভালোবাসা ছাড়ে

মরার কথায়

একটি ছেলে কাঠের ঘোড়ায় চড়তো
অন্য ছেলে মাটির ঘোড়া গড়তো
তারা কোথায়, তারা দুজন কোথায় ?
বাঁচার কথা করেছে অন্যথা !

কাঠের ঘোড়া আঁস্তাকুড়ে পুড়ছে
ভাঙা মাটির ঘোড়া পাগল জুড়ছে
তারা কোথায়, তারা দুজন কোথায়
মরার কথায় করেনি অন্যথা।

সহজ

আমি একটু সহজ করে কথা বলবো ভেবেছিলাম
তুমি আমায় করলে কঠিন
আমার পথের উনিশটি দিক, সূত্রে কিন্তু একটি মুঠি —
আমি একটু সহজ করে কথা বলবো ভেবেছিলাম।
ভেবেছিলাম ঘরেই যাবো, কিন্তু ঘরে পরের বসত
আমার বুঝি ঠাঁই হলো না
উনিশটি পথ আকার টানে, উনিশ বাঁধন রাখছে বেঁধে
কণ্ঠে সকল জটিলতার ভিতর থেকে বলছি কেঁদে —
আমি একটু সহজ করে কথা বলবো ভেবেছিলাম
কথা আমার বলা হলো না।

গাছ কেন

গাছ কেন গাছের বিরুদ্ধে কথা বলে ?
কারণ জানি না, কেন পাখি উড়ে চলে
আকাশে যেমন মেঘ, সুগন্ধ ফুলের —
কারণ জানি না কেন সৌন্দর্য চুলের
কারণ জানি না কেন গাছ কথা বলে
গাছের বিরুদ্ধে, গাছ মানুষ তো নয় !

সুন্দরী ধাপ

ভেবেছিলাম এইখানে তার সর্বনাশের শেষ হয়েছে
ভেবেছিলাম মুখটি যখন পুড়েছে তার মুখচ্ছিরির
কী আর থাকে অবশিষ্ট ?
ভুল ভেঙেছেন তেমনি ক'রে আধ-ক্ষ্যাপাটে যীশু খ্রীস্ট ·
আমি সিঁড়ির
সুন্দরী ধাপ সরিয়ে, দেখি অন্ধকারেও পথ রয়েছে ।

তিনি

দুটি ধান,
আমাদের জন্যে তিনি নিয়ে আসেন ফলের বাগান
পুকুর, পথের ছায়া, হাঁস
আমাদের জন্যে বারোমাস
তাঁর এই কষ্টবোধ, সরল সম্পর্ক, লেগে থাকা···

তিনি কে ? তিনি কে ? — ডাকে রামধনু পাখি মাছরাঙা —

আমি বলি, কিছুতে বলবো না ।

একদিন ছিলেন তিনি ক্ষুণ্নমন বিবিমার থানে
একদিন কে স্বপ্নছুট দেখেছিলো নির্জন বাগানে
আর দিন ? মনে নেই ঠিক —
ভিন্‌দেশি পথিকে নাকি দিয়েছিলেন পথের নিরিখ !

পাথর পাথরখণ্ডগুলি

পাথর বুকের কাছে এসে পড়ে আছে
খণ্ড খণ্ড কতগুলি পাথরের প্রধান সংসার
জ্বালা যন্ত্রণার শেষ কথা নিয়ে, কৌতূহল নিয়ে
আমার বুকের কাছে এসে পড়ে আছে—
একাকী এসেছে কেউ, কেউ খুবই অন্যমনা ভাবে
ঘুরতে-ঘুরতে এসে গেছে বনের গভীর থেকে মনে
পথের দুপাশ থেকে পথের উপর দাঁড়িয়েছে
বাধা হয়ে, বৃদ্ধি হয়ে, আজানুলম্বিত হয়ে মেঘে
যেন চাঁদ আলুথালু, যেন তার দীর্ঘ অবসাদ
গায়ে মেখে পড়ে আছে পাথর পাথরখণ্ডগুলি···
ফলত আমার কোনো নির্জনতা নেই, প্রেম নেই,
মানুষের কাছে কোন কাজ নেই, কর্মচারী নেই—
মানুষের মধ্যে থেকে পাথরেরও মধ্যে থেকে খুব
একেকটি সন্ধ্যায় বড় কষ্ট পাই ; বিচ্ছিন্নতা পাই ॥